উন্নয়নে জনপ্রশাসন
২০০৯-২০২৩

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০২৩

মুদ্রণে : বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"সরকারী কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তারা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তারা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।"
(১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদনে গণপরিষদে ভাষণ)

"মানুষের জন্য প্রশাসন, প্রশাসনের জন্য মানুষ নয়। আপনাদের মানুষের কাছে যেতে হবে, তাদের সঙ্গে মিশে তাদের দাবি-সমস্যার কথা শুনতে হবে। উন্নয়নের সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

মানুষের সঙ্গে কথা বলে স্থানীয় সমস্যা-সম্ভাবনা সম্পর্কে জানুন এবং সেগুলি কেন্দ্রকে জানান। আপনাদের সঠিক তথ্যের ভিত্তিতেই উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।"

(জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১৭-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ)

ফরহাদ হোসেন, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২০০৯ হতে ২০২৩ সালের কার্যক্রমসংবলিত একটি প্রকাশনা মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় মানবসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ জনবল তৈরিকরণে মূল কারিগর হিসাবে কাজ করে থাকে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি ও পদসৃজনসংক্রান্ত নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি এ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। মন্ত্রণালয়ের এসকল উদ্যোগ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসংবলিত প্রকাশনাটি সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে বিবেচিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সৎ, দক্ষ ও জনবান্ধব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর অপরিহার্যতার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এ দর্শনকে ধারণ করে জনবান্ধব, কল্যাণধর্মী ও আধুনিক প্রযুক্তির ধারণাসম্পন্ন মানবসম্পদ গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্ব-মানচিত্রে উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ 'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এ রূপান্তরিত করা। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় দক্ষ, জনবান্ধব ও স্মার্ট জনবল তৈরিতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমার বিশ্বাস, এই উদ্যোগগুলো কাজে লাগিয়ে সরকারি কর্মচারীগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন ভাবনার 'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর সফল বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

আমি প্রকাশনাটির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ফরহাদ হোসেন

ফরহাদ হোসেন, এমপি

মোহাম্মদ মেজবাহ্‌ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমিকা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই জনপ্রশাসনকে স্বচ্ছ, দক্ষ, জনমুখী, অংশগ্রহণমূলক করে গড়ে তোলার জন্য সকল উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এ ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও অভিপ্রায় অনুযায়ী বিগত পনেরো বছরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য বহুমাত্রিক ও প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। স্বচ্ছ, ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারসম্পন্ন মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সরকারি সেবাসমূহ মানুষের কাছে সহজে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে আধুনিক করে গড়ে তোলা হয়েছে, রাখা হয়েছে সকল ধরনের আবাসন ও প্রশিক্ষণ সুবিধা। নতুন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সকল প্রতিষ্ঠানকে সংস্কারের মাধ্যমে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, বিপিএটিসি-তে ১৫ তলা ডরমিটরি, ক্যাফেটেরিয়া ও নতুন মেডিক্যাল সেন্টার, জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি, কুমিল্লা ও টাঙ্গাইলে নতুন সার্কিট হাউজ, সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকে ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীতকরণ এবং রংপুরে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে বহুতলবিশিষ্ট ভবন স্থাপন করে অনেকগুলো দপ্তরের অফিস স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অধিকন্তু, ময়মনসিংহ ও খুলনায় বিভাগীয় সদর দপ্তরের কাজ, বাগেরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জামালপুর, কুষ্টিয়া, রংপুর ও নড়াইলে নতুন সার্কিট হাউজ ও বিপিএটিসি-তে ২০ তলাবিশিষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একাডেমিক অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ভবনের কাজ চলমান।

বিগত পনেরো বছরে বর্তমান সরকার দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সরকারি অনুদান প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৭; অনলাইন প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা, ২০২১ এবং জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা নীতিমালা, ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিসিএস ক্যাডার অফিসারদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৪ মাস থেকে বৃদ্ধি করে ০৬ মাস করা হয়েছে এবং বিসিএস (প্রশাসন) এবং বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডার একীভূত হওয়ার প্রেক্ষাপটে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য ০৪ মাস মেয়াদি 'উন্নয়ন প্রশাসন কোর্স' চালু করা হয়েছে। কর্মকর্তাগণের জন্য উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিশ্বের খ্যাতনামা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ ব্যবস্থাসমূহ প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মচারীর প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের দ্বার উন্মুক্ত করেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, শুধু প্রশাসন ক্যাডারে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ২০১০ সালে ৭০৭ জনের তুলনায় ২০২৩ সালে ১৩৯৮ জনে উন্নীত হয়েছে। অপরপক্ষে, একই সময়ে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে পিএইচ.ডি. অর্জনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ২০৭ জন থেকে ৪১৭ জন উন্নীত হয়েছে। 'জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমেই দুইটি পর্যায়ে বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ বিদেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩০৭ জন মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন এবং ১৩ জনকে পিএইচ.ডি. ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে।

রাজস্বখাতে স্থায়ী/অস্থায়ীভাবে পদ সৃজন, পদের মেয়াদ সংরক্ষণ, সৃজিত পদ স্থায়ীকরণ, সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন, সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের পদসমূহ রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর/নিয়মিতকরণ ইত্যাদিসহ এ-সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক কার্যক্রমে সেবা সহজীকরণ করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে সেবাগ্রহীতাদের সুবিধার্থে 'সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা' প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সকল কাজের জন্য ফ্লো-চার্ট ও চেকলিস্ট প্রণয়ন করে সেবা প্রার্থী ও সেবা প্রদানকারী উভয়ের কাজ সহজ করা হয়েছে।

মানবসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ কর্তৃক ৭,৪৩,৯৯৭ (সাত লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার নয়শত সাতানব্বই) টি পদ সৃজনে সম্মতি ও ৬৫,৫০৭ (পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশত সাত) টি শূন্যপদ পূরণের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ৪৪,৮০৬ জন ক্যাডার অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকরি-সংক্রান্ত আইন-বিধি সংস্কার করে যুগোপযোগী করা হয়েছে, যেমন: সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮; বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আইন, ২০২৩; গোপনীয় অনুবেদন অনুশাসনমালা, ২০২০। এছাড়া, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৮০৩টি বিষয়ে বিধিগত মতামত প্রদান এবং ৪৮৪টি নিয়োগবিধি/প্রবিধানমালা সংশোধন ও প্রণয়ন করা হয়েছে।

সরকারি কর্মচারীদের কল্যাণে বর্তমান সরকার প্রভূত কাজ করেছে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের জন্য ২০০৯ ও ২০১৫ সালে বেতন ও অন্যান্য সুবিধা তিনগুণ (৩৪৪ শতাংশ) বৃদ্ধি; ২০১৬ সাল (১৪২৩ বঙ্গাব্দ) থেকে কর্মচারীদের মূল বেতনের ২০% হারে 'বাংলা নববর্ষ ভাতা' প্রদান; ১ জুলাই ২০২৩ থেকে সকল পর্যায়ের সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৫ শতাংশ হারে 'বিশেষ সুবিধা' (প্রণোদনা) প্রদান; ২০১৩ সালে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু ও অক্ষমতাজনিত আর্থিক অনুদান প্রদান চালু করা হয়। বর্তমানে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুর কারণে পরিবারের অনুকূলে ৮ (আট) লক্ষ এবং অক্ষমতার কারণে ৪ (চার) লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান; সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য স্বল্প সুদে ৫ (পাঁচ) লক্ষ থেকে সর্বোচ্চ ৭৫ (পঁচাত্তর) লাখ টাকা পর্যন্ত গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রবর্তন; গাড়ি ক্রয়ের জন্য সরকারের উপসচিবদের ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা সুদমুক্ত ঋণ ও প্রতিমাসে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রদানসহ সকল কর্মচারীর কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি প্রদান করেছে।

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের প্রেষণা প্রদানের মাধ্যমে ভালো কাজের পুরস্কারস্বরূপ বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক প্রদান করা হচ্ছে। উদ্ভাবনী কাজে উৎসাহিত করার পাশাপাশি জনসেবায় সরকারি কর্মচারীদের জনমুখী হওয়ার জন্য কারিকুলাম আধুনিকায়নসহ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৪১ সালের উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, দেশে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিদেশের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মচারীদের উন্নত বাংলাদেশের উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন-দর্শন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমরা বদ্ধপরিকর।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়িত উন্নয়ন কাজসমূহ পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী

সূচিপত্র

অধ্যায় ১ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জনপ্রশাসন

ভূমিকা	১
মানবসম্পদ উন্নয়ন	১
কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা	২
নতুন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনসহ বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি	৪
সরকারি কার্যক্রম পরিচালনের জন্য ভৌত অবকাঠামো বিনির্মাণ	৫
প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য কর্মপরিবেশ ও সেবার মান উন্নয়নে সরকারি দপ্তরসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন	৫
সরকারি কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য সাময়িক আবাসিক (সার্কিট হাউজ) ব্যবস্থার উন্নয়ন ও অন্যান্য আবাসন	৭
অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন	৯

অধ্যায় ২ মানবসম্পদ উন্নয়নে জনপ্রশাসন

ভূমিকা	১১
কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১১
প্রশিক্ষণ	১১
প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র	১২
প্রশিক্ষণসংক্রান্ত আইন, বিধি-বিধান ও সিদ্ধান্তসমূহ	১৩
কারিকুলাম আধুনিকায়ন	১৩
প্রশিক্ষক পুল গঠন	১৩
দেশে প্রশিক্ষণ	১৪
বিদেশে প্রশিক্ষণ	১৪
মানবসম্পদ উন্নয়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গৃহীত উদ্যোগ, প্রাপ্ত ফলাফল এবং সুবিধাভোগীদের তথ্য	১৪
সমঝোতা স্মারক ও চুক্তিবদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ	১৬
প্রশিক্ষণের বহির্বিশ্বের অভিজ্ঞতা অর্জন	১৬
উন্নয়ন ও পলিসিসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৭
গবেষণা কার্যক্রম	১৮
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)	১৯
বিসিএস প্রশাসন একাডেমি	২৫
জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি)	২৭
বিয়াম ফাউন্ডেশন-এর উল্লেখযোগ্য অর্জন	২৯

অধ্যায় ৩ সরকারি কর্মচারী কল্যাণে জনপ্রশাসন

ভূমিকা	৩২
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ বা অক্ষমতাজনিত পরিবারের সদস্যদের প্রদত্ত আর্থিক অনুদান	৩৩
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত কল্যাণ কার্যক্রম	৩৫
জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান	৩৫
সাধারণ চিকিৎসা অনুদান	৩৫
শিক্ষাবৃত্তি/শিক্ষা সহায়তা	৩৮
স্টাফবাস সার্ভিস	৩৮

অধ্যায় ৪ স্বাস্থ্যসেবায় জনপ্রশাসন

ভূমিকা ৪১
হাসপাতালের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ৪১
হাসপাতালে চিকিৎসাসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদির উন্নয়ন ৪১
হাসপাতাল ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ৪১
সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে চিকিৎসা সেবাসমূহ ৪২
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ৪২

অধ্যায় ৫ জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন : সেবা সহজীকরণে ক্রমোন্নতি

ভূমিকা ৪৩
সচেতনতা ও দক্ষতা উন্নয়ন ৪৩
উদ্ভাবনী কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ৪৩
উদ্ভাবনী উদ্যোগের শো-কেসিং ও উদ্ভাবনী মেলা আয়োজন ৪৪
উদ্ভাবনের স্বীকৃতি ও বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ৪৪
উদ্ভাবনী কার্যক্রমের সুফল ৪৫
সরকারি কর্মচারী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GEMS) ৪৭
পেনশন প্রদান সহজীকরণ ৫৪
সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সহজীকরণ ৫৫

অধ্যায় ৬ জনসেবায় জনপ্রশাসন : কয়েকটি মানবিক উদ্যোগ

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতকের ঠাঁই প্রশাসন পরিবারে ৫৯
করোনায় আক্রান্ত মৃত ব্যক্তির জানাজা পড়ালেন ইউএনও ৬০
বৃদ্ধা মায়ের দায়িত্ব নিলেন ঠাকুরগাঁওয়ের জেলা প্রশাসক ৬১
মানবিক কাজের স্বীকৃতি প্রদানে জেলা প্রশাসন ৬২

অধ্যায় ৭ সুশাসন প্রতিষ্ঠা : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৬৩
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলসংক্রান্ত তথ্য ৬৪
চাকরি ও প্রশিক্ষণসংক্রান্ত আইন, বিধি-বিধান ইত্যাদি প্রণয়ন ৬৪
বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ৬৪
কর্মমূল্যায়ন পদ্ধতির সংস্কার ৬৫
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন ৬৬

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা ৬৭

উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জনপ্রশাসন

ভূমিকা

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রধানত বাংলাদেশের জনপ্রশাসন ব্যবস্থাপনার জন্য দায়বদ্ধ। কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ অনুসারে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জন্য কার্যবণ্টনের অধীনে যে দায়িত্বসমূহ অর্পণ করা হয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হলো : ন্যায়পরায়ণ, সুবিচারসম্পন্ন এবং স্বচ্ছ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন, সরকারি কার্যাদি উন্নততর এবং সাশ্রয়ীভাবে নির্বাহ করার জন্য প্রশাসনিক গবেষণা, ব্যবস্থাপনা এবং সংস্কার, জনশক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত দপ্তর এবং অধস্তন অফিসসমূহের পরিস্থিতি পরিদর্শন ও পর্যালোচনা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং এ মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর এবং অধস্তন অফিসসমূহের মাধ্যমে উন্নতমানের জনমুখী সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। মন্ত্রণালয়ের 'সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি দক্ষ, সেবামুখী, কল্যাণধর্মী ও দায়বদ্ধ জনপ্রশাসন গড়ে তোলা' এ অভিলক্ষ্য কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত কার্যবণ্টনে উল্লিখিত স্বচ্ছ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন, প্রশাসনিক গবেষণা, ব্যবস্থাপনা এবং সংস্কার, মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক ইউনিটসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নতমানের নাগরিককেন্দ্রিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের বাস্তবমুখী উদ্যোগ এবং আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে ২০১০ সালে সরকার ঘোষিত 'রূপকল্প-২০২১' অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসন এর লক্ষ্যমাত্রার আলোকে ২০২১ সালের পূর্বেই ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় স্থান পায় এবং উন্নয়নের এ ধারাকে অব্যাহত রাখতে 'রূপকল্প-২০৪১' অনুযায়ী ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা লাভের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। এ লক্ষ্যমাত্রাকে অনুসরণ করে সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনাসমূহ ও এর আলোকে প্রণীত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ, এসডিজি-এর লক্ষ্য অর্জনে এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ও কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ অনুসারে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কার্যবণ্টনকে সমন্বয় করে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম ও পরিকল্পনাসমূহ মূলত তিনটি আঙ্গিকে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রথমত, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো, প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন। দ্বিতীয়ত, কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন। এর মধ্যে রয়েছে মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য কর্মপরিবেশ ও সেবার মান উন্নয়নে সরকারি দপ্তরসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সরকারি কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য সাময়িক আবাসিক (সার্কিট হাউজ) ব্যবস্থার উন্নয়ন ও অন্যান্য আবাসন। তৃতীয়ত, অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন। এসব উন্নয়ন কৌশল ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বা উন্নয়ন বাজেট। এডিপি-এর আওতায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের আলোকে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। এসব উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় নির্ধারিত রূপকল্প 'দক্ষ ও কার্যকর জনপ্রশাসন' প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বর্তমান সরকারের ধারাবাহিক মেয়াদকালীন অর্থাৎ, ২০০৯-২০২৩ সালে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এবং সমাপ্তকৃত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রবিন্দু হলো মানবসম্পদ। মানবসম্পদ উন্নয়ন হলো ব্যক্তিকে কর্মে নিযুক্ত করার সম্ভাবনা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আর শিক্ষা হলো মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম প্রধান উপায়। উচ্চশিক্ষা মানুষের দক্ষতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং সুনির্বাচিত উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা ও জ্ঞান একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই বলা যায়, মানবসম্পদ উন্নয়ন হলো দেশের সার্বিক উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার। আর মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক এবং যুগোপযোগী শিক্ষার কোনও বিকল্প নেই। মানবসম্পদ উন্নয়নের অপর উপায় হলো কর্মকালীন প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ হলো একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কর্মকর্তাদের কর্ম সম্পাদন উপযোগী যোগ্যতা, দক্ষতা, সামর্থ্য ও প্রবণতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। ফলে কর্মকর্তাদের পেশাগত যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিষ্ঠানের পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত হয়।

সরকার ঘোষিত 'রূপকল্প-২০৪১' অনুযায়ী ২০৪১ সালে একটি সমৃদ্ধ, উন্নত ও আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ উন্নয়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্মকর্তাদের মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়নকে অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম দুটি প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ নিয়মিত রাজস্ব বাজেট এবং প্রয়োজনীয়তার নিরিখে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে

পরিচালিত হয়। এ অংশে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিচালিত প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়নবিষয়ক কার্যক্রমকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা

দক্ষ মানবসম্পদকে একটি দেশের উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আর মানবসম্পদ উন্নয়ন মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তাই উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম এ সেকশনে আলোকপাত করা হয়েছে।

দেশের সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য জনপ্রশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের জনপ্রশাসনের উন্নয়নের জন্য বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের জ্ঞান, যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক দুটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রথম পর্যায়ে প্রকল্পটির মোট ব্যয় ছিল ২৬২.৭৭ কোটি টাকা, যা জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ২,১৫৬ জন কর্মকর্তাকে উচ্চশিক্ষা ও উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৯ জন সিনিয়র সচিব/সচিবকে যুক্তরাষ্ট্রের Harvard University-তে রিফ্রেশার্স কোর্সে মোট ১,৪৭১ জন অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিবকে যুক্তরাষ্ট্রের Duke University এবং উপসচিবকে অস্ট্রেলিয়ার Macquarie, থাইল্যান্ডের AIT, শ্রীলঙ্কা ও ভারতে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ৫১৭ জন ক্যাডার কর্মকর্তাকে বিদেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স ও ১৪৯ কর্মকর্তাকে ডিপ্লোমা কোর্সে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে।

'বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে শক্তিশালীকরণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পটি মোট ২৯০.২০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ও জানুয়ারি ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ মেয়াদে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পটির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো : একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য যোগ্য ও গতিশীল প্রশাসন তৈরির লক্ষ্যে সকল ক্যাডারের উপযুক্ত কর্মকর্তাদের সুশাসন, উন্নয়ন প্রশাসন, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, নবায়নযোগ্য শক্তি, উন্নয়ন অর্থনীতি, উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, তথ্যপ্রযুক্তি ও টেকসই উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে মাস্টার্স ও পিএইচ.ডি. ফেলোশিপ এবং স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান। গত ২০১৮ থেকে ২০২২ সময়ে প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে ৪৪ জন সিনিয়র সচিব/সচিবকে যুক্তরাষ্ট্রের Harvard University-তে রিফ্রেশার কোর্স, মোট ৫৩৫ জন অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাকে যুক্তরাষ্ট্রের Duke University এবং উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাকে অস্ট্রেলিয়ার Macquarie, থাইল্যান্ডের AIT, শ্রীলঙ্কা ও ভারতে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, ১৩ জন কর্মকর্তাকে বিশ্বের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদেশিক পিএইচডি ফেলোশিপ, ২৭৩ জন কর্মকর্তাকে মাস্টার্স ফেলোশিপ এবং ১৯ জন কর্মকর্তাকে ডিপ্লোমা কোর্সে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ ২০২২ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৮৮৪ জনকে উচ্চশিক্ষা ও উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম চলমান। প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২৫-এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে।

'Strengthening of Bangladesh Public Administration Training Centre (SBPATC) (Phase-III)' শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৭৩.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ও জুলাই, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নকল্পে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, অনুষদ সদস্যগণের দক্ষতা ও সামগ্রিক সক্ষমতার উন্নয়ন, সমৃদ্ধি সাধন, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের উত্তম চর্চাসমূহ সম্পর্কে সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তা ও বিপিএটিসি-এর অনুষদ সদস্যগণের ধ্যান-ধারণা অর্জনকল্পে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ বৃদ্ধিকল্পে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে বৈদেশিক শর্ট কোর্সে ১২৬ জন, বৈদেশিক মাস্টার্স ফেলোশিপে ১৪ জন, বৈদেশিক স্টাডি ভিজিটে ৫০ জন, বৈদেশিক ডিপ্লোমা কোর্সে ০৩ জন, বৈদেশিক পিএইচ.ডি. ফেলোশিপে ০১ জন, বৈদেশিক স্টাডি ট্যুরে ২,৪৫০ জন এবং বিভিন্ন বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ে ১,০৮৯ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রকল্পের মাধ্যমে ১২টি গবেষণা পরিচালনাসহ ৪৯টি লোকাল ফিডব্যাক সেমিনার/ওয়ার্কশপ (অংশগ্রহণকারী ১,৯৬০ জন) ও ০১টি আন্তর্জাতিক সেমিনার (অংশগ্রহণকারী ২০৫ জন) করা হয়েছে।

'Digitalization of BPATC' শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ১২.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ও জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫ মেয়াদে বিপিএটিসির সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বাত্মক ব্যবহারের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আইটি বিষয়ক বৈদেশিক শর্ট কোর্সে ১০ জন এবং দেশে ৫৭১ জনকে প্রশিক্ষণসহ ০৭টি ওয়ার্কশপ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, ডিজিটাল অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সার্ভার, কানেক্টর ও ওয়াইফাই রাউটার স্থাপন করা হয়েছে।

বিপিএটিসি কর্তৃক 'Improving Public Service through Total Quality Management (IPS-TQM)' শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৬৫.১১১৪ কোটি (জিওবি ১৬.৫৯৬০ কোটি, পিএ-জাইকা ৪৮.৫১৫৪ কোটি) টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৮ মেয়াদে জনসেবার মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ২৫টি দপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের 'ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প'/কাইযেন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিবছর একটি 'ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প' বাস্তবায়নের জন্য ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ের অফিসগুলোতে প্রতিবছর একটি করে 'ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প' বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলা সেমিনারে ৪,৪৮০ জন, ১০টি ওয়ার্কশপে ৩৫৪ জন, ৫টি টিওটি/টিওটি রিফ্রেশার্স কোর্সে ১২৫ জন, ৪টি ফোকাল পয়েন্ট কনফারেন্সে ১৩১ জন, আন্তর্জাতিক কাইযেন কনভেনশনে ১৮০ জন ও ন্যাশনাল কাইযেন কনভেনশনে ৩৭০ জন অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া, এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১০,৩৭৩টি ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

'Capacity Enhancement of the Core Courses of BPATC' শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৫০,০০ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে যোগ্য কর্মকর্তা গড়ে তোলা ও বিপিএটিসি-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে বিপিএটিসি-এর কোর কোর্সসমূহের মাধ্যমে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের গুণগত ও আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্য নিয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে বৈদেশিক মাস্টার্স ফেলোশিপে ১৫ জন, বৈদেশিক ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট কোর্সে ০৯ জন, বৈদেশিক শর্টকোর্সে ৭০ জন, বৈদেশিক স্টাডি ভিজিটে ০৯ জন, ৫১টি স্থানীয় প্রশিক্ষণে ১,৩৫৬ জনসহ ২টি Joint Training এ (Training conducted by foreign resource person) ১০৫ জন অংশগ্রহণ করেছেন। ০৩টি International Conference এ ৮৫১ জন ও ১০টি স্থানীয় সেমিনার ও কর্মশালায় ৩৩০ জন এবং ১০টি বিভাগীয় সেমিনারে (সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ বিষয়ক সেমিনার) ৯৪১ জন কর্মকর্তা যোগদান করেছেন। এছাড়াও, প্রকল্পের আওতায় ২টি গবেষণা পরিচালনাসহ ০১টি ডেটা সেন্টার (BPATC Central Server and Network Control System) ও ২টি ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব স্থাপনসহ ১২টি ক্লাসরুম আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) কর্তৃক 'Strengthening Institutional Capacity of BIAM for Conducting Core Courses' শীর্ষক এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা JICA-এর DRGA-CF এর অর্থায়নে মোট ৪৭.৭১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২৪ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি মূলত সরকারের উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ০৩টি Components-এ প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে : (i) Governance, Financial Management & Public Procurement (GFMPP) Course, (ii) Negotiation Skills and English Proficiency (NSEP) Course, এবং (iii) Policy Formulation: e-Governance & ICT (PF:EGICT) Course-এর মধ্যে Policy Formulation মডিউলের আওতায় ০৫টি ব্যাচে ১০০ জন কর্মকর্তা, Negotiation Skills মডিউলের আওতায় ০৫টি ব্যাচে ১২৫ জন কর্মকর্তাকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। Governance মডিউলের আওতায় ০৪টি ব্যাচে ৯৯ জন কর্মকর্তার অভ্যন্তরীণ ও এর মধ্যে ০২টি ব্যাচে ৪৮ কর্মকর্তার বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে।

বিসিএস প্রশাসন একাডেমি কর্তৃক 'বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি ৫৪.০৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৭ থেকে জুন, ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা হলো-বিসিএস প্রশাসন একাডেমিতে প্রশিক্ষণের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে একাডেমির বিদ্যমান অবকাঠামো সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণ সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণ। প্রকল্পের আওতায় ERP সফটওয়্যার স্থাপন করে বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সামগ্রিক একাডেমিক এবং দাপ্তরিক কার্যক্রম অটোমেশন করা হয়েছে। একাডেমির স্টক রেজিস্টার ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ERP প্রশিক্ষণার্থী এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মকাণ্ডকে ডিজিটালাইজড ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ৩১৭ জন কর্মকর্তাকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও ৩০ জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক মাস্টার্স কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে। বৃত্তিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা বিশ্বের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের ফলে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মেধা-ভিত্তিক জনপ্রশাসন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে। সমসাময়িক বিষয়ের উপর বিশ্ববিখ্যাত লেখকদের ১,১০০টি বই লাইব্রেরির জন্য ক্রয় করা হয়েছে ও ১১টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। অবকাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কক্ষ, প্রশিক্ষণার্থীদের একাডেমিক কক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব, ওয়াশ ব্লক এবং মেডিকাল সেন্টার সংস্কার ও আধুনিকায়নের ফলে প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০৪১ সালের স্মার্ট প্রশাসনের জন্য কর্মকর্তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতায় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবকাঠামো সংস্কার ও আধুনিকায়ন ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

জনকল্যাণমুখী সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠন ও সরকারের গৃহীত সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নে এবং দেশে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিসিএস ক্যাডারভুক্ত সকল কর্মকর্তাকে স্থানীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার প্রায়োগিক বিনিময়ের সুযোগ দানের মাধ্যমে সক্ষমতার মান অধিকতর উন্নত ও যুগোপযোগী করা হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিসিএস ক্যাডারভুক্ত সকল কর্মকর্তা মাঠ পর্যায় এবং মন্ত্রণালয় উভয় ক্ষেত্রেই একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রূপকল্প, ২০২১ ও 'রূপকল্প-২০৪১', টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, ২০৩০ বাস্তবায়নে বিদেশে অর্জিত শিক্ষা ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে যোগ্য ও গতিশীল প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

নতুন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনসহ বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি

মানবসম্পদ উন্নয়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ০৪টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হলো : বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি এবং বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট। দেশে মানবসম্পদের চাহিদা পূরণে দক্ষ, যোগ্য, গতিশীল, জনমুখী সেবায় অঙ্গীকারাবদ্ধ সরকারি কর্মচারী গড়ে তোলার লক্ষ্যে এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। সময়ের প্রয়োজনে, বিশ্বায়ন, আধুনিকতা, প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়ন ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির চাহিদা মেটাতে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিয়ত মানোন্নয়ন ও আধুনিকায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ পাঠক্রম ও প্রক্রিয়ার পরিবর্তন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক ও আধুনিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরসহ সময়ের চাহিদার আলোকে নতুন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হচ্ছে।

জাতীয় উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে কর্মকর্তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নয়নে প্রশাসনবিষয়ক একটি বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা-সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জনে 'জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি প্রতিষ্ঠা (৩য় সংশোধিত)' শীর্ষক একটি প্রকল্প মোট ২৩৭.৩৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ও অক্টোবর, ২০০৯ থেকে জুন, ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো উন্নয়ন প্রশাসনসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত জনবলকে যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের পেশাদারি মনোভাব এবং দক্ষতা উন্নয়ন করার পাশাপাশি সরকারি বিনিয়োগের Value for Money নিশ্চিত করা।

ছবি-১ : নির্মাণাধীন জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি

প্রকল্পের আওতায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসংবলিত ০২টি বেজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি জুন, ২০২৪ এ সমাপ্ত হবে ও জুলাই, ২০২৪ হতে উন্নয়ন প্রশাসন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে। প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মোট ১,৩৭৬ জন কর্মকর্তাকে দেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, উন্নয়ন প্রশাসন বিষয়ে ৪০ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক শিক্ষা সফরসহ ১৫ জন কর্মকর্তাকে Financial & Economic Appraisal for Development Project for Training of Trainers (ToT) বিষয়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নির্মিতব্য জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও উন্নয়নসংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন প্রশাসনসংক্রান্ত নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়নসহ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

দেশের শীর্ষস্থানীয় সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিপিএটিসি মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমান সরকার নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সার্ভিসে প্রচুরসংখ্যক কর্মকর্তা নিয়োগ করছে। কিন্তু অবকাঠামোগত সুবিধার অপ্রতুলতার কারণে বিপিএটিসি কর্তৃক এসব কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রদান ব্যাহত হচ্ছে। সরকারি কর্মকর্তাগণের উন্নত, যুগোপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বিপিএটিসিকে 'Centre of Excellence' হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে 'বিপিএটিসি-এর প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ১২০৭.৬১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৭ থেকে জুন, ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

ছবি-২ : নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একাডেমিক ভবন

প্রকল্পটির প্রধান অঙ্গগুলোর বর্তমান অগ্রগতির তথ্যাবলি : (ক) দুটি বেইজমেন্টসহ ২০ তলাবিশিষ্ট 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একাডেমিক এন্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ভবন'-এর ২টি বেইজমেন্টের ঢালাই-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে; (খ) ১৫ তলা ডরমিটরি ভবন (১০০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর জন্য উন্নতমানের আবাসন) নির্মাণ করে বিপিএটিসি-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে ও বর্তমানে প্রশিক্ষণার্থীগণ ব্যবহার করছেন; (গ) ০৫ তলাবিশিষ্ট ক্যাফেটেরিয়া ভবনের গ্রেড বিম ঢালাই

এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে; (ঘ) ০৪ তলাবিশিষ্ট মেডিক্যাল সেন্টার ভবন নির্মাণপূর্বক বিপিএটিসি কর্তৃপক্ষের নিকট বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে; (ঙ) লেকের সৌন্দর্য বর্ধন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজের নকশা প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে; (চ) ০২ তলাবিশিষ্ট রেস্টহাউস বাংলো নির্মাণের ২য় তলার ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে; এবং (ছ) ০২ তলাবিশিষ্ট সাব-স্টেশন ভবনটির কাজ সম্পন্ন করে ইতোমধ্যে বিপিএটিসি কর্তৃপক্ষের নিকট বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং উক্ত ভবনের যন্ত্রপাতি সরবরাহ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তব কাজের ভৌত অগ্রগতি ৩৫.৭৫%।

ছবি-৩ : প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নির্মিত ১৫ তলা ডরমিটরি

বিপিএটিসি-এর 'Vertical Extension of International Training Centre' শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৪৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানকল্পে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে বিপিএটিসি-তে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন ও বিপিএটিসি-কে একটি সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান ০৪ তলাবিশিষ্ট আইটিসি ভবন ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১০ তলায় উন্নীত করার ফলে বর্ধিত ৬ তলাতে আরও ৯৬ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া, প্রশিক্ষণের জন্য কনফারেন্স রুমসহ অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে বিয়াম ফাউন্ডেশনকে গুণগত মানসম্পন্ন ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসংবলিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে 'বিয়াম ফাউন্ডেশন-এর আওতায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমিটরি ভবন নির্মাণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির মোট অনুমোদিত ব্যয় ৪৯.১৯৪ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত। প্রকল্পটির আওতায় সেমিনার ও কনফারেন্স কক্ষ, প্রশিক্ষণ কক্ষ ও আবাসন সুবিধাসহ প্রশিক্ষণকেন্দ্র-কাম-ডরমিটরি ভবন নির্মাণ করা হবে।

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব গভর্ন্যান্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিআইজিএম)-এর ভৌত-অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাদি বৃদ্ধির নিমিত্ত আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগরস্থ ক্যাম্পাসে বহুতল একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে 'The Project for Improvement of Governance and Management Research and Training Facility' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাইকা, জিওবি ও বিআইজিএম-এর নিজস্ব অর্থায়ন অর্থাৎ যৌথ অর্থায়নে মোট ২২৮.০৮ কোটি (জিওবি ৩৩.৫৫ কোটি, প্রকল্প সাহায্য ১৯৩.৩৩ কোটি, বিআইজিএম-এর নিজস্ব অর্থায়ন ১.২০ কোটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ও জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ৮০,৫০০ বর্গফুট বিশিষ্ট একটি ১২ তলাবিশিষ্ট আধুনিক সুযোগ-সুবিধাদিসংবলিত ভবন নির্মাণ করা হবে। ভবনটিতে ১২টি ডিজিটালাইজড শ্রেণিকক্ষ, ০৪ টি সেমিনার ও মিটিং রুম, লাইব্রেরি, কম্পিউটার ল্যাব, শিক্ষক ও গবেষকদের কক্ষ, ২৮০ আসন বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক মানের অডিটোরিয়াম ও মেকানিক্যাল কার পার্কিংয়ের সংস্থান থাকবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে জনপ্রশাসন ও সরকারি ব্যবস্থাপনার উপর গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের সুবিধা বৃদ্ধি পাবে।

ছবি-৪ : নির্মাণাধীন বিআইজিএম প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ভবন

সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ভৌত অবকাঠামো বিনির্মাণ

প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য কর্মপরিবেশ ও সেবার মান উন্নয়নে সরকারি দপ্তরসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সরকারি কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য সাময়িক আবাসিক (সার্কিট হাউজ) ব্যবস্থার উন্নয়ন ও অন্যান্য আবাসনবিষয়ক তথ্যাদি এ অংশে প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য কর্মপরিবেশ ও সেবার মান উন্নয়নে সরকারি দপ্তরসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন

খুলনা বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ। যার আয়তন প্রায় ২২,২৮৫ বর্গ কিলোমিটার। এ বিভাগে মোট ১০টি জেলা

রয়েছে। এসকল জেলার সকল ধরনের কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় থেকে পরিচালিত এবং তদারকি করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম বর্তমানে একটি অতি পুরাতন তিন তলা ভবন হতে পরিচালনা করা হয়, যা বিদ্যমান কার্যক্রম এবং জনবলের তুলনায় অপ্রতুল। এ সমস্যা নিরসনে খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় চত্বরে মোট ১৩৯.৪৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের নতুন কার্যালয় ভবন এবং অডিটোরিয়াম নির্মাণ' প্রকল্পটি গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ১০ তলাবিশিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের নতুন কার্যালয় ভবন ও ১টি দ্বিতল অডিটোরিয়াম নির্মাণসহ আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধার সংস্থান রয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৯৩%। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সরকারি প্রশাসনিক কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। খুলনা বিভাগের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের মধ্যে যোগাযোগের অনুকূল ও সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত হবে। এছাড়া, ভবনটিতে বিভাগীয় কমিশনার অফিসসহ বিভাগীয় পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের অফিসের স্থান সংকুলান হবে। ফলে সেবা প্রত্যাশীদের একই জায়গায় সহজে বিভিন্ন প্রশাসনিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত হবে।

ছবি-৫ : নির্মাণাধীন খুলনা বিভাগীয় সদর দপ্তর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ০৯.০৩.২০১০ তারিখে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ০৮টি জেলা (রংপুর, দিনাজপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় ও কুড়িগ্রাম) নিয়ে বাংলাদেশের সপ্তম বিভাগ হিসাবে রংপুর বিভাগ ঘোষণা করেন। রাজশাহী বিভাগ থেকে রংপুর বিভাগ হিসাবে আলাদা হওয়ার পর সরকারি অফিসের বিভাগীয় সদর দপ্তর রংপুর স্থাপন করার লক্ষ্যে 'রংপুর বিভাগীয় সদর দপ্তর কমপ্লেক্স' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। মোট প্রায় ৯২.৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটির মেয়াদ ছিল সেপ্টেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত অর্থাৎ গত ৩০.০৬.২০২১ তারিখ এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। প্রকল্পের আওতায় ১০ তলাবিশিষ্ট নান্দনিক এ ভবনে বিভাগীয় কমিশনার ও ডিআইজি রংপুর রেঞ্জের কার্যালয়সহ বিভাগের অন্যান্য অফিসের সংস্থান রয়েছে। এছাড়া, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়াম ও আন্তর্জাতিক মানের সেমিনার কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। 'রংপুর বিভাগীয় সদর দপ্তর কমপ্লেক্স' ভবন নির্মিত হওয়ায় প্রশাসনিক কাজে

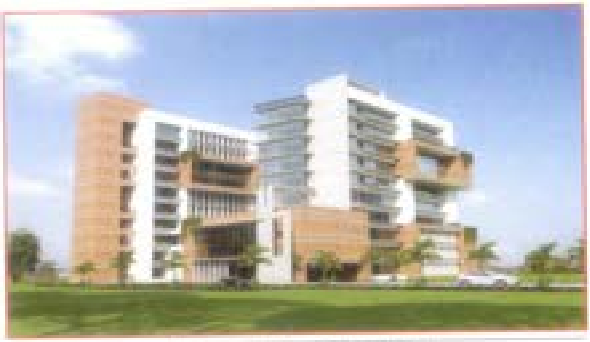

ছবি-৬ : রংপুর বিভাগীয় সদর দপ্তর

উত্তরাঞ্চলের জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানো নিশ্চিত করা সহজতর হয়েছে।

বিগত ২০১৫ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪টি জেলা নিয়ে ময়মনসিংহ বিভাগ গঠন করেন এবং ২০১৮ সালে ময়মনসিংহ পৌরসভাকে সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গত ১৭ আগস্ট ২০১৬ তারিখে 'ময়মনসিংহ বিভাগের উন্নয়ন ভাবনা' শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ময়মনসিংহ বিভাগের নতুন বিভাগীয় শহর উন্নয়ন পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত সভায় নতুন বিভাগীয় শহরসহ বিভাগীয় সদর দপ্তর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণে ১৪টি নির্দেশনা/অনুশাসন প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'নবগঠিত ময়মনসিংহ বিভাগের বিভাগীয় সদর দপ্তর ও নতুন বিভাগীয় শহর স্থাপনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ও পুনর্বাসন' শীর্ষক প্রকল্পটি গত ৩০ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে একনেক সভায় উপস্থাপন করা হলে এরূপ একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত যে, '(খ) নবগঠিত ময়মনসিংহ বিভাগের জন্য ব্রহ্মপুত্র নদের অপর পাড়ে যথাসম্ভব কম জমি অধিগ্রহণ করে বিভাগীয় সদর দপ্তরসমূহ নির্মাণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী নতুন ডিজাইন করে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে'। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে 'ময়মনসিংহ বিভাগের বিভাগীয় সদর দপ্তর স্থাপনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ও পুনর্বাসন' শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০২ আগস্ট ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির মোট অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ১২২৪.৮১ কোটি টাকা ও বাস্তবায়নকাল হলো জুলাই, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪। প্রকল্পটির লক্ষ্যমাত্রা হলো : (ক) ৯৪৫.২১৯ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা ও (খ) পুনর্বাসন ভূমির জন্য ভূমি উন্নয়ন, মাস্টার ড্রেন, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, সীমানা দেওয়াল ও গাইড ওয়াল নির্মাণ। বর্তমানে প্রকল্পটির কার্যক্রম চলমান। ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমি উন্নয়ন সমাপ্ত হলেই অনুমোদিত আরবান প্ল্যান অনুযায়ী সকল অফিস ও দপ্তরসমূহ নির্মাণ করা হবে।

বাগেরহাট জেলার কালেক্টরেট ভবনের তিনটি ব্লক রয়েছে। তন্মধ্যে দক্ষিণ দিকের দুইটি ব্লক কয়েক বছর আগেই ব্যবহার অনুপযোগী

হওয়ায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বসার সুব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না। দক্ষিণ দিকের দুটি ব্লকের দপ্তর/শাখাসমূহ সরিয়ে নেওয়ার জন্য একটি অস্থায়ী শেড নির্মাণ করে কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। অপর একটি ব্লক ব্যবহার উপযোগী থাকলেও স্থান সংকটের কারণে স্বাভাবিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তৎপ্রেক্ষিতে, 'বাগেরহাট কালেক্টরেটের নতুন ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয় ও প্রকল্পটি গত ২৯.০৮.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৩০.১৯৫৯ কোটি টাকা ও বাস্তবায়নকাল হলো ডিসেম্বর, ২০২৩ হতে নভেম্বর, ২০২৬। প্রকল্পের আওতায় ০৬ তলা ভিত্তিবিশিষ্ট ০৪ তলা নতুন ভবন নির্মাণসহ গভীর নলকূপ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, বাউন্ডারি ওয়াল, গেট, বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন, লিফট, জেনারেটর, সিসিটিভি, সোলার প্যানেল, অগ্নি-নির্বাপণ ব্যবস্থা, পিএবিএক্সসহ অন্যান্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।

ছবি-৭ : নির্মিতব্য বাগেরহাট জেলার কালেক্টরেট ভবনের নকশা

সরকারি কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য সাময়িক আবাসিক (সার্কিট হাউজ) ব্যবস্থার উন্নয়ন ও অন্যান্য আবাসন

বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণে মাঠপর্যায়ে বহুমাত্রিক উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কাজের পরিধি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ছাড়াও ভিভিআইপি, ভিআইপি ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ অতিথিবর্গ উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনে বিভিন্ন জেলায় গমনপূর্বক সার্কিট হাউজে অবস্থান করে সরকারি কার্যক্রম পরিচালনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। এর পাশাপাশি সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যমান সার্কিট হাউজ অত্যন্ত পুরাতন এবং পর্যাপ্ত আবাসন সুবিধা নেই। এসব বিবেচনায় নিয়ে জেলাভিত্তিক প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বিদ্যমান সার্কিট হাউজগুলো মেরামত, আধুনিকায়ন, সম্প্রসারণ ও লিফট সংযোজন করা হচ্ছে। অপরপক্ষে, অপেক্ষাকৃত পুরাতন ও জরাজীর্ণ সার্কিট হাউজগুলো অপসারণ করে বা কম্পাউন্ডের ভিতরে স্থান সংকুলানসাপেক্ষে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন প্রোটোটাইপ নকশার আলোকে নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

'কুমিল্লা সার্কিট হাউজ সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পটি মোট প্রায় ৩৫.৮৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ০৬ তলাবিশিষ্ট মূল সার্কিট হাউজ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ স্যানিটারি ও পানি সরবরাহ, অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জাকরণ, আরসিসি রাস্তা নির্মাণ, বহিঃস্যানিটারি ও পানি সরবরাহ, ড্রেন নির্মাণ, বহিঃস্থ বৈদ্যুতিক কাজ, গ্যারেজ, গাড়ি চালকদের আবাসন, পুলিশ ব্যারাক এবং নিরাপত্তা রক্ষীদের ছাউনি, ১,০০০ কেজি ০৬ স্টপ যাত্রী লিফট স্থাপন, ব্যায়ামাগারসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ, আরবরিকালচার, ইউনি ব্লক দিয়ে আরসিসি সংযোগ রাস্তা, বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন, ফুটপাত ও ওয়াকওয়ে নির্মাণ, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। নির্মিত সার্কিট হাউজে ভিভিআইপি স্যুট, ভিভিআইপি এসোসিয়েট কক্ষ, ভিআইপি কক্ষ সাধারণ কক্ষসহ সর্বমোট ৩২টি কক্ষের সংস্থান রয়েছে। এছাড়াও, জিমনেশিয়াম, নামাজ কক্ষ, রিডিং রুম, নিচ তলায় হল রুম, ডাইনিং, কিচেন, রিসেপশন ইত্যাদিসহ সাজসজ্জা, প্যানেলিং, ডিপ

ছবি-৮ : নবনির্মিত কুমিল্লা সার্কিট হাউজ

টিউবওয়েল, ফায়ার হাইড্রেন্টের জন্য ২০,০০০ গ্যালনের ভূগর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সরকারি কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দাপ্তরিক সফরকালে সাময়িক আবাসিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

মোট ৪০.১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ও ডিসেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে 'টাঙ্গাইল সার্কিট হাউজের নতুন ভবন নির্মাণ' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ০৬ তলাবিশিষ্ট সার্কিট হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, বহিস্থ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, ফায়ার প্রোটেকশন ও ডিটেকশন সিস্টেমসহ অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ও ৩০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। নতুন নির্মিত এ সার্কিট হাউজে ভিভিআইপি স্যুট, ভিভিআইপি এসোসিয়েট কক্ষ, ভিআইপি কক্ষ ও সাধারণ কক্ষসহ সর্বমোট ৩৬টি কক্ষের সংস্থান রয়েছে। জিমনেশিয়াম, নামাজ কক্ষ, রিডিং রুম, নিচ তলায় হল রুম, ডাইনিং, কিচেন, রিসেপশন ইত্যাদিসহ সাজসজ্জা, প্যানেলিং, ডিপ টিউবওয়েল, ফায়ার হাইড্রেন্টের জন্য ৪০,০০০ গ্যালনের ভূগর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সরকারি কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দাপ্তরিক সফরকালে সাময়িক আবাসিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

ছবি-৯ : টাঙ্গাইল সার্কিট হাউজ

'কুষ্টিয়া জেলায় নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৪২.১৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়ন কাজ চলমান, যা জুন, ২০২৪ সালে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে। প্রকল্পটির আওতায় আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ০৬-তলা সার্কিট হাউজ ভবন নির্মাণের (সিভিল, স্যানিটারি, অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক, গ্যারেজ-কাম-পুলিশ ব্যারাক, সাব-স্টেশন ভবন, পৃথক রান্নাঘর, লিফট, জেনারেটর) কার্যক্রম চলমান আছে। অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, বহিস্থ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা, ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন, আরবরিকালচার ও স্যানিটেশন ডায়াসসহ আনুষঙ্গিক কাজ চলমান। প্রকল্পটির কাজ বর্তমানে প্রায় ৭০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। ভবনের নিচ তলায় হলরুম, ডাইনিং, কিচেন, রিসেপশন, ৬ষ্ঠ তলায় জিমনেশিয়াম, নামাজ কক্ষ, রিডিং রুম ইত্যাদিসহ সাজসজ্জা, প্যানেলিং, গভীর নলকূপ, ফায়ার হাইড্রেন্ট-এর জন্য ২০,০০০ গ্যালনের ভূ-গর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন নির্মিতব্য এ সার্কিট হাউজে ভিভিআইপি স্যুট, ভিভিআইপি এসোসিয়েট কক্ষ, ভিআইপি কক্ষ ও সাধারণ কক্ষসহ সর্বমোট ৩২টি কক্ষের সংস্থান রয়েছে।

জেলা প্রশাসকগণ হতে প্রাপ্ত তথ্য এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের সমীক্ষার ভিত্তিতে দেশের ৩৪ জেলায় সার্কিট হাউজগুলোর ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের নিমিত্ত মোট ১৭০.৫৮৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব জেলায় বিদ্যমান ০২ তলাবিশিষ্ট সার্কিট হাউজের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করে ০৩ তলা করা হয়েছে। অপরপক্ষে '৩৩টি জেলার সার্কিট হাউজ এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও-এ লিফট সংযোজন' শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৪০.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে এবং অক্টোবর, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় ৩৩টি সার্কিট হাউজ এবং ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে লিফট কোরসহ ৬৩০ কেজি প্যাসেঞ্জার লিফট স্থাপন করা হচ্ছে।

'জামালপুর জেলায় নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৪৪.৫০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ও জানুয়ারি, ২০২৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়ন কাজ চলমান। 'রংপুর জেলায় নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৩৬.২১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০২১ হতে অক্টোবর, ২০২৪ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। উভয় প্রকল্পের আওতায় ৬ তলাবিশিষ্ট সার্কিট হাউজ ও ০৪ তলাবিশিষ্ট গ্যারেজসহ ড্রাইভার-বডিগার্ডদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থাসহ আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধার সংস্থান রয়েছে।

ছবি-১০ : প্রোটোটাইপ সার্কিট হাউজ

রংপুর বিভাগ বাংলাদেশের ০৮টি প্রশাসনিক বিভাগের অন্যতম নবীন একটি বিভাগ, যা ২০১০ সালে বিভাগ হিসাবে ঘোষিত হয়। নবনির্মিত রংপুর বিভাগীয় সদর দপ্তর কমপ্লেক্সে বিভাগীয় কমিশনার ও ডিআইজি রংপুর রেঞ্জসহ ১০টি অফিসের সংস্থান করা হয়েছে।

বিভাগীয় কমিশনার ও ডিআইজি-এর আবাসস্থল নির্মাণের জন্য 'রংপুর বিভাগীয় সদর দপ্তর কমপ্লেক্সে বিভাগীয় কমিশনার ও ডিআইজি-এর বাংলো নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ১৩.৪৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল, ২০২২ হতে মার্চ, ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ০২টি ০৩ তলা ভিতবিশিষ্ট দ্বিতল বাংলো নির্মাণ, ০২টি ০১ তলাবিশিষ্ট পুলিশ ব্যারাক ভবন নির্মাণ, ৯৫০ বর্গ মিটার আরসিসি রাস্তা ও ৩০০ মিটার সীমানা প্রাচীরসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণের সংস্থান রয়েছে।

অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন

বর্তমান সরকার সমাজের প্রতিটি স্তরের জনসাধারণের চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য সাংবিধানিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার হিসাবে দেশের সকল জনগোষ্ঠীর সর্বস্তরে উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য সরকার নতুন হাসপাতাল, মেডিকাল কলেজ ও মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং বিদ্যমান বিভিন্ন হাসপাতালের আধুনিকায়নসহ সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সর্বস্তরের নাগরিকসহ দেশের ১৯ লক্ষের অধিক সরকারি কর্মচারীর একটি বড়ো অংশ সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল থেকে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে থাকেন। আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসংবলিত উন্নততর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের পরিসর বর্ধিত করার জন্য 'সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকে ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীতকরণ' প্রকল্পটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পটির মোট অনুমোদিত ব্যয় ৪২৮.৫৬৬ কোটি টাকা ও বাস্তবায়নকাল মার্চ, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২৪।

ছবি-১১ : সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকে ৫০০ শয্যায় উন্নীতকরণ

প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান ৪র্থ তলা ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৫ম থেকে ১৬তলা), অত্যাধুনিক মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও যানবাহন ক্রয়, হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা অটোমেশন, চিকিৎসা বিভাগের সংখ্যা ১৭ থেকে ৩১-এ উন্নীতকরণ এবং বহির্বিভাগে সেবার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। হাসপাতালের চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়ন ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রাজস্বখাতে বর্তমানে বিদ্যমান পদ ছাড়াও নতুন মোট ১,৭৬২টি পদ সৃজন করা হয়েছে এবং জনবল নিয়োগ কার্যক্রম চলমান। সর্বস্তরের নাগরিকসহ সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গের উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এ হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্পটি স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হওয়ার পাশাপাশি উন্নত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। ৩০ জুন ২০২৪ এ প্রকল্পটি সমাপ্তির পর হাসপাতালটি পরিপূর্ণভাবে চালু হবে ও প্রতিদিন গড়ে ১,৫০০ রোগীর চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।

'বিজি প্রেসের মুদ্রণকার্য সম্পাদনার্থে বাই কালার স্বয়ংক্রিয় পারফেক্টিং মুদ্রণ যন্ত্র, সর্বাধুনিক সিটিপি মেশিন, সর্বাধুনিক স্টিচিং মেশিন, সর্বাধুনিক কাটিং মেশিন স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ২৯.৯৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ও জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বিজি প্রেসের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ০৫টি বাইকালার পারফেক্টিং মুদ্রণ যন্ত্র, ০২টি সিটিপি মেশিন, ০২টি স্টিচিং মেশিন এবং ০৩টি কাটিং মেশিন ক্রয় করে স্থাপন করা হয়েছে।

'খুলনা শহরে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কনভেনশন সেন্টার নির্মাণ (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি ১৫৯.৩৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে : সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান; সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের নিয়ে বিভিন্ন নীতিমালা, আইন, সচেতনতা ইত্যাদি বিষয়ে সেমিনার, কর্মশালা ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা; দক্ষিণাঞ্চলে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী, শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী, খেলোয়াড় ও ভ্রমণপিয়াসীদের আবাসন চাহিদা পূরণ; মেলা, প্রদর্শনী, সম্মেলন, আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানাদির চাহিদা পূরণ; আর্ট গ্যালারি, কনভেনশন, লেকচার থিয়েটার-এর চাহিদা পূরণ ইত্যাদি। প্রকল্পটির আওতায় যে কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করা হচ্ছে, তা হলো : ১২ তলাবিশিষ্ট একটি অত্যাধুনিক কনভেনশন সেন্টার নির্মাণ করা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, আসবাবপত্র ক্রয় এবং অনাবাসিক ভবন নির্মাণ ইত্যাদি। প্রকল্পের

ছবি-১২ : খুলনা বিভাগীয় এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কনভেনশন সেন্টার

আওতায় যেসকল সুবিধাদির সংস্থান আছে তা হলো : ৭৫টি গাড়ি পার্কিং, ৬৬টি বেড রুম, ১টি কনভেনশন হল, ২টি কনফারেন্স রুম, ৩টি মিটিং রুম, ১টি মাল্টিপারপাস হল, ৪টি লেকচার রুম, ১টি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, ২টি কম্পিউটার ল্যাব, ১টি এক্সিবিশন স্পেস, ১টি লাইব্রেরি, ১টি জিমনেশিয়াম, ১টি রুফটপ বারবিকিউ স্পেস, ১টি কিডস জোন, ১টি ইনডোর গেম, নামাজের স্থান, রেস্টুরেন্ট, সুইমিং পুল, ক্যাফে এন্ড প্যান্ট্রি, ল্যান্ডস্কেপ ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা। প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২৩-এ সমাপ্ত হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সরকারি ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা এবং সরকারি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সফলতা অর্জন করা সম্ভব হবে। আন্তর্জাতিক মানের এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হলে সমাজের সকল স্তরের মানুষ ও প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা লাভ করতে পারবে। বিশেষ করে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ফলে দেশের তরুণ প্রজন্ম দক্ষ হয়ে উঠবে।

মানবসম্পদ উন্নয়নে জনপ্রশাসন

ভূমিকা

সরকারি কর্মচারীদের সুষ্ঠুব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদান করা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অন্যতম লক্ষ্য। সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পদায়ন, পদোন্নতি, পদসৃজন, নিয়োগের ছাড়পত্র, সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ, হালনাগাদকরণ, প্রশাসনে শৃঙ্খলা বিধান, বিধি প্রণয়ন, ক্যারিয়ার প্ল্যানিং এ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দর্শন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশনারি লিডারশিপ ও সুপরিকল্পিত উন্নয়ন ভাবনা অনুসরণে যুগোপযোগী উন্নয়ন ও জনবান্ধব প্রশাসন তৈরিও জনপ্রশাসনের অন্যতম লক্ষ্য।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ কর্তৃক ৭,৪৩,৯৯৭ (সাত লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার নয়শত সাতানব্বই) টি পদ সৃজনে সম্মতি ও ৬৫,৫০৭ (পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশত সাত) টি শূন্যপদ পূরণের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে ৪৪,৮০৬ জন ক্যাডার অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বয়সসীমা শিথিলকরণ : সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর অধীন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তর এবং সংবিধিবদ্ধ/স্বায়ত্তশাসিত/জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহ কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে বিভিন্ন ক্যাটাগরির সরকারি চাকরিতে (বিসিএস ব্যতীত) সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে পারেনি সেসকল প্রতিষ্ঠানকে ৩১.১২.২০২১ তারিখ পর্যন্ত প্রকাশিতব্য বিজ্ঞপ্তিতে প্রার্থীদের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ২৫.০৩.২০২০ তারিখে নির্ধারণ করার জন্য ১৯ আগস্ট ২০২১ তারিখে আদেশ জারি করা হয়।

প্রশিক্ষণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে জনগণের সেবা করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত প্রত্যেক কর্মচারীর দায়িত্ব। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণই হচ্ছে রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। জনগণের মেধা, দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও প্রতিশ্রুতিই জাতীয় সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। এটি সর্বজনস্বীকৃত যে মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে প্রশিক্ষণ। নাগরিকদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সরকারের উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে সরকার বদ্ধপরিকর। সরকারের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংগতি রেখে সর্বক্ষেত্রে উন্নয়ন অভিমুখী পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং টেকসই ও সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিকল্প নেই। সে লক্ষ্যে সরকার জনপ্রশাসনে নিয়োজিত কর্মচারীদের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

সরকারি প্রশাসনে নিযুক্ত কর্মচারীগণ বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত। দায়িত্ব সম্পাদনের প্রকৃতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব বিবেচনায় বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীর জন্য বিভিন্ন প্রকৃতির ও স্তরের দক্ষতা প্রয়োজন। আবার জনপ্রশাসনের বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত কর্মকর্তাদের জন্য সেক্টরভিত্তিক দক্ষতা ও প্রায়োগিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। উন্নয়নের গতিধারায় আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটে দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্র ও চাহিদা প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জনপ্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নিয়োজিত কর্মচারীদের দক্ষতা, নৈতিকতা ও পেশাদারিত্বের উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ গণকর্মচারী সৃজন কার্যক্রম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সফলতার সঙ্গে করে চলেছে, যারা সরকারের উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে যথাযথ নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সক্ষমতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে।

জনপ্রশাসনের কর্মকর্তাগণের দক্ষতা বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা নীতিমালা, ২০২৩ প্রণয়ন করেছে। সাম্প্রতিক সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের আয়তন ও পরিধি অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে এবং সেইসঙ্গে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ আরও সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমকে সুষ্ঠু ও সুসংবদ্ধভাবে পরিচালনার প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

কৌশল (Strategy)

(ক) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও অনুষদ সদস্যদের সক্ষমতা উন্নয়নপূর্বক এসকল প্রতিষ্ঠান যাতে মানসম্মত ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ আয়োজনে সক্ষম হয়।

(খ) সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও পারফরম্যান্স নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ-চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা।

(গ) সরকারি কর্মচারীদের জন্য দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে সেক্টরভিত্তিক প্রত্যাশিত দক্ষতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি কর্মচারীদের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো যায়।

(ঘ) বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও একাডেমিক কার্যক্রমের

উৎকর্ষ সাধনে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা এবং দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আন্তঃসংযোগ সম্প্রসারণ করা।

(ঙ) প্রয়োজনীয়সংখ্যক উপযুক্ত প্রশিক্ষক তৈরি ও সৃষ্ট জনবলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(চ) বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) কে জনপ্রশাসনের সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র (apex training and research centre in public administration) হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ চলমান রয়েছে। কেন্দ্রটি সরকারকে জনপ্রশাসন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহে গবেষণার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ সেবা প্রদান করে থাকে। কেন্দ্রটি এসকল কার্যক্রমে সফলতা অর্জনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন সমজাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন করেছে। বিপিএটিসি রাষ্ট্রীয় সীমানায় লোক-প্রশাসনের সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও 'Centre of Excellence' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

(ছ) সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা বজায় রাখবে।

(জ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে 'জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল (এনটিসি)' জনপ্রশাসনের সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরামরূপে কার্য সম্পাদন করে থাকে। জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল-এর নির্দেশনায় প্রশিক্ষণের অগ্রাধিকার বিষয়সমূহ, প্রশিক্ষণ নীতিমালা, প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান ও অন্যান্য বিষয়সমূহ নির্ধারিত হয়ে থাকে। জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিলকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও ক্ষেত্রবিশেষে প্রশিক্ষণসংক্রান্ত বিষয়ে জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল-এর একটি কার্যনির্বাহী কমিটি (ইসিএনটিসি) রয়েছে।

(ঝ) প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ে প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমকে সুসংহত করার জন্য প্রশিক্ষণবিষয়ক ন্যূনতম একটি পৃথক অধিশাখা সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

(ঞ) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট কি না এবং জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা নীতিমালা, ২০২৩-এর যথার্থ প্রতিপালন করছে কি না, তা পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়ের। মন্ত্রণালয়সমূহ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতি চার মাসে ন্যূনতম একবার সরেজমিনে পরিদর্শন করার নির্দেশনা রয়েছে। প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়সমূহ পরিদর্শনের একটি লিখিত প্রতিবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার বিধান রাখা হয়েছে।

(ট) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ করা এবং সরকারি কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণকারী সকল কর্তৃপক্ষকে তাদের আওতাধীন কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত করা।

প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তার আওতাধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করে থাকে। উক্ত প্রশিক্ষণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রশিক্ষণ :

১। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (বিসিএস ক্যাডার কর্মচারীগণের জন্য)।

২। বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (ক্যাডার-বহির্ভূত কর্মচারীগণের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স)।

৩। বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সহকারী সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য আইন ও প্রশাসন কোর্স এবং উন্নয়ন প্রশাসন কোর্স।

৪। সরকারের উপসচিব ও তদূর্ধ্ব কর্মচারীগণের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য আবশ্যিক প্রশিক্ষণ উচ্চতর প্রশাসন এবং উন্নয়ন (এসিএডি) কোর্স।

৫। সরকারের যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য আবশ্যিক প্রশিক্ষণ সিনিয়র স্টাফ কোর্স (এসএসসি)।

৬। সরকারের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য কোর কোর্স হিসাবে পলিসি প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্স (পিপিএমসি)।

সরকারের সচিব ও সিনিয়র সচিববৃন্দদের নিয়ে 'পলিসি ডায়লগ' আয়োজন করা হয়। সরকারের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের আবশ্যিক বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মকর্তাদের জন্য শিক্ষা সফর, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অধিকন্তু, প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের দাপ্তরিক (ইন-হাউজ) প্রশিক্ষণ, বাৎসরিক ৬০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ, সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ, পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণ (Induction Training) আয়োজন করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে সমসাময়িক বিষয়ের উপর উচ্চতর গবেষণা করা হয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ফেলোশিপ ও মেন্টরশিপ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অনুষদ সদস্যগণের দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিত উচ্চ শিক্ষার্থে বৃত্তি প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি পিয়ার রিভিউ জার্নাল প্রকাশ করা হয়। অধিকন্তু, উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণকারী শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণার্থীদের সুরক্ষার জন্য বিবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। একটি দক্ষ, সেবামুখী এবং জ্ঞানভিত্তিক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির আওতায় বৈদেশিক উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের বৃত্তি প্রদান করা হয় দেশে এবং দেশের বাইরের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হতে বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হতে বৈদেশিক মাস্টার্স, পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জনের জন্য জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

দক্ষ প্রশিক্ষক পদায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি প্রশিক্ষক পুল (Resource Person Pool) গঠনের বিষয়টি উল্লেখ করেন। সে মোতাবেক ইতোমধ্যে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে :

(ক) বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মতামতের আলোকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশিক্ষক পুল (Resource Person Pool) গঠনের উদ্দেশ্যে 'প্রশিক্ষকপুল গঠন ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২২' প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

(খ) বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের মধ্য হতে দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন অনুষদ তৈরির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Harvard University, USA-এর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (GIU)-এর একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সে মোতাবেক বিসিএস প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তাগণের মধ্য থেকে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে আগ্রহী এমন ১০০ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে অনুষদ গঠনের উদ্দেশ্যে 'সিভিল সার্ভিস অনুষদ বাছাই নির্দেশিকা, ২০২২' প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশিকার আলোকে অনুষদ সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ইতোমধ্যে ৫১ জনকে বাছাই করে মনোনয়নপূর্বক GIU-কে পত্র দেওয়া হয়েছে।

দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ

দেশে প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২০০৯ সাল থেকে জুন ২০২৩ মেয়াদে পিপিএমসি, এসএসসি, এসিএডি ও অন্যান্য কোর্সে নবম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের ২২,৫১৪ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহে ১৬৬০টি কোর্সে ৪৬,০৫৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে আইসিটিভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে; এবং
- প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং কারিকুলাম যুগোপযোগীকরণসহ প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বিদেশে প্রশিক্ষণ

- ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিশ্বের বিভিন্ন স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে। এ ছাড়াও, বিশ্বের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে কর্মকর্তাবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন দেশ/সংস্থার আমন্ত্রণ ও অফার লেটারের ভিত্তিতে মোট ৪৯৯ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ছক-১ : মানবসম্পদ উন্নয়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গৃহীত উদ্যোগ, প্রাপ্ত ফলাফল এবং সুবিধাভোগীদের তথ্য

প্রশিক্ষণের নাম	২০০৯-২০১৩	২০১৪-২০১৮	২০১৯-২০২৩	২০০৯-২০২৩ (মোট)	উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	মন্তব্য
১. স্বল্প মেয়াদি (Mid-Career Training Programme in Field Administration for Bangladesh Civil Servants (MCTP)/ বিশেষায়িত বৈদেশিক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ/Special Training Programme for Deputy Commissioners of Bangladesh / Training and Exchange Programme ইত্যাদি এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও দাতা সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন বৃত্তির অধীন প্রশিক্ষণ সুযোগ)	৬৯৭	৫০৪৮	১৩২৬	৭০৭১	মানবসম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসাবে বিগত ২০০৯ সাল হতে অদ্যাবধি বিভিন্ন দেশে দীর্ঘ মেয়াদি ও স্বল্প মেয়াদি কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। ক। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিদেশি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে সরাসরি ওই প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রশিক্ষণার্থী প্রেরণের মাধ্যমে বয়সশ্রেণীভাবে মানসম্মত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা। খ। ২০০৯ সাল হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সফরে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের সংক্ষিপ্ত তথ্য সংরক্ষণ : মাস্টার্স/পিএইচ.ডি. কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ মূলত উন্নয়ন সহযোগী	১। ২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে উচ্চশিক্ষা এবং স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণে ৭৪৮২ জন কর্মকর্তা বিদেশ গমন করেন যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক (MoU)-এর আওতায় স্বল্প মেয়াদি কোর্সে ৬৮৬২ জন এবং দীর্ঘ মেয়াদি কোর্সে ৬২০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রশিক্ষণসংক্রান্ত আইন, বিধি-বিধান ও সিদ্ধান্তসমূহ

বিগত ১৫ বছরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নসংক্রান্ত অনেকগুলো নীতি প্রণয়ন করেছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

- সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮।
- বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন আইন, ২০২৩।
- প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সরকারি অনুদান প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯।
- গোপনীয় অনুবেদন অনুশাসনমালা, ২০২০।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৮০৩টি বিষয়ে বিধিগত মতামত প্রদান এবং ৪৮৪টি নিয়োগবিধি/প্রবিধানমালা সংশোধন ও প্রণয়ন।
- মানবসম্পদ উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল করার জন্য 'জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা নীতিমালা, ২০২৩' প্রণয়ন।

জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল-এর ৮ম সভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১৬ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে আয়োজিত হয়েছে। উক্ত সভায় দেশের বিদ্যমান প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা উন্নত ও হালনাগাদ করার মাধ্যমে একটি দক্ষ, সেবামুখী প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মানসে নিম্নের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ নেওয়া হয়েছে :

• বিসিএস ক্যাডার অফিসারদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৪ মাস থেকে বৃদ্ধি করে ০৬ মাস করা হয়েছে।

• উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এসিএডি কোর্সে এবং যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এসএসসি কোর্সে আবশ্যিকভাবে অংশগ্রহণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রয়োজনে অনলাইনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

• 'জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা নীতিমালা, ২০২৩' অনুমোদন করা হয়।

• বিসিএস (প্রশাসন) এবং বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডার একীভূত হওয়ার প্রেক্ষাপটে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য ০৪ মাস মেয়াদি 'উন্নয়ন প্রশাসন কোর্স' চালু করা হয়।

• বিসিএস প্রশাসন একাডেমিতে আয়োজিত 'আইন ও প্রশাসন কোর্স'-এর মেয়াদ ৫ মাস রাখার পাশাপাশি Language Skill মডিউলে জাতিসংঘের অফিশিয়াল ভাষা হিসাবে ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ-এর পাশাপাশি চাহিদা অনুযায়ী স্প্যানিশ, ম্যান্ডারিন এবং আরবি ভাষা অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

• বিশেষ পরিস্থিতি ব্যতীত 'বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স', 'আইন ও প্রশাসন কোর্স' এবং 'উন্নয়ন প্রশাসন' কোর্স তিনটি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাদের চাকরি স্থায়ীকরণের পূর্বশর্ত হিসাবে বাধ্যতামূলকভাবে সম্পন্ন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

• শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাগণকে ধারাবাহিকভাবে সুবিধা অনুযায়ী কোর্স তিনটিতে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন প্রদান করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

• সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসাবে পদায়নের পূর্বে বাধ্যতামূলকভাবে সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট কোর্স সম্পন্ন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

• সকল ক্যাডার কর্মকর্তাদের চাকরি স্থায়ীকরণের জন্য চাকরি-সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়। এসকল প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের কর্মকর্তাদের চাকরি স্থায়ীকরণের পূর্বশর্ত হিসাবে শিক্ষানবিশকালে আবশ্যিকভাবে সম্পন্ন করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ক্যাডার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

• সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট কোর্সের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ৫৯ দিন করা হয় যাতে ০৭ দিনের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ মডিউল রয়েছে এবং প্রস্তাবিত সংশোধিত কোর্স মডিউল অনুমোদন করা হয়।

কারিকুলাম আধুনিকায়ন

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, আইন ও প্রশাসন কোর্স, উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স (এসিএডি), সিনিয়র স্টাফ কোর্স (এসএসসি), এবং পলিসি প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট (পিপিএমসি) কোর্স-এর মডিউলসমূহ হালনাগাদ করা হয় এবং ৮ম জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিলে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

• বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাগণের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, আইন ও প্রশাসন কোর্স এবং উন্নয়ন প্রশাসন কোর্সের জন্য প্রস্তুতকৃত 'প্রশিক্ষণকালীন আচরণ নির্দেশিকা, ২০২৩' (Code of Conduct) অনুমোদন করা হয়েছে।

• জনপ্রশাসনের অতিরিক্ত সচিবদের জন্য Policy Planning and Management Course (PPMC)-কে কোর কোর্স হিসাবে চালু করা হয়েছে। কোর্সটি বিপিএটিসি-তে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

• বিসিএস (প্রশাসন) এবং বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডার একীভূত হওয়ার প্রেক্ষাপটে পরিকল্পনা বিভাগের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।

বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সঙ্গে বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডার একীভূতকরণের পরিপ্রেক্ষিতে ভূতপূর্ব বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডার-সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ 'জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি' (NADA) এবং 'জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি' (NAPD)-এর প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়াদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ সম্মতিক্রমে ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হয়েছে। গত ৪ আগস্ট ২০২১ তারিখে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিষ্ঠান দুটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যস্ত হওয়া বিষয়ক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের Allocation of Business-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রশিক্ষক পুল গঠন : জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনটিসি)-এর ২১তম সভায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মদক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে

প্রশিক্ষণের নাম	২০০৯-২০১৩	২০১৪-২০১৮	২০১৯-২০২৩	২০০৯-২০২৩ (মোট)	উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	মন্তব্য
২. দীর্ঘ মেয়াদি (মাস্টার্স, পিএইচ.ডি., ডিপ্লোমা, পোস্ট ডক্টরাল ইত্যাদি এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও দাতা সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন বৃত্তির অধীন দীর্ঘ মেয়াদি কোর্স) **মাস্টার্স-এর বিষয়সমূহ** Public Administration / Public Policy / Climate Change / Economics / Public Policy and Management / Public Affairs / Public Policy and Governance / Renewable and Sustainable Energy / Development Studies / Environmental Management and Development / Energy Change / Gender and Women Studies / Engineering Studies / International Relations (International Peacekeeping) / Civil Engineering / Development Economics / Global Economics / Global Project Management / Terrorism, Security and Policing / Educational Leadership / Accounting and Finance ইত্যাদি। **পিএইচ.ডি.-এর বিষয়সমূহ** Environmental and Conservation Science / Economics / Energy Economics / Management / Business and Informatics / Agribusiness / Humanities / Law / Development	২৯৪	১৬৭	১৭১	৬৩২	(বৈদেশিক) সংস্থার বৃত্তি প্রাপ্ত হয়ে বর্ণিত কোর্সসমূহ সম্পাদন করে থাকেন। এরূপ বৃত্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : ১. Australia Awards Scholarships. ২. Japan Human Resource Development Scholarship (JDS). ৩. 'Young Leaders' Programme (YLP)- Japan. ৪. Ministry of Commerce (MOFCOM) Scholarship-China. ৫. Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC). ৬. Korea International Cooperation Agency (KOICA). ৭. Thai-Bangladesh Human Resource Development Programme. ৮. Hubert Humphrey Fellowship, USA. এছাড়া দেশের প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ, বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপসহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অর্থায়নে এবং নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত বৃত্তির আওতায় কর্মকর্তাগণ দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণে বিভিন্ন দেশে গমন করে থাকেন। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার আমন্ত্রণে কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন দেশে স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে থাকেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : ১. Thai International Cooperation Agency (TICA). ২. Swedish International Development Agency (SIDA). ৩. Japan International Cooperation Agency (JICA). ৪. ITEC-Colombo Plan.	২। ২০১৩ সাল থেকে প্রথমবারের মতো দেশের মাঠপর্যায়ে কর্মরত উপজেলা নির্বাহী অফিসার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপপরিচালক-স্থানীয় সরকার, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পৌরসভা ও সিনিয়র সহকারী কমিশনারদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারতের মৌসুরীতে অবস্থিত National Centre for Good Governance (NCGG) এ দুই সপ্তাহব্যাপী Mid-Career Training Programme in Field Administration for Bangladesh Civil Servants শীর্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান। এ পর্যন্ত ৬৮টি ব্যাচে ২২৭০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। ৩। জেলা প্রশাসকদের জন্য Special Training Programme for Deputy Commissioners of Bangladesh শীর্ষক প্রশিক্ষণ ভারতে অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান

প্রশিক্ষণের নাম	২০০৯-২০১৩	২০১৪-২০১৮	২০১৯-২০২৩	২০০৯-২০২৩ (মোট)	উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	মন্তব্য
Economics / Educational Development / e-Government, ইত্যাদি। **ডিপ্লোমা কোর্সের বিষয়সমূহ** Project Management / Road Management and Engineering / Comparative Criminology and Justice / Social Policy / Conservation and Land Management প্রভৃতি।					কর্মকর্তাগণ যেসমস্ত প্রতিষ্ঠানে স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করে থাকেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : Harvard University / Macquarie University / Duke University, USA / ITC-ILO, Italy / NCGG, India / AIT, Thailand / National Academy of Public Administration (NAPA), Vietnam / Administrative Staff College of India (ASCI) / Central Queensland University, Australia / JICA-TIC, Japan / KDI School of Public Policy and Management, South Korea প্রভৃতি।	তা বন্ধ রয়েছে। ৪। সরকারের যুগ্মসচিব ও অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য Training and Exchange Program শীর্ষক প্রশিক্ষণ চীনে অনুষ্ঠিত হয়, যা কোভিড-১৯ এর কারণে এখন পর্যন্ত বন্ধ আছে।

সমঝোতা স্মারক ও চুক্তিবদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দ্বিপাক্ষিক প্রশিক্ষণ সমঝোতা স্মারক/চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে :

- University of Dhaka.
- University of Alabama at Birmingham (UAB)USA.
- Deakin University, Australia .
- Asian Institute of Technology (AIT), Thailand.
- The National Academy of Public Administration (NAPA), Vietnam.
- Civil Service College, London, UK.
- Macquarie University, Australia.
- Central Queensland University (CQU), Australia.
- Korea Development Institute (KDI).
- University of Hong Kong, China.
- Huazhong University of Science and Technology (HUST), China.
- National Centre for Good Governance (NCGG), Mussoorie, India.

প্রশিক্ষণের বহির্বিশ্বের অভিজ্ঞতা অর্জন

প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বের কোন দেশে কী ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, তা জানার জন্য সেসকল দেশের কর্মকর্তাগণের ন্যায় সমমানের প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তার কর্মকর্তাগণকে দিয়ে থাকে। নিচের ছকে কয়েকটি প্রশিক্ষণের বৈদেশিক অংশ তুলে ধরা হলো :

ছক-২ : বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	২০১৯-২০২৩	২০০৯-২০২৩ (মোট)	মন্তব্য/ভ্রমণকৃত দেশ ও প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা
১.	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	২৩	২৩	ভিয়েতনাম-২৩
২.	আইন ও প্রশাসন কোর্স	১০৫	১০৫	ভিয়েতনাম-৬৯ অস্ট্রেলিয়া-৩৬

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ				
ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	২০১৯-২০২৩	২০০৯-২০২৩ (মোট)	মন্তব্য/ভ্রমণকৃত দেশ ও প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা
৩.	এসিএডি কোর্স	৭৫	২২০	ভারত-১৪৫ থাইল্যান্ড-৩৫ ভিয়েতনাম-৪০
৪.	এসএসসি কোর্স	১৯৩	১৯৩	থাইল্যান্ড-৬০ ভিয়েতনাম-২৪ আমেরিকা-১০৯
৫.	পিপিএমসি	৬৯	৬৯	থাইল্যান্ড-২২ অস্ট্রেলিয়া-৪৭
৬.	উন্নয়ন প্রশাসন (এনএপিডি)	১০৬	১০৬	থাইল্যান্ড
৭.	উন্নয়ন পরিকল্পনা (এনএপিডি)	৪২	৪২	মিশর
৮.	আইসিটি ডেভেলপমেন্ট (এনএপিডি)	১৯	১৯	তুরস্ক
৯.	এশিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি ভিজিট	৭	৭	থাইল্যান্ড
সর্বমোট = ৭৮৪ জন				

উন্নয়ন ও পলিসিসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সদস্যদের চাকরি স্থায়ীকরণের অন্যতম পূর্বশর্ত উন্নয়ন প্রশাসন (ডিএ) কোর্সের অংশগ্রহণ করা। উক্ত কোর্সটি ০৪ (চার) মাস মেয়াদি। এর দুটি আবশ্যিক অংশ রয়েছে। প্রথম অংশ বর্তমানে ন্যাশনাল একাডেমি ফর পলিসি এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এনএপিডি)-তে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ন্যাশনাল একাডেমি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নাডা) সম্পূর্ণরূপে চালু হলে এ কোর্সটি নাডা-তে অনুষ্ঠিত হবে। কোর্সটির দ্বিতীয় অংশ এশিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি (এআইটি), থাইল্যান্ডে ০১ (এক) মাস মেয়াদে অনুষ্ঠিত হয়। উভয় কোর্সে সফলভাবে উত্তীর্ণ হলে একজন প্রশিক্ষণার্থী কোর্স সমাপনী সনদ প্রাপ্ত হন। এছাড়াও, উপসচিব পর্যায়ের জন্য এডভান্সড কোর্স অন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এসিএডি), যুগ্মসচিব পর্যায়ের জন্য সিনিয়র স্টাফ কোর্স (এসএসসি) এবং অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের জন্য পলিসি, প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্স (পিপিএমসি)-এর প্রতিটির দুটি আবশ্যিক অংশ রয়েছে। প্রথম অংশ দেশে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে এবং দ্বিতীয় অংশ দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারকের আওতায় বিশ্বের স্বনামধন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়। উভয় অংশ সফলভাবে উত্তীর্ণ হলে প্রশিক্ষণ সমাপনী সনদ প্রদান করা হয়। উক্ত কোর্সসমূহে সফলভাবে অংশগ্রহণ বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের চাকরি স্থায়ীকরণ এবং পদোন্নতির আবশ্যিক ধাপ।

- জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিলের ৮ম সভায় বিপিএটিসি-এর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স-এর শীর্ষস্থান অধিকারী ২০ (বিশ) শতাংশ প্রশিক্ষণার্থীর জন্য দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে শিক্ষাসফর আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
- বিসিএস প্রশাসন একাডেমি-তে অনুষ্ঠিত আইন ও প্রশাসন কোর্সের শীর্ষস্থান অধিকারী ১০% প্রশিক্ষণার্থীও শিক্ষাসফরে অংশ নিয়ে থাকেন।
- উপসচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব ও সম-পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের জন্য প্রস্তাবিত টেকসই উন্নয়ন ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা (Sustainable Development and Project Management) কোর্সের কারিকুলাম অনুমোদন করা হয়েছে। কোর্সের সর্বমোট মেয়াদ ০৮ সপ্তাহ যার মধ্যে ০৭ সপ্তাহ দেশের অভ্যন্তরে এবং ০১ সপ্তাহ বহির্বাংলাদেশ প্রশিক্ষণের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কোর্সটির কার্যক্রম বিসিএস (প্রশাসন) একাডেমি, শাহবাগ, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

যুগ্মসচিব সম-পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের জন্য প্রস্তাবিত নেতৃত্ব ও কৌশলগত ব্যবস্থাপনা (Leadership and Strategic Management) কোর্সটির মেয়াদ ০৩ সপ্তাহ নির্ধারণ করা হয়, যার মধ্যে ০২ সপ্তাহ দেশের অভ্যন্তরে এবং ০১ সপ্তাহ বহির্বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ। উক্ত কোর্সটির পাঠ্যসূচি প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান। ন্যাশনাল একাডেমি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নাডা) চালু হলে উভয় কোর্সই উক্ত প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে।

গবেষণা কার্যক্রম

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন ৪টি প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে বিপিএটিসি, বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, এনএপিডি ও বিআইজিএম গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত, বিপিএটিসি ৬৬টি, বিসিএস প্রশাসন একাডেমি ৫৭টি, এনএপিডি ৩৯টি ও বিআইজিএম ১৫৭টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এ-সমস্ত গবেষণার ফলাফল মানবসম্পদ উন্নয়নে, দেশের কল্যাণে তথা সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ও এসকল প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এসকল প্রতিষ্ঠানে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গত ২২.১১.২০২২ তারিখে মোট ৬টি চুক্তিপত্র অনুমোদিত হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানসমূহে বর্তমানে গবেষণা কার্যক্রম চলমান। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত সময়ের গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে।

ছক-৩ : গবেষণা কার্যক্রম

ক্রমিক নম্বর	প্রতিষ্ঠানের নাম	গবেষণার বিষয়	অনুমোদিত বাজেট	১ম কিস্তি বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ
১.	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)	Competency Assessment of the Bangladesh Civil Service in the Context of the 4th Industrial Revolution	৪৮,৩৫,০০০/-	১২,০৮,৭৫০/-
২.	বিসিএস প্রশাসন একাডেমি	A Study on organizational Management in Bangladesh in relation with human resources	৯৬,১৪,০০০/-	২৪,০৩,৫০০/-
৩.	বিআইজিএম	State of evidence based policy making in Bangladesh public service: Three case studies	৭০,০০,০০০/-	১৭,৫০,০০০/-
৪.	বিআইজিএম	Training need assessment to support the future challenges of the senior civil service officials	৩৫,০০,০০০/-	৮,৭৫,০০০/-
৫.	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি	Project Monitoring and Evaluation Practices at the Field Levels: A Case Study of Two Selected Districts in Bangladesh	৫০,০০,০০০/-	১২,৫০,০০০/-
৬.	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি)	Monitoring and Evaluation of SDGs in Bangladesh: An Assessment of Policy and Actions in Some Selected Ministries	৫০,০০,০০০/-	১২,৫০,০০০/-
			মোট=৩,৪৯,৪৯,০০০/-	মোট=৮৭,৩৭,২৫০/-

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

১। বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), ও এর ০৪ (চার) টি আঞ্চলিক কেন্দ্র (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী)।
২। বিসিএস (প্রশাসন) একাডেমি।
৩। ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এনএপিডি)।
৪। ন্যাশনাল একাডেমি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নাডা)।
৫। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ও এর আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ (কক্সবাজার, বগুড়া) এবং
৬। সহযোগী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব গভর্নেন্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিআইজিএম)।

ছক-৪ : বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) সাভার, ঢাকা

কর্মসূচি	উপযোগিতা	জনজীবনে প্রভাব
প্রশিক্ষণ	বিপিএটিসি-তে ২০০৯-২০২৩ সময়ে সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিম্নরূপ : • বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের নবনিয়োগপ্রাপ্ত ১০,৫৫৪ জন কর্মকর্তাকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। • উপসচিব ও সমপর্যায়ের ২,২৫৯ জন কর্মকর্তা এসিএডি কোর্স সম্পন্ন করেছেন। • যুগ্মসচিব ও সমপর্যায়ের ১,৪৩৬ জন কর্মকর্তা সিনিয়র স্টাফ কোর্স সম্পন্ন করেছেন। • অতিরিক্ত সচিব ও সমপর্যায়ের ৩৬০ জন কর্মকর্তা পলিসি প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্স সম্পন্ন করেছেন। • চারটি আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আরপিএটিসি) ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় ৯ম-২০তম গ্রেডের ৪৬,০৫৯ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	• প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারীদের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশপ্রেমিক, দক্ষ, সৎ, দেশীয় ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম ও উদ্ভাবন মনস্ক করে গড়ে তোলা হচ্ছে। যাতে করে এই জনশক্তি জাতীয় লক্ষ্য তথা সরকারের উন্নয়নবান্ধব, গণমুখী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহ অর্জনে, নীতি প্রণয়ন থেকে নীতি বাস্তবায়নে বলিষ্ঠ অবদান রেখে দেশকে এগিয়ে নিতে যথাযোগ্য সহায়তা করতে পারে। • সরকারের নীতির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশের সফল বাস্তবায়নে এবং নব উদ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনসেবাকে অধিকতর উন্নত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। • সরকার প্রতিশ্রুত মেগা প্রকল্প ও অন্যান্য প্রকল্পসমূহ দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনজীবনে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে জনতুষ্টি অর্জন। • কর্মকর্তাগণ উন্নত ও উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনসেবায় জনভোগান্তি দূর করে সেবাকে সহজলভ্য ও উন্নত করার মাধ্যমে জনকল্যাণ নিশ্চিত করছেন। • সরকারের জনবান্ধব প্রকল্প/উদ্যোগসমূহকে দক্ষতা ও সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করে জনগণের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করছে। • জনবান্ধব নীতি প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখার মাধ্যমে উন্নয়নকে গণমুখী করছে। • টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। • জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার মাধ্যমে দেশের অব্যাহত উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। • স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ নিচ্ছে এবং প্রয়োজনে সরকারের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা নিচ্ছে।
গবেষণা ও পরামর্শ	বিপিএটিসি কর্তৃক ২০০৯ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রশিক্ষণের গুণগতমান উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৬৬টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।	• সরকারের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য উন্নয়ন দর্শন, উন্নয়ন প্রশাসন, স্বল্প/মধ্য/দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, বিশেষ প্রতিশ্রুতি, উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া অনুসন্ধান এবং উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়ন/মূল্যায়ন/পরিবীক্ষণসংশ্লিষ্ট বিষয়। • উক্ত গবেষণা প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে প্রশাসন ও উন্নয়ন বিষয়ে নব জ্ঞান সৃষ্টি করা হচ্ছে। নব সৃষ্ট জ্ঞান প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নসহ জ্ঞানভিত্তিক, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে ভূমিকা রাখছে।

কর্মসূচি	উপযোগিতা	জনজীবনে প্রভাব
জার্নাল	বিপিএটিসি-তে ২০০৯-২০২৩ সময়ে সর্বমোট ২৬৪টি ভলিউম প্রকাশিত হয়েছে। জার্নালে প্রকাশের জন্য মূলত জনপ্রশাসন, উন্নয়ন প্রশাসন, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও তথ্যভিত্তিক প্রবন্ধকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। দেশ-বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ কর্মকর্তা এবং কেন্দ্রের দক্ষ অনুষদ সদস্যদের লেখা জার্নালে প্রকাশ করা হয়।	গবেষণা প্রবন্ধসমূহ জার্নালে প্রকাশের মাধ্যমে নতুন ও উদ্ভাবনী জ্ঞানের চর্চা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জ্ঞান শেয়ার করার মাধ্যমে জাতীয় পলিসি প্রণয়ন ও নীতি কৌশল যুগোপযোগী করতে সহায়তা করছে।
বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	বিপিএটিসি-তে জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়িত 'বিপিএটিসি'-এর আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্সের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ' প্রকল্পের আওতায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে আইটিসি ভবনের পাশে দুইটি বড়ো ওয়াটার রিজার্ভার নির্মাণ করা হয়েছে। ওয়াটার রিজার্ভার নির্মাণের পর থেকেই যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করা হচ্ছে।	ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাসের মাধ্যমে টেকসই প্রাকৃতিক পরিবেশ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
অফিস অটোমেশন, ডেটা সেন্টার, কম্পিউটার ল্যাব, ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব ও মাল্টিপারপাস ক্লাসরুম	• বিপিএটিসি-তে বাস্তবায়িত Digitalization of BPATC প্রকল্পের আওতায় ০৭টি ERP Software স্থাপন করা হয়েছে। • বিপিএটিসি-এর আইটিসি ভবনে ০১টি ডেটা সেন্টার (BPATC Central Server and Network Control System) স্থাপন করা হয়েছে। • দুইটি অত্যাধুনিক আইসিটি ল্যাবে মোট ১২২টি কম্পিউটার ব্যবহার করা হচ্ছে। • দুইটি মাল্টিপারপাস আইসিটি ল্যাবে মোট ৯৬টি কম্পিউটার ব্যবহার করা হচ্ছে। • ১২টি মাল্টিপারপাস ক্লাসরুম আধুনিকায়ন করা হয়েছে এবং একটি ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাগণ সরকার প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। আগামীদিনে এই প্রশিক্ষিত ও দক্ষ কর্মকর্তাদের মাধ্যমেই বাংলাদেশ সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়িত হবে।
লাইব্রেরি	কেন্দ্রের লাইব্রেরিতে প্রায় ১,২০,০০০টি বই সংরক্ষিত রয়েছে। এছাড়া, বিপিএটিসি-এর ওয়েবসাইটে ই-লাইব্রেরিতে ৩৩ শিরোনামে ৮০৫টি ডকুমেন্ট, ১৭টি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নাল রয়েছে। কেন্দ্রের লাইব্রেরিতে বইসমূহ সংরক্ষণ ও ব্যবহারে KOHA সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে।	প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখছে।
উচ্চশিক্ষা	বিপিএটিসি-তে ২০০৯-২০২৩ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়িত Strengthening of Bangladesh Public Administration Training Centre (SBPATC) (Phase-I) Project, Strengthening of Bangladesh Public Administration Training Centre (SBPATC) (Phase-II) Project, Strengthening of Bangladesh Public Administration Training Centre (SBPATC) (Phase-III) Project, Digitalization of BPATC Project এবং Capacity Enhancement of the Core Courses of BPATC Project -এর মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	**বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা যেমন** : পিএইচ.ডি., মাস্টার্স, শর্ট কোর্স ও সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করার মাধ্যমে বিপিএটিসি-এর অনুষদ সদস্যগণ আরও দক্ষ হিসাবে গড়ে উঠেছেন। এসকল দক্ষ কর্মকর্তা বিপিএটিসি-তে অনুষ্ঠিত সকল কোর কোর্সসমূহের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রশাসন পরিচালনায় ও জনসেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।

<table>
<tr><th>কর্মসূচি</th><th>উপযোগিতা</th><th>জনজীবনে প্রভাব</th></tr>
<tr><td></td><td>বৈদেশিক প্রশিক্ষণসংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ :

<table>
<tr><th>প্রশিক্ষণের নাম</th><th>কর্মকর্তা সংখ্যা (জন)</th></tr>
<tr><td>বৈদেশিক শর্ট কোর্স</td><td>২৩১</td></tr>
<tr><td>বৈদেশিক মাস্টার্স</td><td>৪৪</td></tr>
<tr><td>বৈদেশিক স্টাডি ভিজিট</td><td>১২৩</td></tr>
<tr><td>বৈদেশিক ডিপ্লোমা</td><td>৭</td></tr>
<tr><td>বৈদেশিক পিএইচ.ডি.</td><td>৫</td></tr>
<tr><td>বৈদেশিক স্টাডি ট্যুর</td><td>৩০০০</td></tr>
<tr><td>বৈদেশিক সার্টিফিকেট কোর্স</td><td>৮</td></tr>
<tr><td>আইটি বিষয়ক শর্ট কোর্স</td><td>১০</td></tr>
<tr><td>সর্বমোট :</td><td>৩৪২৮ জন</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি</td><td>১. Office Automation : কেন্দ্রকে Office Automation-এর লক্ষ্যে ডিজিটালাইজেশন অব বিপিএটিসি শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নিম্নবর্ণিত ৭টি ERP Software স্থাপন করা হয়েছে। ৭টি ERP Software-এর ব্যবহারের তথ্য নিম্নরূপ:

Personnel Management Information System (PMIS)
Computerized Training Management System (CTMS)
Store Management System (SMS)
Accounts and Finance Management System (A&FMS)
Transport Management System (TMS)
Dormitory Management System (DMS)
Computer Equipment Management System (CEMS)

কেন্দ্রের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্ব-স্ব সফটওয়্যারের উপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সফটওয়্যারসমূহ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। CTMS সফটওয়্যারটির Online-এ বক্তা মূল্যায়ন কাজ চলমান এবং Video Tutorial তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২. ২টি অত্যাধুনিক ICT Lab স্থাপন : প্রশিক্ষণ কাজে ICT সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে লাইব্রেরি ভবনে ২টি অত্যাধুনিক ICT Lab-১ ও Lab-২ স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত দুটি ল্যাবে ১২২টি কম্পিউটার ব্যবহার হচ্ছে। প্রশিক্ষণার্থীদের ICT Skill এবং Competency level বৃদ্ধির জন্য এ ল্যাব ব্যবহার করা হচ্ছে।

৩. ২টি Multipurpose ICT Lab স্থাপন : প্রশিক্ষণ কাজে ICT সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাডেমিক ভবনে অত্যাধুনিক Multipurpose ICT Lab-১ ও Lab-২ স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত দুটি ল্যাবে ৯৬টি কম্পিউটার ব্যবহার হচ্ছে। প্রশিক্ষণার্থীদের ICT Skill এবং English Language-এ</td><td>স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিপিএটিসি স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে বিপিএটিসি-কে স্মার্ট করে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠিত কোর কোর্সসমূহের course content-এ আইসিটি-বিষয়ক সেশন অন্তর্ভুক্তপূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জনপ্রশাসনের সদস্যদেরকে আরও দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে।</td></tr>
</table>

কর্মসূচি	উপযোগিতা	জনজীবনে প্রভাব

Competency level বৃদ্ধির জন্য এ ল্যাব ব্যবহার করা হচ্ছে।

৪. **আন্তর্জাতিক মানের Software ব্যবহার :** গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও প্রকাশনায় বিভিন্ন Professional Software ব্যবহার করা হচ্ছে। Plagiarism দূরীকরণের জন্য Turnitin (Anti Plagiarism) সফটওয়্যার ক্রয় করা হয়েছে এবং তা ব্যবহার করা হচ্ছে। গবেষণার Data Analysis-এর জন্য SPSS, Interactive Presentation-এর জন্য Prezi, Online Exam-এর জন্য Kahoot ইত্যাদি আন্তর্জাতিক মানের Software ব্যবহার করা হচ্ছে/হয়েছে।

৫. **Web Portal :** BJPA-কে আন্তর্জাতিক মানের করার লক্ষ্যে BJPA-এর জন্য আলাদা Online ভিত্তিক Web Portal সৃজন করা হয়েছে এবং ব্যবহার করা হচ্ছে।

৬. **Library Automation :** কেন্দ্রের Library Automation এর আওতায় আনা হয়েছে। KOHA ব্যবহার করে ই-ক্যাটালগ এবং D-Space ব্যবহার করে Institutional Repository তৈরি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বেশ কিছু e-Resource (JSTOR, WILEY) সংগ্রহ করা হয়েছে। নতুন সার্ভার স্থাপন ও কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, e-Library আপডেট, ডিজাইন, ডেভেলপ এবং Library-এর যাবতীয় বইয়ের তথ্য দিয়ে Library Automation করা হয়েছে। বিপিএটিসি লাইব্রেরি-এর জন্য আলাদা Web Portal সৃজন করা হয়েছে এবং তা ব্যবহার হচ্ছে। প্রশিক্ষণার্থীগণ সহজেই online-এ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারছেন।

৭. **Local Area Network (LAN) সম্প্রসারণ :** ২০১৪ সালে ডিজিটালাইজেশন অব বিপিএটিসি প্রকল্পের মাধ্যমে কেন্দ্রের Local Area Network (LAN) সম্প্রসারণ করা হয়। বিপিএটিসি-এর সকল অফিস এলাকায় অপটিক্যাল ফাইবার ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক (LAN) স্থাপন করা হয়েছে। ফলে কর্মকর্তা/কর্মচারী দাপ্তরিক প্রয়োজনে Local Area Network (LAN) ও Wi-Fi সিস্টেম দুটিই ব্যবহার করতে পারছেন। উল্লেখ্য, প্রতিটি ডরমিটরিতে একটি করে মিনি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণার্থীগণ এসকল ল্যাবে প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদন করছেন।

৮. **Internet-এর গতি বৃদ্ধিকরণ :** আগস্ট, ২০১০ মাসে কেন্দ্রের ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ২৫৬ Kbps হতে ১০ Mbps, সেপ্টেম্বর, ২০১৪ মাসে বিটিসিএল হতে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ১০ Mbps হতে ৩০ Mbps, সেপ্টেম্বর, ২০১৫ মাসে ৩০ Mbps হতে ৯৪ Mbps, জানুয়ারি, ২০১৭ মাসে ৯৪ Mbps হতে ১৫০ Mbps এবং সর্বশেষ জুলাই, ২০১৮ ১৫০ Mbps হতে ৩৫০ Mbps-এ উন্নীত করা হয়েছে। পাশাপাশি Radio Link-এর মাধ্যমে বিকল্প ১০০ Mbps ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান হতে ক্রয় করা হচ্ছে। ৪৫০ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ নেওয়ার ফলে প্রশিক্ষণার্থী এবং অনুষদ সদস্যগণ উচ্চগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধা পাচ্ছেন এবং কম সময়ের মধ্যে অধিক তথ্য আদান প্রদান সম্ভব হচ্ছে।

৯. **Central Wi-Fi System স্থাপন :** ডিজিটালাইজেশন অব বিপিএটিসি প্রকল্পের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১০.০৮.২০১৪ তারিখের কেন্দ্রের Central Wi-Fi System-এর শুভ উদ্বোধন করেন। ফলে সমগ্র অফিস এলাকা এবং ডরমিটরি এলাকা Central Wi-Fi System-এর আওতায় চলে আসে। বিভিন্ন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনে এবং অনুষদ সদস্যগণ সার্বক্ষণিক Wi-Fi System-এর সুবিধা পাচ্ছেন। ফলে বিপিএটিসি একটি

কর্মসূচি	উপযোগিতা	জনজীবনে প্রভাব
	কার্যকর ইন্টারনেট জোন হিসাবে এখানে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহকে বেগবান করছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে উক্ত নেটওয়ার্ক সিস্টেম আপগ্রেড করার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ১০. **Website আধুনিকায়ন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম linkage :** কেন্দ্রের Website (www.bpatc.org.bd) নতুন আঙ্গিকে তথ্য সমৃদ্ধ ও আধুনিকায়ন করে বিপিএটিসি-এর ওয়েবসাইট (www.bpatc.gov.bd) ন্যাশনাল ওয়েবপোর্টালে যুক্ত করা হয়েছে। পূর্বের কনটেন্ট/ডকুমেন্টগুলো নতুন আঙ্গিকে তথ্যসমৃদ্ধ, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় হালনাগাদ করা হয়েছে। কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ সকল নোটিশ, অফিস আদেশ, কার্যবিবরণী, সাম্প্রতিক ইভেন্ট, ভিডিয়ো টিউটোরিয়াল ইত্যাদি নিয়মিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। ১১. **e-Learning Platform :** বিপিএটিসি নিজস্ব Resource ব্যবহার করে **e-Learning Platform** চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ১২. **Video Conferencing System স্থাপন :** ইনফো-সরকার প্রকল্পের মাধ্যমে গত ২০১৫ সালে কেন্দ্রে ১টি Video Conferencing System স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, ডিজিটালাইজেশন অব বিপিএটিসি প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৫ সালে প্রধান কেন্দ্রসহ ৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে (ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা) ৪টিসহ মোট ৭টি Video Conferencing System স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মত বিনিময়/অধিবেশন পরিচালনা এবং সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপে Video Conferencing System গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এর মাধ্যমে সভা, মতবিনিময় বা অধিবেশন পরিচালিত হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপে কার্যকরভাবে ব্যবহার হচ্ছে। ১৩. **e-Tendering System চালুকরণ :** কেন্দ্রের ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নে e-GP System চালু করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে CPTU কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এসেছে এবং প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৪. **প্রশিক্ষণ কাজের জন্য ল্যাপটপ অনুদান :** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আইসিটি অধিদপ্তর হতে ২০১০ সালে ১০০টি ল্যাপটপ এবং ২০১১ সালে ২০০টি ল্যাপটপ অনুদান হিসাবে পাওয়া যায়। এসব ল্যাপটপ কম্পিউটার কেন্দ্রের সিনিয়র স্টাফ কোর্স (এসএসসি), এসিএডি এবং বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সসহ অন্যান্য কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহার করছেন। ফলে বিপিএটিসি-এর দাপ্তরিক কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণে গতিশীলতা এসেছে। ১৫. **উন্নত মডেলের ল্যাপটপ কম্পিউটার সংগ্রহ :** বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রয়োজনীয়তার নিরিখে ডিজিটালাইজেশন অব বিপিএটিসি প্রকল্পের আওতায় ১৫টি, রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০১৪ সালে ৫৪টি, ২০১৫ সালে ৩২৫টি, ২০১৮ সালে ৫৪টি এবং ২০১৯ সালে ৯৪টি ল্যাপটপসহ মোট ৮২৩টি ল্যাপটপ ক্রয় করা হয়েছে। এসব ল্যাপটপ কম্পিউটার কেন্দ্রের সিনিয়র স্টাফ কোর্স (এসএসসি), এসিএডি এবং বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সসহ অন্যান্য কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহার করছেন। ১৬. **কম্পিউটার, অনলাইন ইউপিএস সংগ্রহ ও স্থাপন : ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ধারাবাহিকতায় বিপিএটিসি-কে ডিজিটালাইজড করার অংশ হিসাবে রাজস্ব বাজেটের আওতায় কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ ও দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন ও সকল**	

শাখা/অধিশাখায় :

- ১০টি উন্নত মডেলের সার্ভার;
- ৫০৪টি উন্নত মডেলের ডেস্কটপ কম্পিউটার;
- ০৯টি কম্পিউটার ল্যাব পাবলিকেশন ইউনিট এবং বিভিন্ন ফ্লোরে ৬টি কালার প্রিন্টার, ৩২টি নেটওয়ার্ক প্রিন্টারসহ মোট ১৩৬টি প্রিন্টার স্থাপন করা হয়েছে;
- সকল কম্পিউটার ল্যাব এবং শ্রেণিকক্ষসহ বিভিন্ন দপ্তরে ৫৭টি অনলাইন ইউপিএস স্থাপন করা হয়েছে; এবং
- কেন্দ্রের কম্পিউটারসমূহের গতি বৃদ্ধির জন্য ২২৯টি ল্যাপটপ ও ৩৩৯টি ডেস্কটপ কম্পিউটারে নতুন SSD সংযোজন করে আপগ্রেড করা হয়েছে।

১৭. **Digital Display Board স্থাপন :** কেন্দ্রের মেইন গেটে (২নং গেট) ১টি এবং ১ নং গেটের নিকট ঢাকা আরিচা হাইওয়ের ওভার ব্রিজের উভয় পার্শ্বে ২টি Digital Display Board স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, আইটিসি, ক্যাফেটেরিয়া, লাইব্রেরি ভবন, Interactive Display Board, Digital Banner Display, Kiosk স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ডিসপ্লে বোর্ডে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের গুরুত্বপূর্ণ উক্তি ও ছবি প্রদর্শন করা হচ্ছে। কেন্দ্রের অভ্যর্থনা ডেস্কের সম্মুখে ১টি Digital Display Notice Board স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রশিক্ষণার্থী এবং অনুষদ সদস্যগণ প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন কর্মসূচিসংক্রান্ত জরুরি তথ্য Digital Display Notice Board-এর মাধ্যমে পাচ্ছেন। এছাড়াও, এখানে ২টি Display/TV স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচির ছবিসহ বিভিন্ন তথ্য ডিসপ্লে করা হচ্ছে। ফলে প্রশিক্ষণার্থীগণ বিভিন্ন কর্মসূচিসংক্রান্ত জরুরি তথ্য পাচ্ছেন।

১৮. **Interactive Display স্থাপন :** বিপিএটিসিকে ডিজিটালাইজড করার অংশ হিসাবে প্রকল্পের আওতায় ২৩টি Interactive Display কেন্দ্রের লাইব্রেরি, অডিটোরিয়াম এবং ক্লাস রুমসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে প্রশিক্ষণার্থীগণ পরিচিত হচ্ছেন।

১৯. **Live Monitoring System স্থাপন :** কেন্দ্রের গেটসমূহে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য ডিজিটালাইজেশন অব বিপিএটিসি প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৫ সালে কেন্দ্রের ৩টি মেইন গেটসহ অফিস এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ ১০টি স্থানে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করে Live Monitoring System চালু করা হয়। পরবর্তীকালে ২০১৯ সালে বিপিএটিসি-এর ক্লাসরুম ও গুরুত্বপূর্ণ জায়গাসমূহে ক্লোজ সার্কিট Camera এবং প্রয়োজনমাফিক Voice Recording-সহ মোট ২৯২টি ক্লোজ সার্কিট Camera স্থাপন করা হয়েছে। ফলে কেন্দ্রের সর্বত্র নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে। সেশনসমূহ ভয়েস রেকর্ডিংসহ মনিটর করা হচ্ছে।

২০. **Zoom cloud HD Video Meeting Pro-এর ২০টি User License এবং Cisco Webex Meetings-এর ১টি User License ক্রয় ও ব্যবহার :** জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে অনলাইন কমিউনিকেশন, মিটিং-এর ক্ষেত্রে Zoom Cloud Meeting ব্যবহার করা হচ্ছে। একইভাবে বিপিএটিসি নিজস্ব অনলাইন ক্লাস, মিটিং, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার পরিচালনা করার জন্য Cisco Webex Meetings ব্যবহার করা হচ্ছে।

ছক-৫ : বিসিএস প্রশাসন একাডেমি

০১। **ERP সফটওয়্যার :** ERP সফটওয়্যার ক্রয় এবং ব্যবহার করার ফলে বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সামগ্রিক একাডেমিক এবং দাপ্তরিক কার্যক্রম অটোমেশন করা সম্ভব হয়েছে। এই সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা নিজ কর্মস্থল থেকে প্রশিক্ষণে রেজিস্ট্রেশন, বক্তা মূল্যায়ন, ক্লাস রুটিন, কোর্স মেটেরিয়াল ও ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারে। একইসঙ্গে Online লাইব্রেরি এবং একাডেমির মেডিক্যাল সেবাও এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে। একাডেমির দাপ্তরিক সকল কাজকর্ম ও কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যক্তিগত নথি, ফলাফল ও প্রতিবেদন এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে সংরক্ষণ এবং হালনাগাদ করা হচ্ছে। একাডেমির স্টক রেজিস্টার ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ERP প্রশিক্ষণার্থী এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যকাণ্ডকে ডিজিটালাইজড ও আধুনিকায়ন করেছে।

০২। **প্রশিক্ষণ ও বৈদেশিক বৃত্তি :** 'বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্প হতে মোট ৩১৭ জনকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মাস্টার্স কোর্স (স্কলারশিপ) প্রদান করা হয়েছে মোট ৩০ জনকে (যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র)। 'The Time Higher Education World University Ranking (overall)' অথবা QS World University Ranking (overall) এর যে কোনো একটি অনুযায়ী ১ থেকে ২০০-এর মধ্যে স্থান লাভকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য হতে অপেক্ষাকৃত ভালো র‍্যাংকিংপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। বৃত্তিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা বিশ্বের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের ফলে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মেধাভিত্তিক জনপ্রশাসন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে।

০৩। **পুস্তক ক্রয় ও গবেষণা :** প্রকল্প থেকে সমসাময়িক বিষয়ের উপর বিশ্ববিখ্যাত লেখকদের ১১০০টি বই লাইব্রেরির জন্য ক্রয় করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ১১টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। বই ক্রয় এবং গবেষণা কার্যক্রম বিসিএস প্রশাসন একাডেমির গুণগত মান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা এবং অনুষদ সদস্যদের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাকে সহায়তা করছে। এছাড়াও, গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখছে। জনপ্রশাসনে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে এবং কর্মকর্তাদের সৃজনশীলতা বিকাশে এই উদ্যোগ বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

০৪। **অবকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়ন :** অবকাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কক্ষ, প্রশিক্ষণার্থীদের একাডেমিক কক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব, ওয়াশ ব্লক এবং মেডিক্যাল সেন্টার সংস্কার ও আধুনিকায়নের ফলে প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০৪১ সালের স্মার্ট প্রশাসনের জন্য কর্মকর্তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতায় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবকাঠামো সংস্কার ও আধুনিকায়ন ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

০৫। **'Bangabandhu Academy of BCS Administration (BABA)' :** 'Conducting Feasibility Study for Establishment of Extended Campus of BCS Administration Academy at Mugarchar in Keranigonj Upazilla under Dhaka District' প্রকল্পের আওতায় ফিজিবিলিটি স্টাডির আলোকে ৫০০ জন প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাকে একইসঙ্গে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলায় প্রায় ১৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে (প্রস্তাবিত) 'Bangabandhu Academy of BCS Administration (BABA) (বঙ্গবন্ধু বিসিএস প্রশাসন একাডেমি)' স্থাপনের জন্য খসড়া ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং আন্তর্জাতিক মানের বহুমাত্রিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে 'Bangabandhu Academy of BCS Administration (BABA)' প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

০৬। বিসিএস প্রশাসন একাডেমি গ্রন্থাগারে ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ১৬,৯৩০ কপি বই সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে-বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা, ইতিহাস, প্রশাসন, আইন, সাহিত্য, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, জীবনীমূলক ও প্রয়োজনীয়সংখ্যক বিদেশি বই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে একাডেমি গ্রন্থাগারে মুক্তিযুদ্ধ কর্নার উদবোধন করেন। মুক্তিযুদ্ধ কর্নারে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক ৫৫০ কপি বই সুসজ্জিত অবস্থায় রাখা আছে। প্রশিক্ষণার্থীরা যাতে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সঠিক ইতিহাস জানতে পারেন সেইজন্য মুক্তিযুদ্ধ কর্নার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

০৭। একজন পাঠক ইন্টারনেট ব্যবহার করে অতি সহজে কাঙ্ক্ষিত বইটি বিসিএস প্রশাসন একাডেমি লাইব্রেরিতে আছে কি না তথ্যটি জানতে পারবেন। এ লক্ষ্যে লাইব্রেরি সফটওয়্যার KOHA-তে ৪৬,০০০ বইয়ের Cataloguing ডেটা এন্ট্রি করা হয়েছে।

লাইব্রেরির দ্বিতীয় তলায় 'বঙ্গবন্ধু স্টাডি সেন্টার' করা হয়েছে। এই স্টাডি সেন্টারে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বই রয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্টাডি সেন্টারটি বাংলাদেশের প্রথম স্টাডি সেন্টার।

(ক) বই ক্রয় না করেও ঘরে বসে/পৃথিবীর যে-কোনো স্থান থেকে বিসিএস প্রশাসন একাডেমি লাইব্রেরি ব্যবহার করা যাবে সুনির্দিষ্ট আইডি ও পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে। এতে সময় ও অর্থ দুটোরই সাশ্রয় হবে।

(খ) লেখক, বিষয় ও শিরোনাম দিয়ে অতি সহজে বই খুঁজে পাওয়া যাবে।

০৮। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও শুদ্ধাচার-এর মানোন্নয়ন করা হয়েছে। এপিএ বিশেষজ্ঞ পুলের সদস্যদের মাধ্যমে এপিএ ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক মূল্যায়ন করা হয়। বিসিএস প্রশাসন একাডেমি ২০২১ সালে এপিএ মূল্যায়নে প্রথম স্থান অর্জন করেছে এবং ২০২২ সালে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে।

০৯। বিসিএস প্রশাসন একাডেমির নিম্নবর্ণিত নীতি, আইন ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে :

১. বিসিএস প্রশাসন একাডেমির নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২।
২. প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন নীতিমালা, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে।
৩. প্রকাশনা নীতিমালা, ২০২১।
৪. বিসিএস প্রশাসন একাডেমির গবেষণা নীতিমালা, ২০২১।
৫. বিসিএস প্রশাসন একাডেমির নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৩।

১০। প্রশিক্ষণের আধুনিকীকরণ ও একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য 'বিসিএস প্রশাসন একাডেমির ভবন সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণ সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পের আওতায় একাডেমির নতুন ভবনে একটি লিফট সংযোজন করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে একাডেমির প্রশাসনিক ভবনটি ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ তলায় বর্ধিত করে নতুন ক্লাসরুম, কম্পিউটার ল্যাব, সুপরিসর পরীক্ষা হল, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ডরমিটরি রুম, একটি সুপরিসর সেমিনার হল, একটি ইনডোর গেমস অ্যান্ড জিমনেশিয়াম হল, ভবনে ফায়ার ডিটেকটিং অ্যালার্মিং, ফায়ার ডোর এবং লিফট স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রতিষ্ঠান প্রধানের অবস্থানের জন্য সুসজ্জিত রেক্টর স্যুট স্থাপন করা হয়েছে। প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে আধুনিক ফার্নিচার, সাউন্ড সিস্টেম এবং সুবৃহৎ এলইডি মনিটর সংযোজন করা হয়েছে। ফলে একাডেমিতে একইসঙ্গে ২০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের অবকাঠামোগত সুবিধা তৈরি হয়েছে। প্রশিক্ষণের আধুনিকায়ন ও একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য 'বিসিএস প্রশাসন একাডেমির ভবন সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণ সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পের আওতায় একাডেমির পুরাতন ভবনে একটি লিফট সংযোজন করা হয়েছে। একাডেমির রাজস্ব বাজেটের আওতায় 'বঙ্গবন্ধু স্টাডি সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের মূল ভবনের ডরমিটরির পূর্বতন জানালা পরিবর্তন করে থাই গ্লাস লাগানো হয়েছে এবং এসি স্থাপন করা হয়েছে।

১১। ওয়াই-ফাই ও ল্যান ইন্টারনেট স্থাপনের ফলে একাডেমির অনলাইন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হচ্ছে এবং নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ আছে। সিসি ক্যামেরা স্থাপনের ফলে একাডেমির সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে ও বিভিন্ন বিষয়ে তদারকির সুবিধা হয়েছে। ডিজিটাল হাজিরা মেশিন স্থাপনের ফলে অনলাইনে হাজিরার তথ্য সংরক্ষিত হচ্ছে যেটি একাডেমির কার্যক্রমকে আরও বেগবান করেছে। স্টোর অটোমেশনের ফলে একাডেমির অনলাইনে স্টোরের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং স্বল্প সময়ে সেবা প্রদান ও নিশ্চিত করা যাচ্ছে।

১২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অর্থায়নে বাংলাদেশের সমতল অঞ্চলের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের ফলাফল জানার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-এর অর্থায়নে বিসিএস প্রশাসন একাডেমি 'Impact Assessment of the Special Assistance for the Ethnic Communities Living in the Plain Land of Bangladesh' শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করে।

ছক-৬ : জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি)

কর্মসূচি	উপযোগিতা	জনজীবনে প্রভাব
প্রশিক্ষণ	• এনএপিডি ২০০৯-২০২৩ সময়ে ৩১৮০২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। • প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ১৪৬ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। • এনএপিডি এ পর্যন্ত প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তাদের ০৪টি ব্যাচে ০৩ মাস মেয়াদি 'উন্নয়ন প্রশাসন' কোর্সের মাধ্যমে ১৯৯ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।	• স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে দক্ষ মানবসম্পদ ভূমিকা রাখছে। • প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। • জনবান্ধব কর্মী গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। • প্রশাসনে নীতি নৈতিকতা ও নবতর চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটছে। • মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোসহ সার্বিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। • প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনে নীতি নৈতিকতা ও নবতর চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটাতে পারছেন, যা জনকল্যাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। • প্রকল্প পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাগণ সরকারের গৃহীত মেগা প্রকল্পসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে বিভিন্ন ক্যাপাসিটিতে কাজ করে প্রকল্পগুলো নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট বাজেটে সম্পন্নকরণে ভূমিকা রাখছেন।
গবেষণা ও পরামর্শ	এনএপিডি-তে ২০০৯-২০২৩ সালে মোট ৩৯টি গবেষণা কর্ম সম্পাদন করা হয়েছে এবং ফলাফল সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে প্রেরণ করা হয়েছে।	• সরকারের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, উন্নয়ন দর্শন, উন্নয়ন প্রশাসন, স্বল্প/মধ্য/দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, বিশেষ প্রতিশ্রুতি, উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া অনুসন্ধান এবং উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়ন/মূল্যায়ন/পরিবীক্ষণসংশ্লিষ্ট বিষয়। • প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গুণগত মান উন্নয়ন করা।
জার্নাল	এনএপিডি-তে ২০০৯-২০২৩ সালে উন্নয়ন পরিকল্পনাবিষয়ক জার্নাল ডেভেলপমেন্ট রিভিউ-এর ১৪টি ভলিউম প্রকাশিত হয়েছে। জার্নালে প্রকাশের জন্য মূলত দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও উন্নয়ন বিষয়ে সাম্প্রতিক তথ্যভিত্তিক প্রবন্ধকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সাধারণত দেশ-বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ কর্মকর্তা এবং আগ্রহী ব্যক্তিদের লেখা বার্ষিক জার্নালে ছাপা হয়। বর্তমানে মুদ্রণের পাশাপাশি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে (research.napd.ac.bd) জার্নাল প্রকাশিত হয়।	জ্ঞান চর্চা ও জ্ঞান বিনিময়সহ জাতীয় পলিসি প্রণয়ন ও হালনাগাদে সহায়তা করছে।
বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	এনএপিডি-তে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য ৪০ হাজার গ্যালন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার স্থাপন করা হয়েছে। ধারণকৃত পানি ডরমিটরিতে নন-কনজ্যুমেবল কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।	ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করছে।

৬—

কর্মসূচি	উপযোগিতা	জনজীবনে প্রভাব
কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিপারপাস ক্লাসরুম	• একাডেমির প্রশাসনিক ভবনের ৬ষ্ঠ তলায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আইসিটি শাখা অবস্থিত। উক্ত শাখায় ০২টি কম্পিউটার ল্যাব এবং ০১টি সার্ভার কক্ষ আছে। একটি ল্যাবে এ ৩০ (ত্রিশ) টি ও অপর ল্যাব এ ৩২ (বত্রিশ) টি ল্যাপটপ কম্পিউটার বিদ্যমান। সকল ল্যাবই ক্যাবল ও ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত। আইসিটি শাখা পরিচালিত ০৮টি কোর্স ছাড়াও একাডেমির অন্যান্য কোর্সের আইসিটি-সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ক্লাসসমূহ এই দুইটি ল্যাবে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষিত হয়ে সরকারি কাজে ও জনগণের কল্যাণে সহায়ক ভূমিকা পালনে কাজ করছেন। • ২০১৮ সাল থেকে মাল্টিপারপাস ল্যাবে আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ প্রশিক্ষণার্থীদের ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। একই ক্লাসরুমে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ/কম্পিউটার ল্যাব/তাত্ত্বিক ক্লাস পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ইলেকট্রনিক স্মার্ট বোর্ডের মাধ্যমে ক্লাস পরিচালনা করা হয়। ফলে হালনাগাদ প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি হচ্ছে।	প্রশিক্ষিত সরকারি কর্মকর্তাগণ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা রেখেছেন। আগামীতে তাঁদের হাত ধরেই স্মার্ট বাংলাদেশের রূপকল্প বাস্তবায়িত হবে।
লাইব্রেরি	একাডেমিতে ১৮৮৬৪টি বই বিশিষ্ট একটি আধুনিক লাইব্রেরি রয়েছে। এনএপিডি প্রশিক্ষণ, প্রকাশনা ও গবেষণা কার্যক্রমের সহায়ক শাখা হিসাবে গ্রন্থাগারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গ্রন্থাগারে সাম্প্রতিক প্রকাশিত দেশি-বিদেশি উন্নয়নমূলক বই, জার্নাল/প্রতিবেদন, গবেষণা প্রতিবেদনসহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়।	প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখছে।
উচ্চশিক্ষা	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় ৯ জন কর্মকর্তা দেশে/বিদেশে পিএইচ.ডি. ও ৯ জন কর্মকর্তা দেশে/বিদেশে মাস্টার্সসহ উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন।	এনএপিডি উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ অনুষদ গড়ে তুলেছেন। এসকল দক্ষ কর্মকর্তাগণ একাডেমিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ তৈরিতে অবদান রাখছেন।
ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	একাডেমি উল্লিখিত সময়ে ০১ (এক) বছর মেয়াদি 'পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক কোর্সের মোট ১৩ (তেরো) টি ব্যাচে ২৮৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে আইটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে তুলেছে। এছাড়া, আইসিটি বিষয়ক ০৬ (ছয়) টি কোর্স চালু আছে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাগণ সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১ অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অবদান রেখেছে, যার ফলে নাগরিক সেবায় ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে।	ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এনএপিডি বছরব্যাপী আইসিটি কোর্স পরিচালনা করে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে বিভিন্ন আইসিটি-বিষয়ক কোর্স আপডেট করছে।

বিয়াম ফাউন্ডেশন

(২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে উল্লেখযোগ্য অর্জন)

বিয়াম ফাউন্ডেশন দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি অনন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিয়াম ফাউন্ডেশনে বিগত ২০০৯-২০২৩ সাল পর্যন্ত মানবসম্পদ উন্নয়নে বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স এবং বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সে সর্বমোট ১৭,৩৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাঁদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জনসেবা নিশ্চিতে অবদান রাখতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়নের যে প্রত্যয় সেটির আলোকে কালপরিক্রমায় বিয়াম ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। এছাড়াও, এ প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা, জবাবদিহি নিশ্চিতকরণসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য শ্রেণিকক্ষ আধুনিকায়ন, আইসিটিভিত্তিক উন্নত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, হাজিরা ও ক্যাম্পাসের নিরাপত্তায় ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সিসি ক্যামেরা স্থাপন এবং একটি ডেটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। একইসঙ্গে ডিজিটাল হোস্টেল ব্যবস্থাপনা ও বুকিং সিস্টেম প্রবর্তনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ার লক্ষ্যে বিয়ামের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশে ৪৪ (চুয়াল্লিশ) টি স্কুল ও কলেজের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিয়াম ফাউন্ডেশন কর্তৃক নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে

- বিশ্বখ্যাত লার্নিং ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম ক্যানভাস সফটওয়্যারের ফ্রি ভার্সনে বর্তমানে বিয়ামের সকল প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে। এতে করে প্রশিক্ষণার্থীরা রুটিন, ক্লাসনোট, ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল ইত্যাদি মুহূর্তেই পেয়ে যাচ্ছেন এবং অনলাইনে তাদের অ্যাসাইনমেন্ট দাখিল করতে পারছেন। অতিথিবক্তা মূল্যায়ন ও পরীক্ষা পদ্ধতি আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

দেশে ও বিদেশে প্রচলিত সফটওয়্যারগুলো বিশ্লেষণ করে বেস্টভ্যালু ডিজাইন প্রস্তুত করে ২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি বিশ্বমানের ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার তৈরি করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালনার অনেক কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় ও সহজতর হবে।

- চলমান প্রশিক্ষণগুলোতে গতানুগতিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বদলে সৃজনশীল, ব্যাবহারিক ও বিশ্লেষণধর্মী মূল্যায়ন কারিকুলাম চালু করা হয়েছে, যা প্রশিক্ষণার্থীদের প্রায়োগিক ও বিশ্লেষণধর্মী জ্ঞান অর্জনে বিশেষ সহায়তা করবে।

- গতানুগতিক কোর্স কারিকুলামের বদলে আধুনিক ও ব্যাবহারিক মডিউল ও সেশন যুক্ত করে কোর্স গাইডলাইন ও কনটেন্ট আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। নতুন ১৪টি কোর্স ডিজাইন করা হয়েছে।

এছাড়াও, বিয়াম ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম আঞ্চলিক পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পর্যটন নগরী কক্সবাজারে যেমন আঞ্চলিক কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে, অনুরূপভাবে বগুড়াতেও একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। বগুড়া ও কক্সবাজার আঞ্চলিক কেন্দ্রেও ওয়ার্কশপ, সেমিনার এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিয়মিতভাবে চলমান।

ছবি-১ : বিয়াম ফাউন্ডেশন আঞ্চলিক কেন্দ্র, বগুড়া

ছবি-২ : বিয়াম ফাউন্ডেশন আঞ্চলিক কেন্দ্র, কক্সবাজার

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম

ভিশন-২০২১ অর্জন, প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে অনলাইনে হোস্টেল বুকিং চালু করা হয়েছে। এছাড়া, বিয়াম ফাউন্ডেশনে নৈতিকতা কমিটি ও ইনোভেশন কমিটি

যৌথভাবে শৃঙ্খলা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নজরদারিসহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম

- সকল মূল কোর্সে ও বিশেষায়িত কোর্সে ই-গভর্ন্যান্স-এর আওতায় Governance Innovation Topic অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ই-গভর্নান্সকে পূর্ণাঙ্গ পৃথক মডিউল হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

'Strengthening Institutional Capacity of BIAM for Conducting Core Courses' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ

- জাপান সরকারের Debt Relief Grant Assistance-Counterpart Fund (DRGA-CF) আওতায় ৪৭৭১.৬৫ লক্ষ টাকায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন-এর প্রস্তাবিত 'Strengthening Institutional Capacity of BIAM for Conducting Core Courses' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের ৮০% অর্থ বরাদ্দ রয়েছে প্রশিক্ষণ খাতে। ৩০ দিন মেয়াদি এই প্রশিক্ষণের ১৫ দিন দেশে এবং ১৫ দিন দেশের বাইরে স্বনামধন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে, যার মাধ্যমে মূলত প্রশাসন ক্যাডারের উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত ৩৫০ জন কর্মকর্তার দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পেশাদারিত্ব গড়ে উঠবে। ইতোমধ্যে Core Courses প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত মোট ১৩টি ব্যাচের মধ্যে ০২ (দুই) টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ (দেশে ও বিদেশে) সম্পন্ন হয়েছে। অপর ১১ টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ দেশে সম্পন্ন হয়েছে।

মুজিব শতবর্ষ-২০২০ উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে বিয়াম ফাউন্ডেশন নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে :

(ক) বিয়াম ফাউন্ডেশনের ভবনের সম্মুখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ম্যুরাল স্থাপিত হয়েছে।

(খ) বিয়াম ফাউন্ডেশনে পরিচালিত সকল প্রশিক্ষণ কোর্সে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, জাতির পিতার জীবনাদর্শের বিষয়সমূহ কোর্স কারিকুলামে অধিক পরিসরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(গ) বিয়াম ফাউন্ডেশনের রিসেপশন ডেস্ক স্থানান্তর করে আধুনিক দৃষ্টিনন্দন সংস্কার সাধন করা হয়েছে এবং বিয়াম-এর প্রবেশ মুখে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

(ঘ) বিয়ামের গুরুত্বপূর্ণ ও দৃশ্যমান স্থানে বঙ্গবন্ধুর অবিস্মরণীয় অনুপ্রেরণামূলক বাণীসংবলিত ফ্রেম প্রদর্শন, ডিজিটাল ডিসপ্লে ব্যানারের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চেতনাপূর্ণ কনটেন্ট বিস্তারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঙ) মুজিব শতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতির পিতার উপর রচনা প্রতিযোগিতা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা-এর জায়গায় প্রশিক্ষণকেন্দ্র-কাম-ডরমিটরি ভবন নির্মাণ

বিয়াম ফাউন্ডেশন পরিচালনা বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিয়ামের ভৌত-অবকাঠামো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে Master Plan করে একটি DPP প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত হয়। গত মার্চ মাসে টপোগ্রাফিক্ সার্ভে সম্পন্ন করে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নিবিড় পৃষ্ঠপোষকতায় LGED-এর কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে Master Plan ও DPP প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায় প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর্মের ক্ষেত্রে একটি আন্তর্জাতিক মানের ১৫ তলাবিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমিটরিভবন নির্মাণ করা হবে। যাতে প্রশিক্ষণ কক্ষ, ডাইনিং ইনডোর জিমনেশিয়াম ও বেসমেন্টসহ ২ (দুই) টি ফ্লোরে পার্কিং সুবিধা থাকবে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৮.৫০ কোটি টাকা।

২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে উল্লেখযোগ্য সংস্কার, পদক্ষেপ ও কর্মকাণ্ড

- বিয়াম ফাউন্ডেশনের মূল ভবনের প্রবেশমুখের পাশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল এবং প্রবেশমুখে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। মহান বিজয় দিবস ২০২০-এর মাহেন্দ্রক্ষণে-এর শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন ও বিয়াম ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ডের তৎকালীন সম্মানিত সভাপতি এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দিন আহমদ। এ কর্নারে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য কর্মময় ও ব্যক্তিগত জীবনের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ ও আলোকচিত্র সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

ছবি-৩ : বিয়াম কমপ্লেক্সে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল উদ্বোধন করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন, এমপি

- অডিটোরিয়াম ও মাল্টিপারপাস হল আধুনিকায়ন ও পুনঃসজ্জিত করা হয়েছে; নতুন সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। সার্বক্ষণিক শীতাতপ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য ১২০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি কেন্দ্রীয় শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। অডিটোরিয়ামে নিজস্ব আলোকসজ্জা, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, বৃহৎ ডিজিটাল স্ক্রিন,

সাউন্ড সিস্টেম ও অন্যান্য উপকরণ সংযোজনের মাধ্যমে আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

- অভ্যর্থনা কক্ষ স্থাপন করে নতুনভাবে সুসজ্জিত করা হয়েছে এবং ভিআইপি ওয়েটিং রুম নির্মাণ করা হয়েছে। অপেক্ষারত অতিথিবৃন্দের জন্য দৈনিক পত্রিকা, ইন্টারনেট ব্রাউজিং ও অন্যান্য তথ্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে কিয়স্ক স্থাপন করা হয়েছে।
- ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীর ধারণক্ষমতাসম্পন্ন একটি আধুনিক ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে, যা বিদেশি ভাষা প্রশিক্ষণে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

ছবি-৪ : বঙ্গবন্ধু কর্নার, বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা

ছবি-৫ : বিয়াম অডিটোরিয়াম

ছবি-৬ : বিয়াম মাল্টিপারপাস হল

ছবি-৭ : বিয়াম মেইন রিসেপশন

ছবি-৮ : বিয়াম ভিআইপি লাউঞ্জ

ছবি-৯ : বিয়াম ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব

সরকারি কর্মচারী কল্যাণে জনপ্রশাসন

ভূমিকা

বর্তমান সরকার দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা তথা জাতীয় উন্নয়নের পাশাপাশি সরকারি কর্মচারীদের কল্যাণের বিষয়েও আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যাতে মন-প্রাণ দিয়ে দেশের কাজে মনোযোগী থাকতে পারে সেই লক্ষ্যে সরকার বেতন-ভাতা বৃদ্ধিসহ নানা কল্যাণমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। সরকারি কর্মচারীদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে; উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা হয়েছে; গণকর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মাঠপর্যায়ে কর্মরত উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কর্মকর্তা এখন বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন। কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রকার অনুদান ও কল্যাণ ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে; তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবার পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে। সরকারি কর্মচারীদের জন্য নববর্ষের ভাতা প্রবর্তনসহ বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এরূপ বিভিন্ন কল্যাণমুখী কার্যক্রম দেশ পরিচালনা করতে সরকারকে সাহায্যকারী প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের আরও বেশি মানবিক ও জনবান্ধব হয়ে দেশ ও জনগণকে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানে উৎসাহিত করছে।

২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে সকল পর্যায়ের সরকারি কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ও এর সুফল

■ প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের জন্য ২০০৯ ও ২০১৫ সালে বেতন ও অন্যান্য সুবিধা তিনগুণ (৩৪৪ শতাংশ) বৃদ্ধি।

■ ২০১৬ সাল (১৪২৩ বঙ্গাব্দ) থেকে কর্মচারীদের মূল বেতনের ২০% হারে 'বাংলা নববর্ষ ভাতা' প্রদান।

■ ১ জুলাই ২০২৩ থেকে সকল পর্যায়ের সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৫ শতাংশ হারে 'বিশেষ সুবিধা' (প্রণোদনা) প্রদান।

■ ২০১৩ সালে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু ও অক্ষমতাজনিত আর্থিক অনুদান প্রদান চালু করা হয়। বর্তমানে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুর কারণে পরিবারের অনুকূলে ৮ (আট) লক্ষ এবং অক্ষমতার কারণে ৪ (চার) লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান।

■ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য স্বল্প সুদে ৫ (পাঁচ) লক্ষ থেকে সর্বোচ্চ ৭৫ (পঁচাত্তর) লক্ষ টাকা পর্যন্ত গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রবর্তন।

■ গাড়ি ক্রয়ের জন্য সরকারের উপসচিবদের ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা স্বল্প সুদে ঋণ ও প্রতিমাসে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রদান।

■ শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে বেসরকারি স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের বকেয়া পেনশন সরকার কর্তৃক পরিশোধ।

■ বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের মাসিক ভাতা প্রবর্তন।

■ গ্রাম পুলিশ সদস্যদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে দফাদার ও মহল্লাদারদের ১০ অক্টোবর ২০১৮ থেকে তাদের সম্মানি যথাক্রমে ৩৪০০/- টাকা থেকে ৭০০০/- টাকা এবং ৩০০০/- টাকা থেকে ৬৫০০/- টাকায় উন্নীতকরণ করা হয়। ফলে ৪৫ হাজার ৭১০ জন গ্রাম পুলিশ সদস্য এই সুবিধা পাচ্ছেন।

সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য কল্যাণমূলক ও সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ-জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেট

Allocation of Business among the different ministries and divisions (Revised up to April 1996)-এর কার্যবণ্টনের ক্রমিক-৪, ৩৮ ও ৩৯ অনুযায়ী অসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য কল্যাণমূলক ও সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের আওতাভুক্ত :

'4. Securing to all government servants the rights and privileges conferred on them by or under the Constitution, Law, Rule, Regulation and Statutory Orders in force.

[বাংলা অনুবাদ : ৪. সংবিধান, আইন, বিধি, প্রবিধান ও বলবৎ সংবিধিবদ্ধ আদেশের মাধ্যমে প্রদত্ত সরকারি কর্মচারীদের অধিকার এবং বিশেষ অধিকার সংরক্ষণ]

38. All matters relating to the Welfare of Government Servants, Administration & Management of welfare services such as Community Centers, Staff-bus facility etc.

[বাংলা অনুবাদ : ৩৮. সরকারি কর্মচারীদের কল্যাণসংক্রান্ত বিষয়াদি: কমিউনিটি সেন্টার, স্টাফ বাস সুবিধা প্রভৃতি কল্যাণ সেবাসমূহের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা।]

39. All matters relating to Administration and Management of Government and Autonomous bodies, Benevolent & Group Insurance Funds and Welfare Grant.

[বাংলা অনুবাদ : ৩৯. সরকার এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, কল্যাণ এবং যৌথবিমা তহবিল এবং কল্যাণ মঞ্জুরির প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত বিষয়াদি]'

উপরিউক্ত ম্যান্ডেট অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল প্রজাতন্ত্রের অসামরিক কর্মচারীদের কল্যাণে অবিরাম দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ বা অক্ষমতাজনিত পরিবারের সদস্যদের প্রদত্ত আর্থিক অনুদান

■ কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুজনিত ও গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতার কারণে অসামরিক কর্মচারীদের/পরিবারের সদস্যদের জন্য বর্তমান সরকারের আমলেই আর্থিক অনুদান চালু করা হয়। ২০১৩ সালে এ কার্যক্রম শুরু হয়। কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুর ক্ষেত্রে পরিবারের অনুকূলে এককালীন ৮ (আট) লক্ষ টাকা এবং স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে অক্ষম কর্মচারীর অনুকূলে ৪ (চার) লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। কর্মরত অবস্থায় কর্মচারীর মৃত্যু ও অক্ষমতাজনিত মৃত কর্মচারীর পরিবার বা অক্ষম কর্মচারীর অনুকূলে প্রদত্ত আর্থিক অনুদানের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

ছক-১ : জুন, ২০১৪ সাল থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ

অর্থবছর	অর্থবছর অনুদান বাবদ বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা
২০১৪-১৫	৩৬.৯৪	৭৪৫
২০১৫-১৬	৪৯.৪৭	১১৯৯
২০১৬-১৭	৯৩.৮৪	১৮৩৬
২০১৭-১৮	১৩২.২৭	২১১০
২০১৮-১৯	২২২.৬৯	৩১২২
২০১৯-২০	১৪১.৬১	১৮৬২
২০২০-২১	১৭০.৫৭	২২১২
২০২১-২২	৩০৩.৮৯	২৯১৮
২০২২-২৩	২২২.৪১	২৫০০
মোট	১৩৭৩.৬৯	১৮৫০৪

*উৎস : কল্যাণ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

চিত্র-১ : অর্থবছরভিত্তিক আর্থিক অনুদানের পরিমাণ :

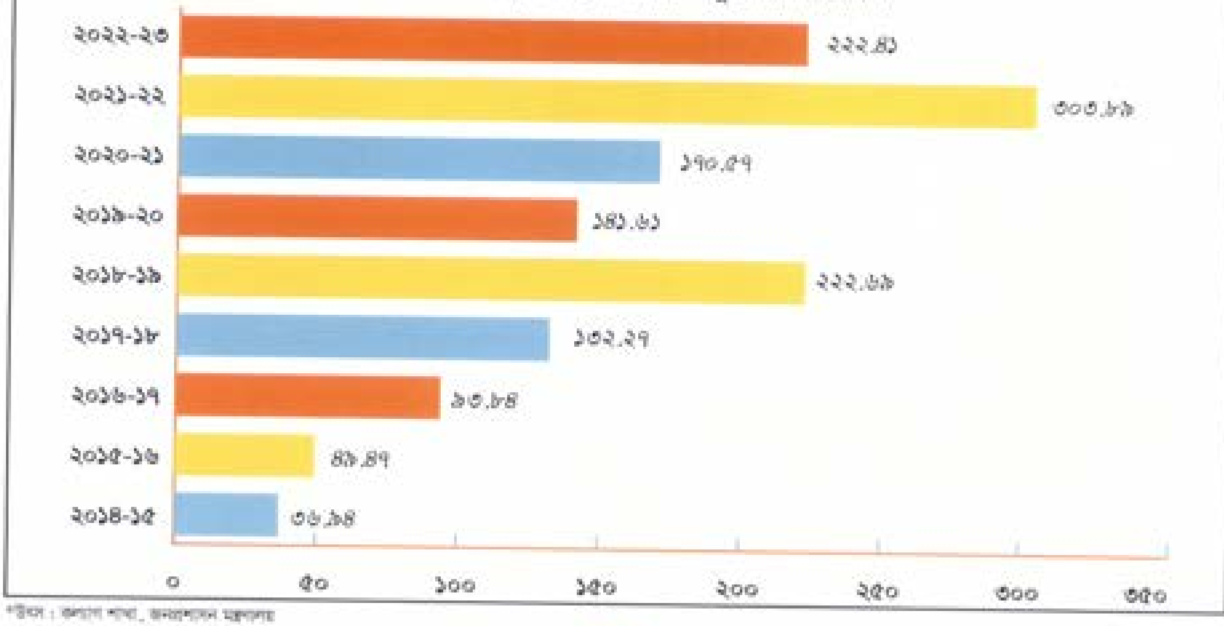

*উৎস : কল্যাণ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

চিত্র-২ : কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে অথবা গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতাজনিত ২০১৪ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত অনুদানপ্রাপ্ত পরিবার/উপকারভোগীর সংখ্যা :

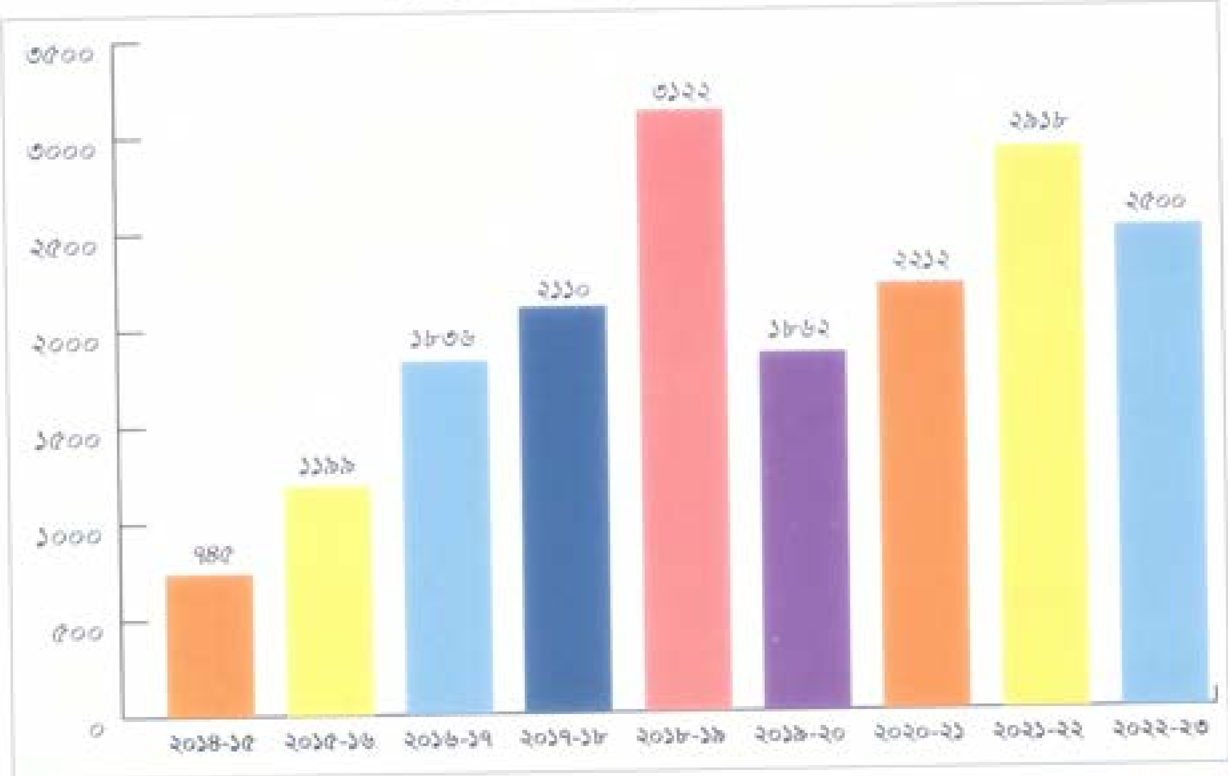

সূত্র : কল্যাণ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

চিত্র-৩ : সরকারি সেবা সহজীকরণের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

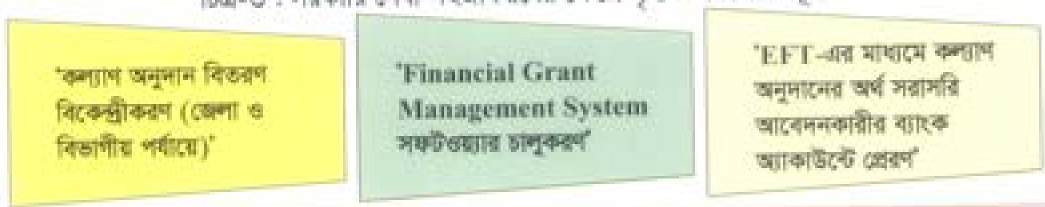

ছক-২ : ডিজিটাইজেশন ও সেবা সহজীকরণের ফলে সেবার মান উন্নয়ন-এর তুলনামূলক চিত্র

ক্রমিক নং	পূর্বের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা	ফলাফল
১.	আগে আবেদনকারীকে সচিবালয়ে আবেদন প্রেরণ করতে হতো	বর্তমানে ঘরে বসে অনলাইনে আবেদন করতে পারে	এতে আবেদনকারীর ভোগান্তি হ্রাস পেয়েছে
২.	সমস্ত আবেদন কেন্দ্রীয়ভাবে সচিবালয়ের কল্যাণ শাখা হতে নিষ্পত্তি করা হতো	বর্তমানে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। আবেদনসমূহ সংশ্লিষ্ট বিভাগ/জেলা পর্যায়ে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে	এতে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সময় ও অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে
৩.	পূর্বে হাতে হাতে চেক প্রদান করা হতো	বর্তমানে EFT-এর মাধ্যমে অনুদানের অর্থ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রেরণ করা হয়	এতে অনুদানের অর্থ প্রদান করা সহজ হয়েছে
৪.	পূর্বে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে আবেদন গ্রহণ করা হতো	বর্তমানে সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হয়	এতে সকল ডেটা সুরক্ষিত থাকে

সূত্র : কল্যাণ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতিকে প্রদত্ত অনুদান

অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির মাধ্যমে পেনশনপ্রাপ্ত অসহায় কর্মচারীদের আর্থিক অনুদান, সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি, জরুরি চিকিৎসাসেবা, মেয়ের বিবাহ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহায়তার জন্য কল্যাণ শাখার মাধ্যমে সরকারি অর্থ ছাড়করণ করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা ও তাদের সন্তানদের কল্যাণে ২০০৯ সালে থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মোট ৮১.৩৭ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

ছক-৩ : ২০০৪ সাল হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির অনুকূলে অনুদান প্রদানের তুলনামূলক চিত্র

অর্থবছর	অনুদান বাবদ বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
২০০৪-০৬ অর্থবছর	
২০০৪-০৫	০.৭৫
২০০৫-০৬	১.০০
২০০৮-২৩ অর্থবছর	
২০০৮-০৯	১.৭৫
২০০৯-১০	২.০০
২০১০-১১	২.৫০
২০১১-১২	২.৩৮
২০১২-১৩	২.৭০
২০১৩-১৪	৩.০০
২০১৪-১৫	৩.০০
২০১৫-১৬	৩.৫০
২০১৬-১৭	৪.৫০
২০১৭-১৮	৬.০০
২০১৮-১৯	৮.০০
২০১৯-২০	৯.০০
২০২০-২১	১০.০০
২০২১-২২	১০.২২
২০২২-২৩	১২.৮২
মোট	**৮১.৩৭**

*উৎস : কল্যাণ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত কল্যাণ কার্যক্রম

প্রজাতন্ত্রের সকল পর্যায়ের কর্মচারীদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বিধানসহ তৃণমূল পর্যায়ে অধিকতর কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসার জন্য অনুদান

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের আওতাভুক্ত অসামরিক কর্মরত কর্মচারীদের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসার জন্য চাকরি জীবনে এক বা একাধিকবারে সর্বোচ্চ ২ (দুই) লাখ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। বিগত ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ২১১০৮ জন কর্মচারীর অনুকূলে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসার জন্য ২২৭,২৭,৯৭,৬৬২/- (দুইশত সাতাশ কোটি সাতাশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার ছয়শত বাষট্টি) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

চিত্র-৪ : ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত জটিল ও ব্যয়বহুল চিকিৎসা অনুদান

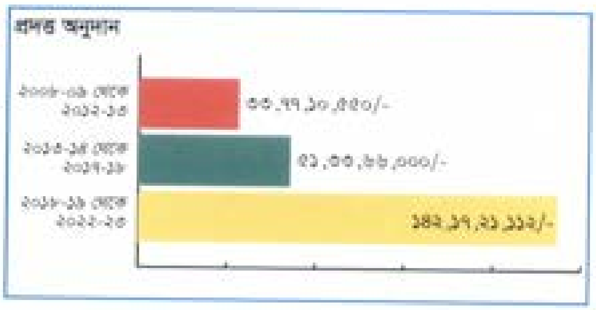

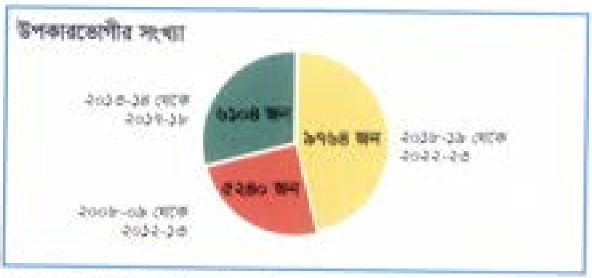

*উৎস : কল্যাণ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সাধারণ চিকিৎসা অনুদান

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের আওতাভুক্ত কর্মরত, মৃত, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আজীবন ও পরিবারের সদস্যদের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারীর বয়স ৭৫ বছর পর্যন্ত প্রতি বর্ষপঞ্জিকায় একবার সর্বোচ্চ ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা সাধারণ চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা হয়। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ২,১৮,৭০৩ জন সরকারি কর্মচারীকে ২১৫,৫৫,১৩,০৪০/- (দুইশত পনেরো কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ তেরো হাজার চল্লিশ) টাকা সাধারণ চিকিৎসা বাবদ অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

ছক-৪ : ২০০৪-০৫ থেকে ২০২২-২৩ সময়ে অনুদান প্রদানের তুলনামূলক চিত্র

ক্রম	সেবার কার্যক্রম	২০০৪-০৫		২০১৮-১৯		২০২২-২৩	
		অনুদান কোটি	উপকারভোগীর সংখ্যা (জন)	অনুদান কোটি	উপকারভোগীর সংখ্যা (জন)	অনুদান কোটি	উপকারভোগীর সংখ্যা (জন)
১.	মাসিক কল্যাণ অনুদান	২৪.২৫	৩১,৩০১	৪০.৩৯	৩৪,৫৫২	৩৫.১৮	৩৬,৯৭৬
২.	যৌথবিমার এককালীন অনুদান	১৮.৫৫	২,৭৮২	৩৪.৬০	৩০৪০	৬৪.০৮	৩৩৬৯
৩.	দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদান	০.৮৩	২,৮৮২	৬.৪২	৩০৪৩	৮.৩৯	৩১২৮
৪.	জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান	৬.২৬	১,৩৯২	১৪.২৩	১৪৩৩	৩২.৮০	১৭৬৫
৫.	সাধারণ চিকিৎসা অনুদান	৪.৪২	১০,২২৪	১৩.৭৫	২১১৭১	৫৬.৮৯	২৬৬৯৭
৬.	শিক্ষাবৃত্তি/শিক্ষা সহায়তা/অনুদান	৮.৩৭	৮৩,৯২৩	১৭.৭৭	৭৬৪১৮	২৬.৫০	৭৭৪২৮
৭.	স্টাফবাস সার্ভিস	২.৬৯	৭,০২২	৬.৮৩	৭২২৩	১৫.৪৭	৭০২৩
৮.	মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ অনুদান	০.৫২	৭৪৫	২.৮৮	১৪০২	২.৯৮	১১৫২
৯.	ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টারের অনুদান	০.১৩	১১২	০.৩৪	৬৮	০.২৭	২৯
১০.	বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা জন্য অনুদান	০.৩৩	১,৮২৪	০.৮৪	৩৭৮২	১.১৪	২১৫৭

সূত্র: কল্যাণ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

চিত্র-৫ : ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সাধারণ চিকিৎসার প্রদেয় অনুদান ও উপকারভোগীর সংখ্যা

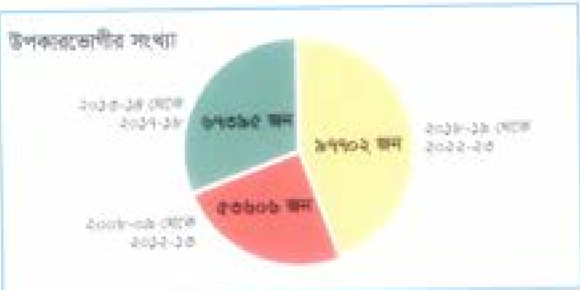

সূত্র : কল্যাণ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

চিত্র-৬ : বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত কল্যাণমূলক কার্যক্রম

১. বোর্ড তহবিল

- **সাধারণ চিকিৎসা অনুদান** : প্রতিবছর একবার সর্বোচ্চ ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা সাধারণ চিকিৎসা অনুদান।
- **জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান** : চাকরি জীবনে এক বা একাধিকবারে সর্বোচ্চ ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা।
- **গণকর্মচারীদের অফিস যাতায়াতে পরিবহণ সুবিধা** : ঢাকা মহানগরী ও বিভাগীয় পর্যায়ে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও জেলা পর্যায়ে রাঙামাটিতে স্টাফবাস কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।
- **মহিলাদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ** : সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের স্ত্রী ও কন্যাদেরকে আত্মনির্ভরশীল ও কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে কম্পিউটার বেসিক, গ্রাফিকস ডিজাইন, সেক্রেটারিয়েল সাইন্স, সেলাই, ব্লক, এমব্রয়ডারি, কনফেকশনারি, ফ্যাশন ডিজাইন, বিউটিফিকেশন ও ক্যাটারিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- **ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টারের বার্ষিক অনুদান** : সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিনোদন ও তাঁদের সন্তানদের খেলাধুলাসহ বিভিন্ন

সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টারের সংস্কার/মেরামতের জন্য প্রতিবছর আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

- **শিক্ষাবৃত্তি/সহায়তা :** প্রজাতন্ত্রের ১১-২০ গ্রেডের কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের সন্তানদের বছরে একবার নির্দিষ্ট হারে অনধিক দুই সন্তানকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে (মাস্টার্স/ইঞ্জিনিয়ারিং/মেডিক্যালে) অধ্যয়নের জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়।

২. কল্যাণ তহবিল

- **মাসিক কল্যাণ অনুদান :** মাসিক ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা হারে সর্বোচ্চ ১৫ (পনেরো) বছর পর্যন্ত প্রদান।
- **দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান :** সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীর মৃত্যুতে পরিবারকে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা এবং পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা প্রদান।
- **শিক্ষাবৃত্তি (অক্ষম, মৃত ও অবসরপ্রাপ্ত সকল গ্রেড) :** মৃত, অক্ষম ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মচারীর সন্তানদের সু-শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য বোর্ডের কল্যাণ তহবিল থেকে অনধিক দুই সন্তানকে নবম শ্রেণি থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে (মাস্টার্স/ইঞ্জিনিয়ারিং/মেডিক্যালে) অধ্যয়নের জন্য বছরে একবার নির্দিষ্ট হারে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়।

৩. যৌথবিমা তহবিল

- **যৌথবিমার এককালীন অনুদান :** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের আওতাভুক্ত অসামরিক কর্মচারীদের জন্য চাকরিরত অবস্থায় কোনো কর্মকর্তা কর্মচারীর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে উক্ত কর্মচারীর সর্বশেষ ২৪ (চব্বিশ) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ সর্বোচ্চ ২ (দুই) লাখ টাকা যৌথবিমার এককালীন অনুদান হিসাবে প্রদান করা হয়।

মাসিক কল্যাণ ভাতা

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের আওতাভুক্ত সরকারি কোনো কর্মচারী চাকরিরত অবস্থায় অথবা অবসর গ্রহণের তারিখ থেকে ১০ বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলে অথবা শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতার কারণে কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকরি হতে অপসারিত হলে বা অবসর গ্রহণ করলে অথবা অক্ষমতার কারণে কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করলে সর্বোচ্চ ১৫ (পনেরো) বছর অথবা কর্মকর্তা/কর্মচারী অবসর গ্রহণের তারিখ থেকে ১০ (দশ) বছর পর্যন্ত (যেটি আগে হয়) মাসিক ২,০০০/- (দুই হাজার টাকা) হারে কল্যাণ ভাতা প্রদান করা হয়। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ৫,৮৮,৮৭৪ জন সরকারি কর্মচারীর পরিবারকে ৭৭৫,৯৮,২১,০৩৩/- (সাতশত পঁচাত্তর কোটি আটানব্বই লক্ষ একুশ হাজার তেত্রিশ) টাকা মাসিক কল্যাণ ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র-৭ : ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মাসিক কল্যাণ ভাতা বাবদ প্রদত্ত অনুদান ও উপকারভোগীর সংখ্যা

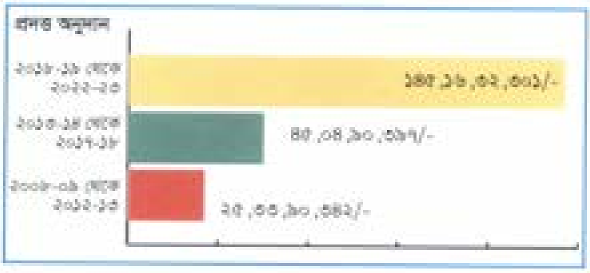

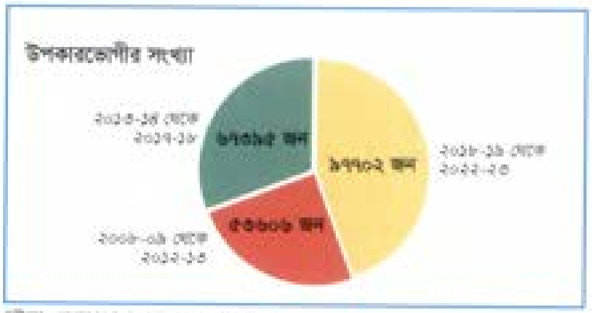

*উৎস : কল্যাণ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

যৌথবিমার এককালীন অনুদান

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের আওতাভুক্ত কোনো সরকারি কর্মচারী চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারকে যৌথবিমার এককালীন ২,০০,০০০/- (দুই লাখ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ৪৮,২৪৭ জন সরকারি কর্মচারীর পরিবারকে ৫৪২,২৭,১২,৯৮৪/- (পাঁচশত বিয়াল্লিশ কোটি সাতাশ লক্ষ বারো হাজার নয়শত চুরাশি) টাকা যৌথবিমার এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র-৮ : ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত যৌথবিমা হতে প্রদত্ত অনুদান ও উপকারভোগীর সংখ্যা

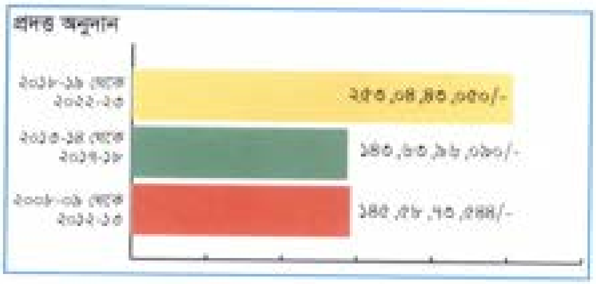

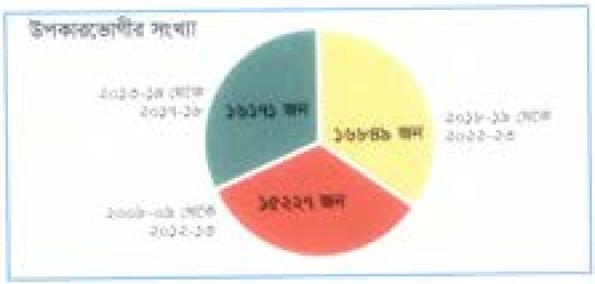

সূত্র : কল্যাণ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদান

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের আওতাভুক্ত কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী ৭৫ বছর বয়সের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলে অথবা কর্মচারীর বয়স ৭৫ বছরের মধ্যে কর্মচারীর পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য মৃত্যুবরণ করলে দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান দেওয়া হয়। কর্মচারীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা ও কর্মচারীর পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য প্রদান করা হয়। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ৫৩,৫৫১ জন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিবারকে ৬৭,৮৭,৭৪,৬০০/- টাকা দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র-৯ : ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত কর্মচারীর মৃত্যুতে দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য প্রদত্ত অনুদান ও উপকারভোগীর সংখ্যা

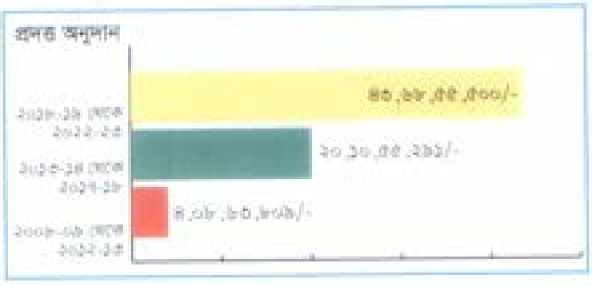

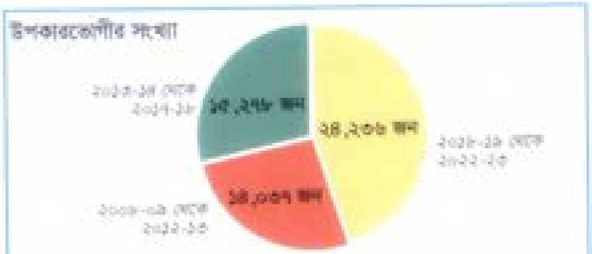

সূত্র : কল্যাণ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শিক্ষাবৃত্তি/শিক্ষা সহায়তা

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের আওতাভুক্ত ১৩ থেকে ২০ গ্রেডে কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের অনধিক দুই সন্তানকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধ্যয়নরত সন্তানের জন্য বছরে একবার শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হয়। সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সকল গ্রেডের অক্ষম, অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত কর্মচারীর অনধিক ২ (দুই) সন্তানের জন্য যারা ৯ম শ্রেণি থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধ্যয়নরত তাদের বছরে একবার শিক্ষা সহায়তা দেওয়া হয়। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ১২,২৩,০২৯ জন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর সন্তানকে ২৫৬,০৭,২৭,৫৮৫/- (দুইশত ছাপ্পান্ন কোটি সাত লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচশত পঁচাশি) টাকা শিক্ষাবৃত্তি/শিক্ষা সহায়তা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র-১০ : ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত কর্মচারীর সন্তানের শিক্ষাবৃত্তি/শিক্ষা সহায়তা বাবদ প্রদত্ত অনুদান ও উপকারভোগীর সংখ্যা

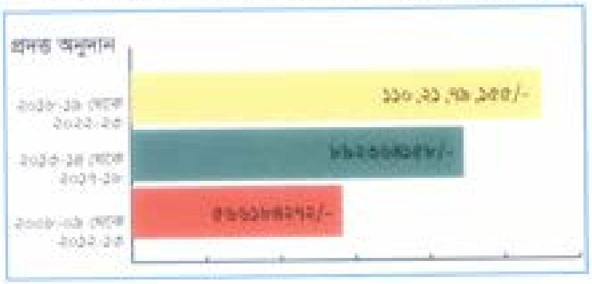

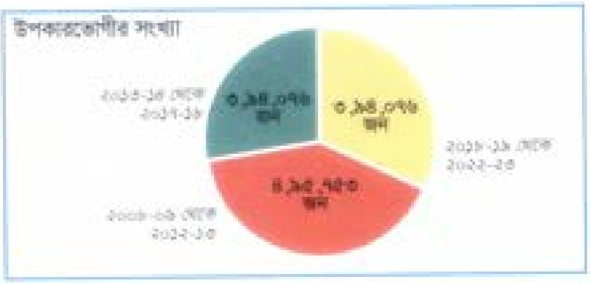

সূত্র : কল্যাণ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

স্টাফ বাস সার্ভিস

ঢাকা মহানগরী ও বিভাগীয় পর্যায়ে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও জেলা পর্যায়ে রাঙামাটিতে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিস যাতায়াতের পরিবহণ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত স্টাফ বাস কর্মসূচির আওতাভুক্ত কর্মচারী বা উপকারভোগীর সংখ্যা ১,১৩,৯৭১ এবং এ কর্মসূচিতে ১০৪,৯৯,৭১,৪০২/- (একশত চার কোটি নিরানব্বই লক্ষ একাত্তর হাজার চারশত দুই) টাকা ব্যয় হয়েছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের পদক্ষেপ হিসাবে কাজের গতিশীলতা, নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও উদ্ভাবন-সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রতিপালনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফ বাসে যাতায়াতের টিকিট প্রদানের e-ticketing software প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ, আর্থিক স্বচ্ছতা

নিশ্চিতকরণ, দীর্ঘসূত্রতা হ্রাস করাসহ সেবা গ্রহণকারীগণের তথ্যভাণ্ডার সংরক্ষিত হবে।

চিত্র-১১ : ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য স্টাফ বাস কর্মসূচি বাবদ প্রদত্ত অনুদান ও উপকারভোগীর সংখ্যা

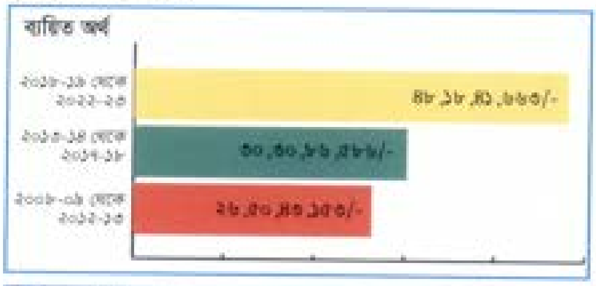

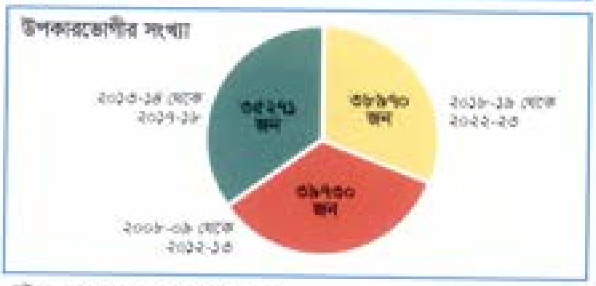

সূত্র : কল্যাণ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ :

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের আওতাভুক্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপর নির্ভরশীল মহিলাদেরকে কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরী, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশালে মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কম্পিউটার, গ্রাফিক্স ডিজাইন, সেক্রেটারিয়াল সাইন্স, সেলাই, এমব্রয়ডারি, উলবুনন, কনফেকশনারি, বিউটিফিকেশন ব্লিল্যাক্টিং কোর্সের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্ত্রী ও কন্যাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ১৫,০৬৩ জনকে ২৫,৩২,৬২,২৬৩/- (পঁচিশ কোটি বত্রিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার দুইশত তেষট্টি) টাকা ব্যয়ে এ সেবা প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র-১২ : ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মহিলা কর্মচারীর কারিগরি প্রশিক্ষণে প্রদত্ত অনুদান ও উপকারভোগীর সংখ্যা

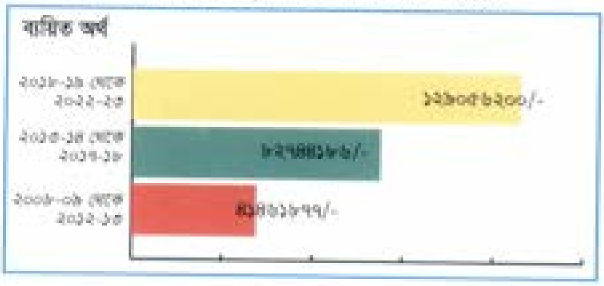

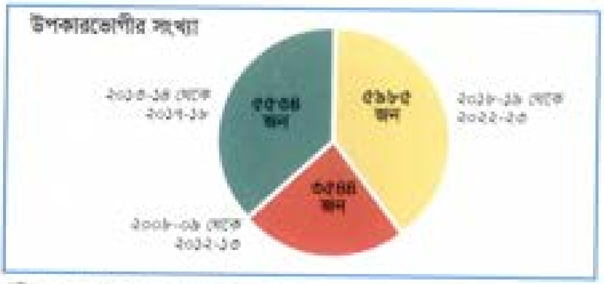

সূত্র : কল্যাণ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

ঢাকা মহানগরী ও বিভাগীয় পর্যায়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁদের সন্তানদের জন্য প্রতিবছর ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ৩৬,৪১৫ জনকে ৮,৬৫,৮৫,১০১/- (আট কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ পঁচাশি হাজার একশত এক) টাকা ব্যয়ে এ সেবা প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র-১৩ : বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ২০২৩-এ উপস্থিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব ও কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক

চিত্র-১৪ : ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত কর্মচারী ও কর্মচারীর পরিবারের সদস্যবর্গের জন্য আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে ব্যয়িত অর্থ ও উপকারভোগীর সংখ্যা

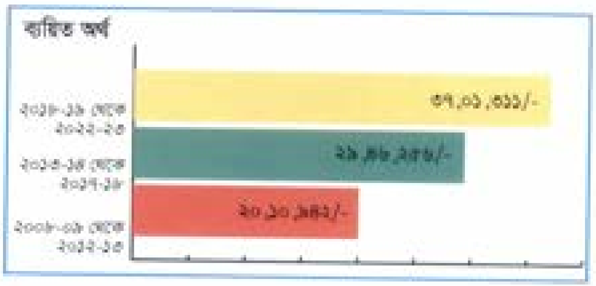

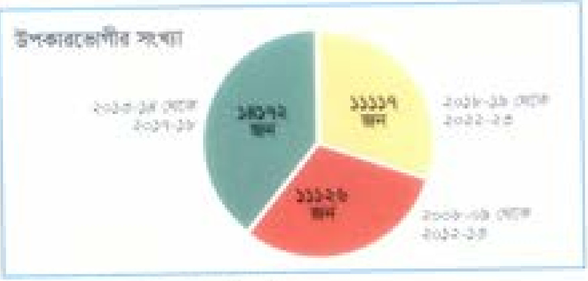

*উৎস : কল্যাণ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টারের অনুদান

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসিক এলাকায় তাঁদের দ্বারা পরিচালিত ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টার এবং নতুন ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টার স্থাপনের জন্য প্রতিবছর আর্থিক অনুদান বরাদ্দ দেওয়া হয়। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ১,০৬৮টি ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টারকে ৩,০৪,৮৭,৪৩৪/- (তিন কোটি চার লক্ষ সাতাশি হাজার চারশত চৌত্রিশ) টাকা ব্যয়ে এ সেবা প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র-১৫ : ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসিক এলাকায় তাঁদের দ্বারা পরিচালিত ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টার-এ ব্যয়িত অর্থ ও উপকারভোগীর সংখ্যা

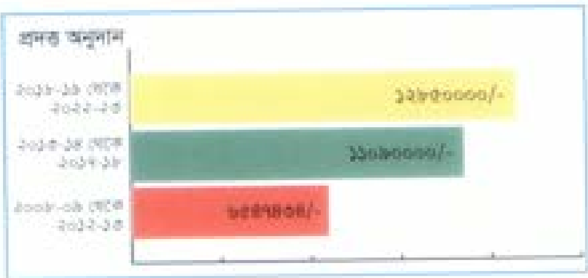

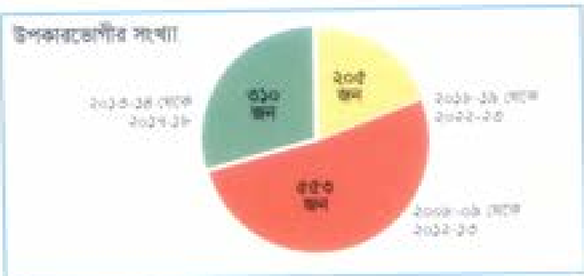

*উৎস : কল্যাণ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্যসেবায় জনপ্রশাসন

ভূমিকা

বর্তমান সরকার সমাজের প্রতিটি স্তরের জনসাধারণের চিকিৎসাসেবা প্রদান এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য সাংবিধানিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার হিসাবে দেশের সকল জনগোষ্ঠীর উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য সরকার নতুন নতুন হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ ও মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং বিদ্যমান হাসপাতালগুলো আধুনিকায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সাধারণ জনগণসহ দেশের ১৯ লক্ষের অধিক সরকারি কর্মচারীদের একটি বড়ো অংশ সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল থেকে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে থাকে। আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসংবলিত উন্নততর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবার পরিসর বর্ধিত করার জন্য সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকে ৫০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।

ছবি-১ : সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকে ৫০০ শয্যায় উন্নীতকরণ

হাসপাতালের অবকাঠামোগত উন্নয়ন

বিদ্যমান সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল ভবনের ৫ম হতে ১৬ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, হাসপাতাল ভবনের আসবাবপত্র ও যানবাহন ক্রয়, সোলার প্যানেল স্থাপন, ফায়ার প্রটেকশন-ডিটেকশন সিস্টেম, ওয়াশিং প্লান্ট, ওজোন ট্রিটমেন্ট-সংবলিত আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট (এসটিপি) স্থাপন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হাসপাতালে চিকিৎসাসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদির উন্নয়ন

- অত্যাধুনিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে হাসপাতালের আইসিইউ বেড সংখ্যা ৬টি হতে ২০টি উন্নীতকরণ;
- Cath Lab, CT-SCAN, MRI, BMD, 3D Mammography, CSSD, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অপারেশন থিয়েটার, ডায়ালাইসিস ইউনিটসহ অন্যান্য মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয়;
- হাসপাতালে ২০১৮ সালে মডিউলার অপারেশন থিয়েটার স্থাপন করা হয়েছে। এটি গ্লাস ও স্টিলসহ বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি, যা অধিক সুরক্ষিত জীবাণুমুক্ত অপারেশন থিয়েটার ব্যবস্থাপনা। প্রায় ২০০ মাইক্রন-এর অধিক ব্যাসসম্পন্ন জীবাণু প্রতিরোধকারী ও উচ্চ মাত্রার নিরাপদ ব্যবস্থাপনা। রুমের চার কোনায় এয়ার ডাক্ট থাকে, যাতে নেগেটিভ প্রেসার-এর মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে জীবাণুমুক্ত করা সম্ভব হয়;
- প্যাথলজি, রেডিয়োলজি এবং কার্ডিয়োলজিতে টেস্টের ধরন ও সংখ্যা বৃদ্ধি;
- বিদ্যমান চিকিৎসা বিভাগের সংখ্যা ১৭টি থেকে কার্ডিয়োলজি, অনকোলজি, গ্যাসট্রোএন্টারোলজি, নিউরোলজি, ইউরোলজিসহ ৩১টি বিভাগে উন্নীতকরণসহ বহির্বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে;
- আধুনিক লাইব্রেরি ও স্বাস্থ্যসেবাসম্পর্কিত আনুষঙ্গিক অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হয়েছে;
- অক্সিজেন সেবা প্রদানে লিক্যুইড অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপন;
- রোগীদের চিকিৎসা সেবার অংশ হিসাবে অক্সিজেন সেবা গুরুত্বপূর্ণ। রোগীদের নিরবচ্ছিন্ন অক্সিজেন সেবা প্রদানের জন্য এ হাসপাতালে ২০,০০০ (দশ হাজার) লিটার ধারণক্ষমতাসম্পন্ন লিক্যুইড অক্সিজেন ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে।

ছবি-২ : লিক্যুইড অক্সিজেন প্ল্যান্ট

হাসপাতাল ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

- ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে এ হাসপাতালের চিকিৎসা সেবায় অটোমেশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে। অটোমেশন সিস্টেমের আওতায় রোগীদের রেজিস্ট্রেশন, বিলিং, চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত প্রেসক্রিপশন প্রদান করা হয়। এর ফলে রোগীদের চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যাদি সিস্টেমে সংরক্ষিত থাকে এবং পরবর্তীকালে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সহজ হয়;

- ২০২২ সাল হতে কিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করে রেজিস্ট্রেশন, টিকিট এবং ফার্মেসিতে ঔষধ বিতরণ করা হয়;
- টেলিমেডিসিন সেবার প্রবর্তন;
- সঠিক সময়ে অফিসে হাজিরা নিশ্চিত করার জন্য বায়োমেট্রিক হাজিরা সিস্টেম চালু করা হয়েছে; এবং
- হাসপাতালের চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়ন ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রাজস্ব খাতে মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও ৪টি পরিচালকের পদসহ সর্বমোট ২০৮২টি পদ সৃজন করা হয়েছে। এর মধ্যে চিকিৎসকের সংখ্যা ৬৩০ এবং নার্স সংখ্যা ৯২১।

সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল : করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতাল

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। করোনাভাইরাস সংক্রমণ শুরুর পর সরকার নির্ধারিত বিশেষায়িত কোভিড হাসপাতালেই আক্রান্তদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশে সরকার যে কয়টি হাসপাতালকে বিশেষ কোভিড হাসপাতাল হিসাবে ঘোষণা করে তার মধ্যে অন্যতম হলো সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল। করোনা আক্রান্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চিকিৎসার জন্য গত ০৬ জুন ২০২০ তারিখে এ হাসপাতালকে করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতাল ঘোষণা করা হয়। করোনা রোগীর চিকিৎসা সেবা প্রদানের সুবিধার্থে এ হাসপাতালে Rapid Response Team গঠন, হাসপাতালে আরটি-পিসিআর ল্যাব স্থাপন ও ফ্লু-কর্নার চালু করা হয়। করোনা রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানে সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের অসামান্য সাফল্য আজ সর্বত্র সমাদৃত। গত ২০২০ থেকে আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে করোনা রোগীর সেবা প্রদানের তথ্য নিম্নের ডায়াগ্রামে উপস্থাপন করা হয়েছে :

ছবি-৩ : করোনা রোগীর সেবা প্রদানসংক্রান্ত তথ্য

উৎস : সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল

সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে চিকিৎসা সেবাসমূহ

- প্যাথলজিক্যাল সেবা;
- রেডিওলজিক্যাল সেবা;
- কার্ডিওলজি সেবা;
- বহির্বিভাগ বা জরুরি বিভাগের সেবা;
- অন্তর্বিভাগ সেবা;
- পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র;
- টিকাদান কেন্দ্র-হেপাটাইটিস বি সহ সব ধরনের টিকা;
- যক্ষ্মা রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা কেন্দ্র;
- মাতৃদুগ্ধ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র;
- জরায়ু মুখের ক্যানসার নির্ণয় ও স্তনের স্ক্রিনিং পরীক্ষা;
- সরকারি কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা;
- কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা ও ভ্যাকসিন প্রদান; এবং
- সরকারি কর্মচারী ও তার পরিবারের প্রতিবন্ধী সদস্যদের প্রতিবন্ধী সনদ প্রদান।

বর্তমানে এ হাসপাতালের বহির্বিভাগ হতে চিকিৎসা সেবা প্রদানের সক্ষমতা প্রতিদিন গড়ে ৫০০ জন থেকে ১,৫০০ জনে উন্নীত করা হয়েছে। সর্বস্তরের নাগরিকসহ সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারবর্গের উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত এ হাসপাতাল স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সরকারি কর্মচারী মেডিক্যাল কলেজ ও নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঢাকার কেরানীগঞ্জে ঝিলমিল প্রকল্পে ৭.৮২ একর জমি ক্রয় করা হয়েছে। এ মেডিক্যাল কলেজ ও নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।

এছাড়াও, সাধারণ জনগণসহ দেশের সরকারি কর্মচারীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য দেশের সকল বিভাগীয় শহরে 'সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল' নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিভাগীয় শহরে 'সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল' এবং 'মেডিক্যাল কলেজ এবং নার্সিং কলেজ' প্রতিষ্ঠা করা হলে চিকিৎসা সেবা বিকেন্দ্রীকরণসহ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে।

জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন : সেবা সহজীকরণে ক্রমোন্নতি

ভূমিকা

জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা নিশ্চিত করা, সেবার মান বৃদ্ধি এবং সেবাকে অধিকতর জনবান্ধব করার লক্ষ্যে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বর্তমান সরকারের প্রতিটি নির্বাচনি ইশতেহারে ডিজিটালাইজেশন, উদ্ভাবন এবং নাগরিক সেবা সহজীকরণের অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে। সে অনুসারে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং সরকারি প্রশাসন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রেক্ষাপটে প্রযুক্তির অগ্রযাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে একটি দক্ষ ও আধুনিক মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনে আন্তরিকভাবে কাজ করছে। এ মন্ত্রণালয় সরকারি কর্মকর্তাদের মাঝে উদ্ভাবনী চর্চা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে নাগরিক সেবাপ্রদান প্রক্রিয়া ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে উদ্ভাবনী প্রয়োগকে উৎসাহিত করে চলেছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় মূলত সরকারি খাতে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত কর্মকর্তা ছাড়াও প্রশাসন সার্ভিসের সকল কর্মকর্তাদের ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য সকল ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও মানবসম্পদ-সংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণী কার্যক্রম এবং প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে। এ মন্ত্রণালয় নীতি-নির্ধারণী উদ্যোগ, প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড ও নানাবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ কর্মকর্তাদের অবহিত করা এবং পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি ব্যবহারে কর্মকর্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে।

সচেতনতা ও দক্ষতা উন্নয়ন

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সরকারি কর্মকর্তাদের সচেতনতা ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন চারটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় কার্যালয় এবং মাঠপর্যায়ের আরও ছয়টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করে থাকে। এছাড়া, এ মন্ত্রণালয় জনপ্রশাসনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়নের কাজ করে থাকে। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে আয়োজিত প্রায় সকল প্রশিক্ষণ কোর্সেই নাগরিক সেবা সম্প্রসারণে উদ্ভাবনী ধারণার প্রয়োগ, নাগরিকসেবা সহজীকরণ এবং সেবা প্রদানে আইসিটি ও প্রযুক্তির ব্যবহারসংক্রান্ত সেশন অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাছাড়া, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বার্ষিক আবশ্যিক ৬০ ঘণ্টা কর্মকালীন প্রশিক্ষণ এবং নিয়মিত সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের কারিকুলামে উদ্ভাবন ও সেবা-সহজীকরণসংক্রান্ত সেশন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এবং স্মার্ট বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিষয়াবলি সম্পর্কে কর্মকর্তাদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করা হচ্ছে। এর ফলে প্রায় সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাঝে উদ্ভাবনী ধারণা ও সেবাসহজীকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসকল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ফলে কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনী কার্যক্রমের সম্প্রসারণের বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাঁদের মাঝে আত্মবিশ্বাস তৈরি হচ্ছে। প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ, অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি মোকাবিলায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি সক্ষম হয়ে উঠছেন।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

জনপ্রশাসনের প্রতিটি স্তরে উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে সরকার প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে সরকার ইনোভেশন টিম গঠন করেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে ০৮ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে এ-সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়, যা পরবর্তীকালে গেজেটে প্রকাশিত হয়। মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে ইনোভেশন টিমের নেতৃত্ব প্রদান করছেন অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা যাঁরা চিফ ইনোভেশন অফিসার হিসাবে পরিচিত। অপরদিকে দপ্তর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ইনোভেশন টিমের নেতৃত্ব প্রদান করছেন ইনোভেশন অফিসার। প্রতিটি ইনোভেশন টিমে উদ্ভাবন-মনস্ক ৫-৬ জন কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এভাবে সারাদেশে শত শত ইনোভেশন টিম গঠিত হয়েছে আর কয়েক সহস্র কর্মকর্তা নিয়মিত উদ্ভাবনী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

উদ্ভাবনী কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারের প্রতিটি দপ্তরে সেবা প্রদান এবং অভ্যন্তরীণ কর্মপ্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে সৃজনশীল চর্চার সংস্কৃতি এবং ক্ষেত্র তৈরি করা; এরূপ সৃজনশীলতাকে সরকারের প্রতিটি পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা এবং সরকারি কর্মকাণ্ডে সৃজনশীল উদ্যোগকে ক্রমান্বয়ে একটি নিয়মবদ্ধ বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা।

সরকার উদ্ভাবনী কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে এবং উদ্ভাবনী কার্যক্রম উৎসাহ দিতে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে উদ্ভাবনী খাতে নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ প্রদান করছে। প্রতিটি ইনোভেশন টিম কর্তৃক প্রতিবছর উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিটি দপ্তরে নিয়মিত উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে সরকারি দপ্তরে উদ্ভাবনী কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। ফলে সরকারি কর্মকাণ্ডে উদ্ভাবনী সংস্কৃতি গড়ে তুলতে এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তাদের স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে সেবার মানোন্নয়ন ও সেবাপ্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণের ক্ষেত্রে গভীরভাবে চিন্তা করতে, নতুন নতুন ধারণা তৈরি করতে এবং সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করছে। সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সেবামুখী জনপ্রশাসন বিনির্মাণে বদ্ধপরিকর। সরকারি কর্মচারীদের অন্যতম কর্তব্য হলো জনগণকে সেবা প্রদান করা। কাঙ্ক্ষিত মানের সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনপ্রত্যাশা পূরণ তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠা বর্তমান সরকারের অন্যতম নির্বাচনি অঙ্গীকার। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, ২০৩০-এর ১৬(৬)-এ সকল স্তরে কার্যকর,

জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশের মাধ্যমে সরকারি সেবায় নাগরিক সন্তুষ্টি বিধৃত হয়েছে। এছাড়া, সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-তে নাগরিক বা সেবাগ্রহীতার সুবিধার্থে সেবা সহজীকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সেবা সহজীকরণের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাদের ভোগান্তি হ্রাস করার বিষয়টি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫-তেও বিধৃত হয়েছে।

সরকারি কর্মচারীদের নতুন ধরনের পন্থা, কৃৎ-কৌশল উদ্ভাবনে ও প্রযুক্তির ব্যবহারে সহজ ও আধুনিকায়ন হয়েছে নাগরিক সেবা প্রদান ক্ষেত্র। উদ্যোগ, প্রযুক্তি আর উত্তম চর্চা এখন জনপ্রশাসনের সংস্কৃতি। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা, ই-নথি জনপ্রশাসনকে অনেক সুসংবদ্ধ ও জনবান্ধব করেছে।

উদ্ভাবনী উদ্যোগের শো-কেসিং ও উদ্ভাবনী মেলা আয়োজন

উদ্ভাবনী কার্যক্রম উৎসাহিতকরণের পাশাপাশি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় উদ্ভাবনী উদ্যোগের সম্প্রসারণ ও ব্যাপ্তকরণের কার্যক্রমও এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে গৃহীত এবং বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশের ৮টি বিভাগে প্রতিবছর ইনোভেশন শো-কেসিং ও উদ্ভাবনী মেলার আয়োজন করে আসছে। 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে উদ্ভাবনী মেলার আয়োজন একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ, যা সারাদেশে এসকল উদ্ভাবনী মেলার মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনী কার্যক্রমের যথাযথ ডকুমেন্টেশন, উত্তম উপায়ে প্রচারণার মাধ্যমে উদ্যোগের স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণ এবং স্বীকৃতি ও পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যা দেশে একটি উদ্ভাবনবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে।

উদ্ভাবনী মেলায় মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহ জনসম্মুখে প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়, যাতে অন্যরা এসকল উদ্ভাবনী ধারণা ও কার্যক্রম নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। বিভাগীয় কমিশনারের আয়োজনে উদ্ভাবনী মেলায় বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের প্রাথমিক তালিকা সংগ্রহ করে কর্মকর্তাদের নিয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে পর্যালোচনা সভা করে সম্ভাবনাময় ও প্রদর্শনযোগ্য উদ্যোগের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়। বিভাগ-জেলা-উপজেলা কিংবা ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি দপ্তরের এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থার উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহকে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হয়। মেলায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ দর্শনার্থীদের উদ্ভাবনী ধারণা ও উদ্যোগের বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেন এবং ক্ষেত্রমতে প্রোটোটাইপ প্রদর্শন করেন কিংবা ডিজিটাল ব্যবস্থায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রতিটি স্টলে দর্শনার্থীদের মন্তব্য লেখার জন্য মন্তব্য বই রাখা হয় এবং দর্শনার্থীদের তাদের মন্তব্য লেখার জন্য উৎসাহিত করা হয়।

দুই দিনব্যাপী আয়োজিত উদ্ভাবনী মেলায় সরকারি দপ্তরে উদ্ভাবনী কার্যক্রমের উপর সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেবার মানোন্নয়ন, সেবাগ্রহীতাদের সুবিধা বৃদ্ধি, উদ্ভাবন বিষয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়, যেখানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর সেমিনারে নির্ধারিত আলোচকের আলোচনা এবং মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্ভাবনী মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে বিভাগীয় এবং জেলা পর্যায়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণ এবং বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধি এবং সর্বস্তরের জনসাধারণ ও শিক্ষার্থীগণও অংশগ্রহণ করে থাকেন। মেলায় উপস্থাপিত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ কমিটির মাধ্যমে মূল্যায়ন করে ন্যূনতম তিনটি উদ্ভাবনী উদ্যোগকে সেরা হিসাবে নির্বাচন করে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। মূল্যায়নকালে উদ্যোগটির গুরুত্ব, অভিনবত্ব, সরকারি সেবার ক্ষেত্রে অবদান, সেবার বিস্তার ঘটানোর সক্ষমতা, সম্ভাব্যতা, উপস্থাপনার দক্ষতা, দর্শনার্থীদের মন্তব্য প্রভৃতি বিবেচনায় রাখা হয়। উদ্ভাবনী মেলা আয়োজনের পাশাপাশি উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ ব্যাপ্তকরণের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন করে পুস্তক আকারে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিভাগীয় ইনোভেশন মেলায় পুরস্কারপ্রাপ্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদকপ্রাপ্ত উদ্যোগসমূহের তথ্যসংবলিত ইনোভেশন ব্যাংক প্রস্তুত করে ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি সেরা ও সম্ভাবনাময় উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ নিয়ে ভার্চুয়াল শো-কেসিং-এর কার্যক্রমও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

উদ্ভাবনের স্বীকৃতি ও বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমের স্বীকৃতি প্রদান ও পুরস্কৃত করার লক্ষ্যে জনপ্রশাসন পদক প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জনপ্রশাসনের মেধা, মননশীলতা, সৃজনশীল কর্ম ও উদ্ভাবনী প্রয়াসকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে কর্মস্পৃহা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জনপ্রশাসনে গতিশীলতা আনতে ২৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে নীতিমালা চূড়ান্ত করে সরকার জনপ্রশাসন পদক প্রবর্তন করে এবং ২০১৬ সাল থেকে পদক প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৬ সালে প্রথমবারে সরকারের ৩০ জন কর্মকর্তাকে জনপ্রশাসন পদক দেওয়া হয়। ২০২২ সালে জনপ্রশাসন পদকের নাম সংশোধন করে 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক' নামকরণ করা হয়েছে। ২০১৬ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মোট ২৫২ জন কর্মকর্তা জনপ্রশাসন পদকপ্রাপ্ত হয়েছেন।

উদ্ভাবন ও সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি হিসাবে 'জনপ্রশাসন পদক' প্রদান দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় এক যুগান্তকারী সংযোজন। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রণয়ন ও নীতি বাস্তবায়নের পাশাপাশি সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে জনপ্রশাসনের কর্মচারীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। সরকারি সেবা জনগণের

দোরগোড়ায় পৌঁছানো এবং সরকারি কাজের মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত/সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনে কর্মরত কর্মচারীগণ অনেক ক্ষেত্রেই প্রশংসনীয় অবদান রাখছেন। সরকারি কর্মচারীগণের সেবামুখী ও উদ্ভাবনী এ মনোভাবকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০১৬ সাল হতে প্রতিবছর জনপ্রশাসন পদক প্রদান করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে পদকপ্রাপ্তদের মাঝে এ পদক বিতরণ করেন। প্রতিবছর ২৩ জুলাই পদক প্রদানের দিন নির্ধারণ করে উক্ত দিনটিকে 'জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস' ঘোষণা করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং-এর অধীন সরকারি দপ্তর/সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন কর্পোরেশনে কর্মরত কর্মচারীগণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ পদকের জন্য বিবেচিত হয়ে থাকেন।

রাষ্ট্রের সার্বিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসনের কর্মচারীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জনপ্রশাসন বলতে জনগণকে সেবা দানে নিযুক্ত সকলকেই বোঝায়। জনপ্রশাসনের সকল কর্মবিভাগে নিযুক্ত কর্মচারীদের সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী প্রয়াস, সেবা সহজীকরণ ও গঠনমূলক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন ও সেবাপরায়ণ মনোভাব তৈরি ও সরকারের উন্নয়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণে জনপ্রশাসনকে গণমুখী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ব্যক্তি, দল ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে অনন্য কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ নিয়মিত 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক' প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২ সালে পদক প্রদান ও ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধন করে জনপ্রশাসনের ব্যাপ্তি ও কর্মপরিধি বিবেচনায় সরকারি কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত সকলকে এ পদকের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। সাধারণ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন প্রশাসন, সামাজিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশ উন্নয়ন, দুর্যোগ ও সংকট মোকাবিলা, অপরাধ প্রতিরোধ, জনসেবায় উদ্ভাবন, নীতি ও প্রশাসনিক পদ্ধতির সংস্কার, গবেষণা ও মানবকল্যাণে-এর ব্যবহার এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এই ১২টি ক্ষেত্রের যে-কোনো একটিতে অনন্য অবদান রাখার মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তাগণ এ পদক পেতে পারেন।

পুরস্কার হিসাবে ব্যক্তিগত ও দলগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে একটি ২১ ক্যারেট মানের ১৫ গ্রাম ওজনের স্বর্ণপদক, পদকের একটি মনোগ্রাম, ক্রেস্ট, সম্মাননাপত্র ও নগদ অর্থ হিসাবে ব্যক্তিগত অবদানের ক্ষেত্রে দুই লক্ষ টাকা; দলগত অবদানের ক্ষেত্রে পাঁচ লক্ষ টাকা সদস্যদের মাঝে সমানভাবে ভাগ করে প্রদান করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক অবদানের ক্ষেত্রে স্বর্ণপদক, ক্রেস্ট ও সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া, পদকপ্রাপ্তির বিষয়টি পদকপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ডোসিয়ারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জনপ্রশাসন পদক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সর্বোচ্চ স্বীকৃতির স্মারক হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। পদক প্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাগণ নামের শেষে বিপিএএ (BPAA) যুক্ত করতে পারেন।

উদ্ভাবনী কার্যক্রমের সুফল

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে নাগরিক সেবার ডিজিটালাইজেশন হয়েছে, সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ হয়েছে এবং সেবার গুণগত মানের উন্নয়ন সাধন হয়েছে। উদ্ভাবনী কার্যক্রমের আওতায় বাস্তবায়িত উদ্যোগসমূহকে স্থানীয় পর্যায়ে উদ্ভাবনী মেলায় এবং কেন্দ্রীয়ভাবে জনপ্রশাসন পদকের আওতায় স্বীকৃতি প্রদান ও পুরস্কৃত করার মাধ্যমে সারা দেশে উদ্ভাবনী কার্যক্রমের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্যোগে নাগরিক সেবাসমূহ ক্রমাগতভাবে ডিজিটাইজ করা হচ্ছে এবং সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ করা হচ্ছে, যার সুফল পাচ্ছেন সাধারণ নাগরিক ও সেবাপ্রত্যাশীগণ। নানামুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা এবং উদ্ভাবনী কার্যক্রমের স্বীকৃতি প্রদানের ফলে সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহে উদ্ভাবনী চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে। 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক'-এর ১২ টি পদকের জন্য আবেদনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। পদকের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত না হলেও এসকল আবেদনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় অনেক উদ্যোগ রয়েছে, যা জনসেবায় গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে।

জনসেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্তিও সম্ভব হচ্ছে। নামজারি প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ ভূমি মন্ত্রণালয় ২০২০ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রদত্ত আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভিস পুরস্কার লাভ করেছে। ২০২১ সালে জাতিসংঘের সম্মানজনক 'জাতিসংঘ জনসেবা পদক-২০২১' পেয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) নারী ক্ষমতায়ন উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসাবে 'এসডিজি অর্জনে জেন্ডার-রেসপন্সিভ সেবা' ক্যাটাগরিতে এ পুরস্কার পেয়েছে।

উদ্ভাবনী কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নিজস্ব উদ্যোগে সরকারি কর্মচারী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Employee Management System-GEMS) শীর্ষক একটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে যা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রমে প্রযুক্তি ও সফটওয়্যারের ব্যবহার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

ক্যাশলেস ইউপি ও পৌর সেবা সিস্টেম : কেস স্টাডি-১

পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ যা ২০২৩ সালে বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদকপ্রাপ্ত। এ উদ্যোগের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের (ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভা) সকল সেবাকে স্মার্ট, ডিজিটাল করা এবং একই ছাতার নিচে আনার কাজটি জনাব সোহাগ চন্দ্র সাহা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড় কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়। পরবর্তীকালে উদ্যোগটি জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড় জেলার ৪৩টি ইউনিয়নে এবং ০৩টি পৌরসভায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা প্রান্তিক পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রশাসনিক পরিকাঠামোতে নাগরিক সেবা প্রদান ও মাঠ পর্যায়ে সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বিশেষ করে সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী নিশ্চিতসহ বিভিন্ন প্রকার সনদ প্রদান ও কর আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে জন্ম ও মৃত্যু সনদ, নাগরিকত্ব সনদ, চারিত্রিক সনদ, ভূমিহীন সনদ, ওয়ারিশান সনদ, উত্তরাধিকার সনদ, অবিবাহিত সনদপত্র, বার্ষিক আয়ের প্রত্যয়ন, একই নামের প্রত্যয়ন, আর্থিক অসচ্ছলতার প্রত্যয়নসহ বিভিন্ন ধরনের প্রত্যয়নপত্র এবং লাইসেন্স যেমন : ট্রেড-লাইসেন্স, অযান্ত্রিক যানবাহনের (রিকশা, ভ্যান এবং বাইসাইকেল) লাইসেন্স প্রদানসহ নানাবিধ নাগরিক সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। পৌরসভায় উল্লিখিত সেবাসমূহের পাশাপাশি ইমারতের নকশা অনুমোদন, ভূমির সীমানা নির্ধারণ, অনাপত্তি সনদ, বিজ্ঞাপনের অনুমতিপত্র এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র ইত্যাদি প্রদান করে থাকে। উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের কর (হোল্ডিং ট্যাক্স, রপ্তানি কর, পেশা কর ইত্যাদি) আদায় করে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণের ঘোষণাকে পূর্ণতা প্রদানের লক্ষ্যে এবং সেবা সহজীকরণের উদ্দেশ্যে জনাব সোহাগ চন্দ্র সাহা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড় কর্তৃক বর্ণিত সেবাসমূহকে একই ছাতার নিচে আনয়ন এবং সনাতন পদ্ধতিতে প্রদানকৃত সেবাসমূহকে ডিজিটালাইজেশনের লক্ষ্যে ক্যাশলেস এবং কন্টাক্টলেস ইউপি ও পৌর সেবা সেবা সিস্টেম-এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ দুটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে :

১. দেশের বা বিদেশের যে-কোনো স্থান থেকে সেবাপ্রার্থীগণ তাঁদের কাঙ্ক্ষিত সেবাপ্রাপ্তির জন্য uniontax.gov.bd ও pouroseba.gov.bd সফটওয়্যারের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন;

২. সেবাগ্রহীতা ইচ্ছা করলে ঘরে বসে বিনা ভ্রমণে অনলাইনে পেপারলেস সেবা গ্রহণ করতে পারবেন;

৩. ক্যাশলেস এবং কন্টাক্টলেস সিস্টেম uniontax.gov.bd ও pouroseba.gov.bd-এর সঙ্গে a2i এ ই-পেমেন্ট সিস্টেম ekpay-এর সংযোগের মাধ্যমে ইলেকট্রনিকালি ফি পরিশোধের ব্যবস্থা উন্নয়ন করা হয়েছে। ফলে, মোবাইল ব্যাংকিং (বিকাশ বা নগদ), ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংকিং ওয়ালেট অথবা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে সেবামূল্য পরিশোধের সুযোগ থাকায় সেবামূল্য পরিশোধের জন্য সেবাগ্রহীতার ইউনিয়ন পরিষদে বা পৌরসভায় ভ্রমণের প্রয়োজন নেই;

৪. ক্যাশলেস সিস্টেমের কারণে সেবামূল্য সরাসরি পরিষদের ব্যাংক হিসাবে জমা হওয়ায় ইউনিয়ন পরিষদের এবং পৌরসভার আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে, আর্থিক ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী হয়েছে এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে;

৫. নগদ অর্থ লেনদেন না করায় কোনো অর্থ তছরুপের সুযোগ নেই;

৬. নিরীক্ষা ব্যবস্থা সহজ ও শক্তিশালী হয়েছে;

৭. এই সিস্টেমে ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ সুবিধা থাকায় সেবাসমূহ বিনা কারণে অনিষ্পন্ন রাখার সুযোগ নেই;

৮. ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সেবায় (সনদ, রশিদ) QR কোড থাকায় সেবার সঠিকতা ও নির্ভেজালতা যাচাই করা সম্ভব; এবং

৯. বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো স্থানীয় সরকার প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ক্যাশলেস, কন্টাক্টলেস এবং পেপারলেস সিস্টেম চালু হয়েছে। ফলে, অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রশাসনিক একক (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ) এই উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত হবে।

অনলাইন সফটওয়্যারের মাধ্যমে এসকল ইউনিয়নে ও পৌরসভায় প্রায় ১,০৬,৫৬২টি (আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত) সেবা প্রদান করা হয়েছে। সনাতন পদ্ধতিতে সেবা প্রদানকালে রশিদের মাধ্যমে নগদ অর্থ ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভা গ্রহণ করত, যা নিয়মিত ইউনিয়ন পরিষদের ব্যাংক হিসাবে জমা করা হতো না, বা অনেক সময় ক্যাশবুক বা আদায় রেজিস্টারে তা রেকর্ড করা হতো না। কিন্তু ক্যাশলেস এবং কন্টাক্টলেস ইউপি পৌর সেবা সিস্টেম চালুর পর ডিজিটাল পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে সেবামূল্য পরিশোধ করার ফলে সেবামূল্য সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হচ্ছে। ফলে, ইউনিয়ন পরিষদের এবং পৌরসভার অর্থ তছরুপের কোনো সুযোগ নেই। এই উদ্যোগের ফলে সেবাগ্রহীতা নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই শূন্য ভ্রমণে নির্ধারিত ব্যয়ে গুণগত সেবা পাবেন এবং সেবার সত্যতা এবং বিশুদ্ধতা (Authenticity) QR কোডের মাধ্যমে বা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট থেকে যাচাই করতে পারবেন। QR কোড যুক্ত থাকার ফলে দেওয়ানি বা ফৌজদারি আদালত, সরকারি বা বেসরকারি দপ্তরে বা ব্যাংকিং সেবায় কোনো জাল-ওয়ারিশ সনদের বা উত্তরাধিকার সনদ বা ট্রেড লাইসেন্স প্রদর্শন সম্ভব নয়। উদ্যোগটি দেওয়ানি এবং ফৌজদারি আদালতসহ অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহকে শতভাগ সত্যতা যাচাইয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করে। সনদের সঙ্গে যুক্ত QR কোডের মাধ্যমে যে-কোনো ব্যক্তি সনদের বা সেবার সত্যতা যাচাই করতে পারেন। ফলে, ক্যাশলেস এবং কন্টাক্টলেস ইউপি পৌর সেবা সিস্টেমটি টেকসই হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে, যা দেশের অন্যান্য ইউনিয়নে ও পৌরসভায় সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে।

সরকারি কর্মচারী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি : কেস স্টাডি-২
(Government Employee Management System-GEMS)

দপ্তরভিত্তিক কর্মরত কর্মচারী ১৯ লক্ষ+

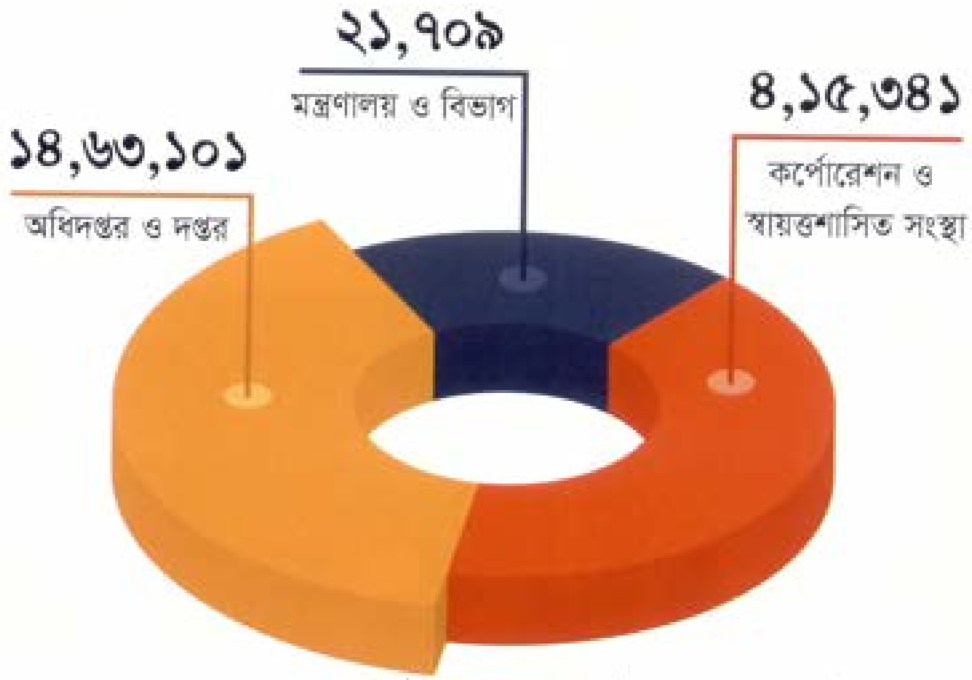

ইএমএস-এর উল্লেখযোগ্য মডিউল :

- রিক্রুটমেন্ট ০১
- পদায়ন ০২
- প্রশিক্ষণ ০৩
- শৃঙ্খলা ০৪
- পদোন্নতি ০৫
- ছুটি ০৬
- বেনিফিটস ০৭
- ইনভেন্টরি ০৮
- অডিট নিষ্পত্তি ০৯
- যানবাহন ১০
- পিআরএল ১১
- লাইব্রেরি ১২

সরকারি কর্মচারী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

বাংলাদেশের সকল সরকারি কর্মচারীর জন্য স্মার্ট মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

www.gems.gov.bd

GEMS-এর উদ্দেশ্য

সরকারি কর্মচারী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আধুনিকায়নের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারী ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অধিকতর স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করাই GEMS-এর উদ্দেশ্য। এ কার্যক্রমের মুখ্য উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে :

- ★ সরকারি কর্মচারীদের এবং বিদ্যমান সরকারি পদসমূহের একটি নির্ভরযোগ্য ও গতিশীল অনলাইন তথ্যভান্ডার সৃজন;
- ★ কর্মচারীদের পদায়ন, বদলি, প্রশিক্ষণ, কর্মকৃতি মূল্যায়ন, পদোন্নতি, ছুটি, অবসর ইত্যাদি বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- ★ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় তথ্য-উপাত্তভিত্তিক (evidence-based) সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি; এবং
- ★ সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো এবং জনবল অনুমোদন প্রক্রিয়ার ডিজিটাইজেশন।

GEMS-এর প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা

ইএমএস
এমপ্লয়ি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
০১

ওএমএস
অর্গানাইজেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
০২

পিএমএস
পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
০৩

- ★ প্রথম পর্যায়ে একটি আধুনিক কর্মচারী ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (ইএমএস) তৈরি এবং গ্রেড-১ থেকে গ্রেড-৯ পর্যন্ত সকল কর্মচারীর উপাত্ত সংযোজন ও কর্মচারীদের সম্পর্কে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুযোগ সৃষ্টি;
- ★ একটি ডিজিটাল অর্গানাইজেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ওএমএস) তৈরি এবং বাস্তবায়ন;
  বার্ষিক কর্মকৃতি মূল্যায়ন সিস্টেম (পিএমএস) তৈরি এবং বাস্তবায়ন;
  সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি কর্মচারী কর্তৃক উল্লিখিত সিস্টেমসমূহ কার্যকরভাবে ব্যবহারে সক্ষমতা উন্নয়ন; এবং
- ★ প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান ও প্রতিবেদন প্রণয়ন।

ইএমএস (এমপ্লয়ি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)

এ সিস্টেমে সকল কর্মচারীর চাকরিতে যোগদান, পদায়ন, বদলি, প্রেষণ, লিয়েন, পদোন্নতি, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, বিশেষ আগ্রহ, উদ্ভাবন, বিশেষ অর্জন, চাকরির ইতিহাস, পুরস্কার, স্বীকৃতি, চুক্তি ইত্যাদি তাঁদের প্রোফাইলে সংযুক্ত থাকবে। এ প্লাটফর্মের সঙ্গে অন্যান্য প্লাটফর্মেরও ইন্টিগ্রেশন থাকবে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে একজন কর্মচারীর বৈশিষ্ট্যাবলি সহজেই জানা সম্ভব হবে, যার ফলে তাঁর ক্যারিয়ার প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে এই সিস্টেম অত্যন্ত সহায়ক হবে।

পিআইএমএস বনাম ইএমএস (পুরনো পদ্ধতি বনাম বর্তমান পদ্ধতি)

পিআইএমএস

- ★ এই পদ্ধতির অধিকাংশই কাগজনির্ভর।
- ★ ব্যবহারকারীর উপাত্ত হালনাগাদে কোনো প্রবেশাধিকার নেই।
- ★ ব্যবহারকারী কর্তৃক অনলাইনে মিথস্ক্রিয়া সম্ভব নয়।
- ★ ব্যাকআপ সিস্টেম ম্যানুয়্যাল।
- ★ ব্যবহারকারীর নতুন চাহিদা পূরণযোগ্য নয়।
- ★ ড্যাশবোর্ড অনুপস্থিত।
- ★ উপাত্ত হোস্টিং পুরনো কাঠামোতে।
- ★ তথ্য অনুসন্ধান ও রিপোর্ট তৈরি সম্ভব নয়।
- ★ অনলাইনে সিদ্ধান্ত প্রদান সম্ভব নয়।

ইএমএস

- ★ বর্তমান পদ্ধতি একটি স্মার্ট ডিজিটাল সিস্টেম।
- ★ ব্যবহারকারী নিজেই নিজের উপাত্ত হালনাগাদ করতে পারেন।
- ★ ব্যবহারকারী কর্তৃক অনলাইনে ২৪/৭ মিথস্ক্রিয়া সম্ভব।
- ★ উপাত্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাকআপযোগ্য।
- ★ ব্যবহারকারীর নতুন চাহিদা পূরণযোগ্য।
- ★ পলিসি ড্যাশবোর্ড থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব।
- ★ উপাত্ত হোস্টিং ক্লাউডে।
- ★ তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য অনুসন্ধান ও রিপোর্ট তৈরি সম্ভব।
- ★ অনলাইনে সিদ্ধান্ত প্রদান সম্ভব।

ইএমএস-এর অগ্রগতি

- ★ ব্যবহারকারী নিজেই নিজের উপাত্ত হালনাগাদ করছেন।
- ★ ব্যবহারকারী অনলাইনে ২৪/৭ মিথস্ক্রিয়া করছেন।

- ★ উপাত্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাকআপ হচ্ছে।
- ★ ব্যবহারকারীর চাহিদামতে কাস্টমাইজ করা যায়।
- ★ ১৬ ধরনের ড্যাশবোর্ড থেকে তথ্য প্রদর্শিত হচ্ছে।
- ★ জাতীয় ডেটা সেন্টারের ক্লাউডে সিস্টেম সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ★ তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য অনুসন্ধান ও রিপোর্ট তৈরি করা যাচ্ছে।
- ★ কর্মচারীর প্রোফাইলের তথ্যাদি হালনাগাদ-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত অনলাইনেই প্রদান করা যাচ্ছে।
- ★ কর্মচারী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ৭০০+ ফিল্ড তৈরি করা হয়েছে।
- ★ মোবাইল এবং ওয়েবভার্শনে ব্যবহার করা যায়।
- ★ ১২০০০+ প্রাক্তন ও বর্তমান কর্মকর্তার তথ্য সংযোজন করা হয়েছে।
- ★ ৩৫০ জনকে প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ, ১৩টি ওয়ার্কশপ ও ৬০০০+ জনকে ব্যবহারকারী প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ★ ইএমএস ব্যবহারকারী ম্যানুয়্যাল প্রস্তুত করা হয়েছে।

পার্টনারস ও পলিসি

- iBAS++, EDGE প্রকল্প এবং BDRIS আমাদের অংশীদার।
- GEMS গাইডলাইন প্রস্তুত।

চিত্র-১ : সরকারি কর্মচারী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GEMS) শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়নে iBAS++ ও EDGE প্রকল্পের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

পলিসি ড্যাশবোর্ড

চিত্র : ড্যাশবোর্ড

চিত্র : ড্যাশবোর্ড

ওএমএস (অর্গানাইজেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)

বিভিন্ন সংস্থার পদ সৃজন এবং জনবল কাঠামো নির্ধারণকালে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় জটিলতা সৃষ্টি এবং প্রক্রিয়াটি অনেক সময় বিলম্বিত হতে পারে। শূন্যপদে উপযুক্ত কর্মচারীকে পদায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তিতেও নানাবিধ সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। সরকারি সেক্টরে সাংগঠনিক কাঠামো, পদবিন্যাস, নিয়োগের শর্তাবলি ও নিয়োগপদ্ধতি অনেক পুরানো বিধায় এসকল ক্ষেত্রে গবেষণা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সংস্কার প্রয়োজন।

এ সিস্টেম প্রণয়নের ফলে মানবসম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা এবং সংগঠন ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও তথ্য-প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্তগ্রহণ সহজ হবে। এ সিস্টেমে সকল প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো, পদবিন্যাস, পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকবে। তাছাড়া, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নীতি-নির্ধারণী কাজে গবেষণা, সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং শূন্যপদের তথ্য দ্রুততম সময়ে নির্ণয় এবং পূরণ করতে এই সিস্টেম কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

ওএমএস-এর সুবিধাসমূহ

★ সাংগঠনিক কাঠামো, পদসৃজন, পদ স্থায়ীকরণ, সংরক্ষিত শূন্যপদ পূরণ, পদের মেয়াদ সংরক্ষণ, পদবিলুপ্তকরণ, পদবি/পদনাম পরিবর্তন, পদমর্যাদা/বেতনস্কেল উন্নীতকরণ এবং যানবাহন ও অফিস সরঞ্জাম-এর বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনলাইনে অনুরোধ জ্ঞাপন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন প্রদান সম্ভব।

★ জনবলের প্রকৃতি ও পরিসংখ্যান তাৎক্ষণিকভাবে জানা সম্ভব।

★ অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মবণ্টন, প্রধান কার্যাবলি, অ্যালোকেশন অব বিজনেস, যানবাহন ও অফিস সরঞ্জাম-এর তথ্যাদি সিস্টেমে সংরক্ষিত থাকবে।

★ সিস্টেম থেকে তথ্য-প্রমাণভিত্তিক কৌশল গ্রহণ সম্ভব হবে।

★ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এটি হবে একটি সমৃদ্ধ উপাত্তভান্ডার।

ওএমএস-এর অগ্রগতি

★ ইউজার ইন্টারফেস প্রস্তুত সম্পন্ন।
★ প্রসেস ম্যাপ প্রস্তুত সম্পন্ন।
★ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট শুরু হয়েছে।

পিএমএস (পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)

এ সিস্টেমে কর্মচারীর কর্মকৃতি পরিকল্পনা, কর্মকৃতি মূল্যায়নের পূর্ণ পদ্ধতি, ফিডব্যাক প্রদান, কোচিং এবং মেনটরিং, বর্তমান পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ে উত্তরণের জন্য পারফরম্যান্স এবং সম্ভাবনার (potentials) স্তর বিশ্লেষণ এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকবে। এই সিস্টেম কর্মচারীদের গুণাবলি বিশ্লেষণ এবং উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক হবে।

পিএমএস-এর অগ্রগতি

★ পিএমএস-এর খসড়া বিধিমালা প্রণীত এবং অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমাণ।
★ সংশ্লিষ্ট ছকসমূহ ডিজাইন করা হয়েছে।

পেনশন প্রদান সহজীকরণ : জনপ্রশাসনের উদ্যোগ

ক্রমিক নং	পূর্বের পেনশন প্রদান পদ্ধতি	বর্তমানে পেনশন প্রদান পদ্ধতি
১.	কর্মকর্তাদের পেনশনের না-দাবি এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখায় হার্ড নথিতে প্রেরণ করা হতো।	(ক) কর্মকর্তাদের পেনশনের না-দাবি এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখায় ই-নথিতে প্রেরণ করা হচ্ছে। (খ) ই-নথিতে না-দাবি প্রেরণ করায় এই মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখা হতে ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে না-দাবি পাওয়া যাচ্ছে।
২.	হার্ড নথিতে পেনশন কেস নিষ্পন্ন করতে ১৫-২০ কার্যদিবস সময় লাগত।	বর্তমানে ই-নথিতে কার্যক্রম গ্রহণ করায় ১০ কার্যদিবসের মধ্যে পেনশনের আবেদন নিষ্পন্ন করা হচ্ছে।
৩.	পূর্বে পেনশন সংক্রান্ত তথ্য এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যেত না, যার ফলে কর্মকর্তাদের শাখায় এসে তথ্য সংগ্রহ করতে হতো।	পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরির প্রয়োজনীয় তথ্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে এবং পেনশন শাখায় সকল প্রকার তথ্য ও সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।
৪.	হার্ড ফাইলে পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরির জি.ও. করায় কর্মকর্তাদের শাখায় এসে জি.ও. সংগ্রহ করতে হতো।	বর্তমানে ই-নথিতে জি.ও করায় কর্মকর্তাদের ই-মেইল এবং হোয়াটসঅ্যাপ-এ জি.ও. প্রদান করা হচ্ছে, যার ফলে কর্মকর্তাদের শাখায় এসে জি.ও. সংগ্রহ করতে হয় না। ফলে স্বল্প সময়ে, বিনা খরচে আবেদনকারী সশরীরে উপস্থিতি ব্যতিরেকে পেনশন কেস নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, কোনো সরকারি কর্মচারী পিআরএলে যাবার দুইমাস পূর্বে উক্ত কর্মচারীর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু কোনো কর্মচারী এই আবেদন করতে ভুলে গেলে কিংবা বিলম্ব হলে উক্ত দপ্তরের পিআরএল কার্যক্রম ব্যাহত হয়। এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল এড়ানোর জন্য জেমস সিস্টেমের মাধ্যমে প্রতিদিন পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে যেসকল কর্মচারী পিআরএলে যাবেন তাদের মোবাইল এবং ই-মেইলে মেসেজ প্রদানের মাধ্যমে অবগত করা হচ্ছে। উক্ত নোটিফিকেশন মেসেজের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী পিআরএল গমনের দুইমাস পূর্বে মোবাইল এবং ই-মেইলে অবগত হবেন এবং তাঁর পিআরএলের কার্যক্রম শুরু করবেন।

সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সহজীকরণ

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি দক্ষ, সেবামুখী ও কল্যাণধর্মী জনপ্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর রূপরেখা অনুমোদন, পদ সৃজন, পদ বিলুপ্তি ও পুনর্বিন্যাসকরণ এবং উদ্বৃত্ত কর্মচারী আত্তীকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা (সওব্য) অনুবিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে।

নির্দেশিকা প্রণয়ন

সেবা সহজীকরণ করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে সেবাগ্রহীতাদের সুবিধার্থে 'সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা' প্রণয়নপূর্বক, তা ২০২২-২৩ অর্থবছরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় এবং নির্দেশিকাটি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা হয়। সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে :

- রাজস্বখাতে স্থায়ী/অস্থায়ীভাবে পদ সৃজনের ফ্লো-চার্ট ও চেকলিস্ট
- রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজিত পদের মেয়াদ সংরক্ষণের ফ্লো-চার্ট ও চেকলিস্ট
- রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজিত পদ স্থায়ীকরণের ফ্লো-চার্ট ও চেকলিস্ট
- পদবি/পদনাম পরিবর্তন ও পদমর্যাদা/বেতনস্কেল উন্নীতকরণের ফ্লো-চার্ট ও চেকলিস্ট
- পদ বিলুপ্তকরণের ফ্লো-চার্ট ও চেকলিস্ট
- টিওএন্ডই-তে যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি অন্তর্ভুক্তকরণের ফ্লো-চার্ট ও চেকলিস্ট
- সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের ফ্লো-চার্ট ও চেকলিস্ট
- সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের পদসমূহ রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর/নিয়মিতকরণের ফ্লো-চার্ট ও চেকলিস্ট
- পদ বিলুপ্তিকরণের ফ্লো-চার্ট ও চেকলিস্ট
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, প্রশাসনিক বিভাগ ও জেলাসমূহের নন-ক্যাডার ৯ম গ্রেড এবং ১০ গ্রেড হতে ২০ গ্রেড-এর রাজস্ব বাজেটের সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদ পূরণের ছাড়পত্র প্রদানের ফ্লো-চার্ট ও চেকলিস্ট
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসমূহের নন-ক্যাডার ৯ম গ্রেড এবং ১০ গ্রেড হতে ২০ গ্রেড-এর রাজস্ব বাজেটের সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদের ১০% হিসাবে সংরক্ষিত শূন্যপদ পূরণের জন্য ছাড়পত্র প্রদানের ফ্লো-চার্ট ও চেকলিস্ট
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়সমূহের রাজস্বখাতে বিলুপ্ত পদের জনবল উদ্বৃত্ত ঘোষণাসংক্রান্ত ফ্লো-চার্ট
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়সমূহের উদ্বৃত্ত জনবল আত্তীকরণ ফ্লো-চার্ট ও চেকলিস্ট
- সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের কার্যাবলি সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পরিপত্র/আদেশসমূহ ইত্যাদি

উল্লেখ্য, উদাহরণস্বরূপ পদ সৃজনের একটি ফ্লো-চার্ট নিম্নে দেওয়া হলো :

পদ সৃজনের ফ্লো-চার্ট

সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে Software এর কার্যক্রম

Organization and Management Software

● এনাম কমিটি কর্তৃক ১৯৮২-৮৩ সালে সকল সরকারি দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। তৎপরবর্তীকালে সময়ে সময়ে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সাংগঠনিক কাঠামোতে পদ সৃজন, পদের মেয়াদ সংরক্ষণ, পদ স্থায়ীকরণ, যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্তকরণ, শূন্যপদ পূরণে নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান এবং টিওএন্ডই হালনাগাদকরণ করা হয়। কিন্তু এসকল পদ সৃজন, পদের মেয়াদ সংরক্ষণ, পদ স্থায়ীকরণ, যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্তকরণ, শূন্যপদ পূরণে নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান এবং টিওএন্ডই হালনাগাদকরণের জি.ও.সমূহ মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি।

● মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ এর অংশ হিসাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার শুদ্ধাচারসংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক কার্যক্রমের আওতায় 'সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা সহজীকরণ' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ কর্তৃক 'Organization and Management Software' টি প্রস্তুত করা হয়েছে।

● সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগে মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে সৃজিত জি.ও.সমূহের সঠিক তথ্যাদি পাওয়া যায় না। ফলে প্রস্তাব নিষ্পত্তিতে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। প্রস্তাব নিষ্পত্তিতে এসকল সমস্যা নিরসনে এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সৃজিত পদ সৃজন, পদের মেয়াদ সংরক্ষণ, পদ স্থায়ীকরণ, যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্তকরণ, শূন্যপদ পূরণে নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান এবং টিওএন্ডই হালনাগাদকরণের জি.ও.সমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণের নিমিত্ত 'Organization and Management Software' টি প্রস্তুত করা হয়েছে।

● সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিকট হস্তান্তর ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সওব্য অনুবিভাগের ০২ জন করে প্রতিনিধি এবং ৫৮ (আটান্ন) টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ০২ জন করে (০১ জন কর্মকর্তা এবং ০১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা/সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর/অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) প্রতিনিধি নিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের মোট ১৪ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক উক্ত Software-এ স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট তথ্য সংরক্ষণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে উক্ত Software-এ স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হয়েছে।

Clearance and Absorption Software (CAS)

উদ্বৃত্ত কর্মচারী অধিশাখা হতে প্রধানত নিম্নোক্ত কর্মচারী নিয়োগের ছাড়পত্র এবং উদ্বৃত্ত কর্মচারী আত্তীকরণের কার্যপত্র সম্পাদন করা হয়।

● জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তার আওতাধীন ৬৪টি জেলা ও ৮টি বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় এবং ৯টি সংস্থা/দপ্তরের সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদের নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান

● বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের ১০% সংরক্ষিত পদের ছাড়পত্র প্রদান

● সকল উদ্বৃত্ত সরকারি কর্মচারীদের (বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন সংস্থা, প্রশাসনিক বিভাগ ও জেলার) আত্তীকরণ করে থাকে। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ দুটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রায়শই তথ্য ঘাটতি, একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য, ভুল তথ্য, অসত্য তথ্য, অস্পষ্ট তথ্য এবং কার্য সম্পাদনের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়, যা কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা, ভুল হওয়ার সম্ভাবনা, আইনগত জটিলতা সৃষ্টিসহ নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে।

এই সমস্যাসমূহ দূরীকরণের জন্য Martial Law Committee on Organizational set up (এনাম কমিটি) কর্তৃক তৈরিকৃত অর্গানোগ্রাম-এর সঙ্গে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আওতাধীন সংস্থায়, প্রশাসনিক বিভাগ ও জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রকাশযোগ্য তথ্য (মোট পদের সংখ্যা, সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদের সংখ্যা, পদোন্নতিযোগ্য পদের সংখ্যা, সংরক্ষিত শূন্যপদের সংখ্যা ইত্যাদি), যা ছাড়পত্র প্রদান ও আত্তীকরণের জন্য আবশ্যক, তা পরীক্ষা করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের Clearance and Absorption সফটওয়্যারে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। যাতে কোনো প্রতিষ্ঠান হতে ছাড়পত্র ও আত্তীকরণের প্রস্তাব পাওয়া গেলে, তা তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত ভার্চুয়াল রেকর্ডরুমের তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাইপূর্বক দ্রুততর সময়ে নির্ভুলভাবে ও সহজে সেবাটি প্রদান করা সম্ভব হয়।

সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় হিসাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের শতভাগ কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পাদনের অংশ হিসাবে উদ্বৃত্ত কর্মচারী অধিশাখার কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদনের জন্য এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আওতাধীন সংস্থা, প্রশাসনিক বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের ছাড়পত্র ও আত্তীকরণ সংশ্লিষ্ট তথ্য ভার্চুয়াল রেকর্ডরুমে সংরক্ষণের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্বৃত্ত কর্মচারী অধিশাখার ছাড়পত্র ও আত্তীকরণ সংশ্লিষ্ট সেবা সহজে, দ্রুততার সঙ্গে ও নির্ভুলভাবে প্রদান করা সম্ভব হবে।

CAS-সংক্রান্ত প্রসেস ম্যাপের একটি নমুনা

প্রসেস ম্যাপ

সেবার নাম : মন্ত্রণালয়সমূহের রাজস্ব বাজেটের সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদের ১০% হিসাবে সংরক্ষিত শূন্যপদ পূরণের জন্য ছাড়পত্র প্রদান

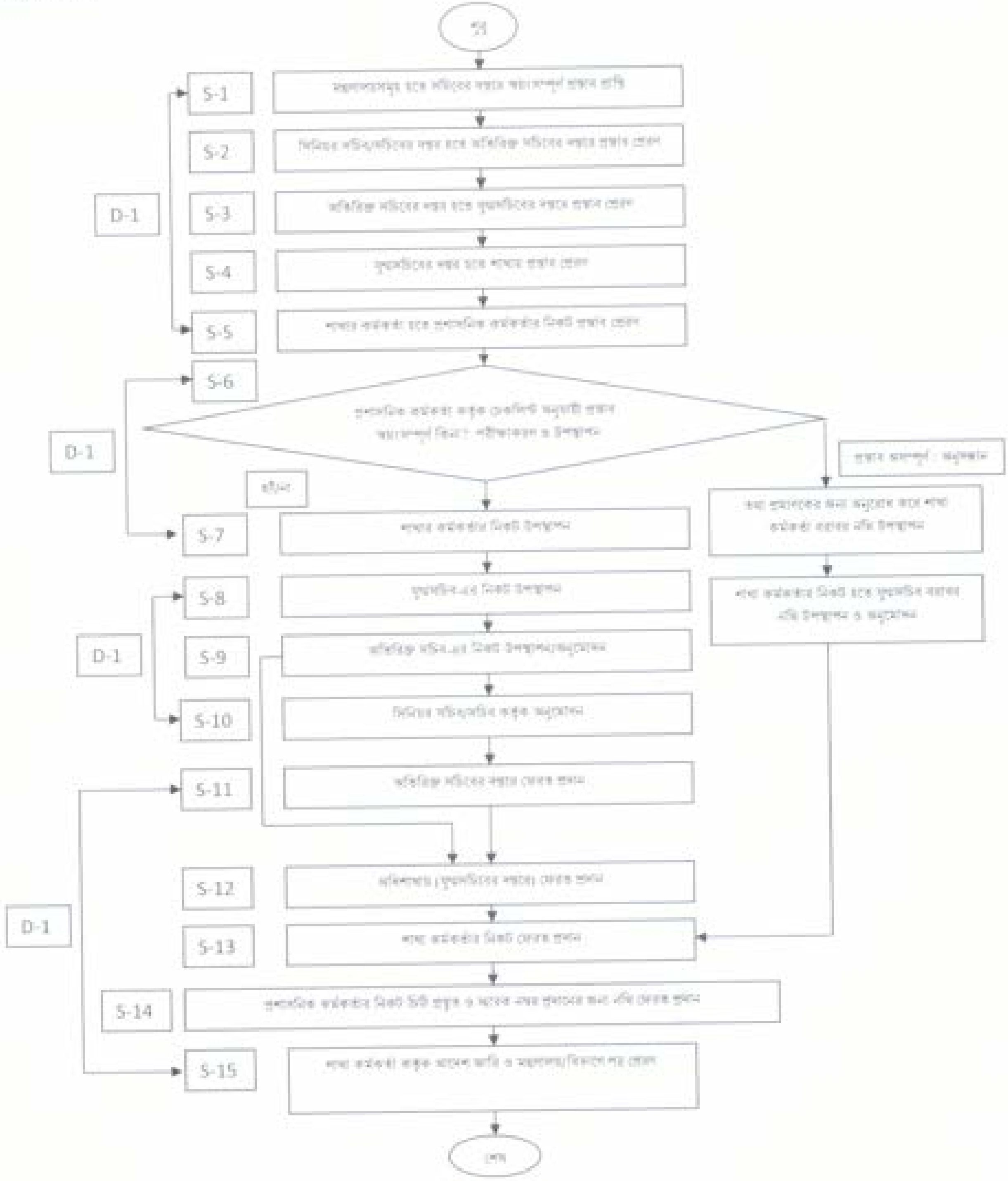

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতকের ঠাঁই হলো প্রশাসন পরিবারে : কেস স্টাডি-৩

ছবি-৬ : অজ্ঞাতনামা পথশিশুকে কোলে তুলে নিচ্ছেন জেলা প্রশাসক পত্নী বেগম সুমনা আনোয়ার

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভৈরব জনাব লুবনা ফারজানা-এর নিকট গত ২২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে খবর আসে অজ্ঞাত এক নারী বাস থেকে নেমে ভৈরব বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এক ভিক্ষুকের কাছে একটি শিশুকে রেখে টয়লেটে যাওয়ার কথা বলে আর ফিরে আসেনি। খবর পেয়ে উপজেলা প্রশাসনের তৎপরতায় তাৎক্ষণিকভাবে নবজাতক শিশুটিকে ভৈরব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করানো হয়। এরপর বিষয়টি তৎকালীন জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ জনাব মোঃ সারওয়ার মুর্শেদ চৌধুরীকে অবহিত করলে তিনি নবজাতকের সঠিক যত্নের বিষয়টি দেখভাল করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।

শিশুটি উদ্ধারের পর উপজেলা নির্বাহী অফিসার, লুবনা ফারজানার নির্দেশে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, কিশোরগঞ্জ, সিনিয়র জুডিশিয়াল আদালতে শিশুটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে একটি আবেদন করেন। বিষয়টি জেলা প্রশাসক পত্নী সুমনা আনোয়ার অবগত হলে তিনি নবজাতককে দত্তক নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। জেলা প্রশাসক শিশুটিকে দত্তক নিতে আবেদন করেন এবং আদালতের মাধ্যমে শিশুটি দত্তক প্রদান করা হয়। জেলা প্রশাসক পত্নী মাতৃত্বের অপত্যস্নেহে কোলে তুলে নেন নিষ্পাপ শিশুটিকে। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ জনাব সারোয়ার মুর্শেদ চৌধুরী এ সময় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, তাঁর একটি মেয়ে সন্তান রয়েছে, আজ থেকে শিশুটি তার দ্বিতীয় সন্তান হিসাবে থাকবে। তিনি সকলের কাছে দোয়া চান শিশুটিকে যেন আল্লাহ সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখে এবং তাকে ভালোমানুষ হিসাবে গড়ে তোলার তওফিক দান করেন। শিশুটি হস্তান্তরের সময় জেলা প্রশাসকের দুই বছর বয়সি মেয়ে সামিহা চৌধুরীও খুব উচ্ছ্বসিত ছিল। তার মা সুমনা আনোয়ার এ সময় শিশুটিকে তার ছোটো বোন হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেন।

আজও সমাদরে শিশুটি বেড়ে উঠছে তার পিতা-মাতার পরম উষ্ণ স্নেহ-মমতায়। মানবিকতার এ অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তৎকালীন জেলা প্রশাসক জনাব সারওয়ার মুর্শেদ চৌধুরী ও তাঁর পরিবার মানুষের মনের মণিকোঠায় স্থান করে নেয়।

করোনায় আক্রান্ত মৃত ব্যক্তির জানাজা পড়ালেন ইউএনও : কেস স্টাডি-৪

ছবি-৭ : জানাজার নামাজে ইমামতি করছেন ইউএনও, জনাব মো: বদরুদ্দোজা শুভ

করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের প্রথম দিকে মানুষের মধ্যে ব্যাপক ভীতি কাজ করছিল। আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পরে ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী সৎকার্যাদি করাও ছিল দুরূহ বিষয়। সমাজ যখন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল তখন মানবতা আর দায়িত্বের যুগপৎ মেলবন্ধনে আশার আলো দেখান একজন মো: বদরুদ্দোজা শুভ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ঝিনাইদহ সদর। ঝিনাইদহ সদর উপজেলার খাজুরা গ্রামের সামাদ আলি (৫০) ফরিদপুরে শ্রমিকের কাজ করতেন। তিনি করোনার উপসর্গ নিয়ে ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলেও খুব অল্প দিনের মধ্যে মারা যান। এরপর ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ থেকে অ্যাম্বুলেন্সে তাঁর লাশ ঝিনাইদহ থানায় নিয়ে আসা হয়। থানা থেকে বিষয়টি তৎকালীন জেলা প্রশাসক জনাব সরোজ কুমার নাথ-কে জানানো হয়।

জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. বদরুদ্দোজা শুভ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্য লাশ নিয়ে খাজুরা গ্রামে মৃত ব্যক্তির বাড়িতে যান। গ্রামের কয়েকজনকে নিয়ে কবর খনন করা সম্ভব হলেও লাশ দাফনে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, গ্রামবাসী বা ইমাম সাহেব কেউই এগিয়ে আসেনি। লাশ গোরস্থানে আনার পর জানাজা পড়ানোর লোক না পাওয়া যাওয়ায় জেলা প্রশাসকের অনুরোধে এগিয়ে আসেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ইউএনও জনাব মো: বদরুদ্দোজা শুভ। তিনি জানাজা নামাজ পড়িয়ে ধর্মমতে মৃতদেহ সমাহিত করে মানবতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। জানাজায় অংশ নেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সদর থানার ওসি এবং ইসলামী ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালকসহ আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম-এর কয়েকজন সদস্য।

চলমান করোনা ভীতির কাছে রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব যখন হুমকির মুখে ঠিক তখন একজন উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর সাহসী পদক্ষেপ মানবিক যুদ্ধে আমাদেরকে নিরন্তর অনুপ্রাণিত করে।

বৃদ্ধা মায়ের দায়িত্ব নিলেন ঠাকুরগাঁওয়ের জেলা প্রশাসক : কেস স্টাডি-৫

মানুষ হিসাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর, বুকে টেনে নেবার আরেক নাম মানবিকতা। আমাদের সামান্য স্নেহে, মায়া, মমতায় একজন মানুষ ফিরে পেতে পারে নতুন জীবন, দেখতে পারে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন। মানুষ যখন বিপন্ন বোধ করে, বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে, বোধ করে অসহায়ত্ব, তখন সে খুঁজে বেড়ায় ভরসা। স্বাভাবিকভাবেই এই ভরসার স্থান মানুষের একান্ত আপনজন। কিন্তু একান্ত আপনজন পুত্রের কাছেও অসহায় মায়ের স্থান না হলে অথবা নির্যাতনের শিকার হলে মানবতা হয় বিপন্ন।

একমুঠো ভাত চাওয়ায় নিজের পেটের ছেলের হাতে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বয়সের ভারে নুয়ে পড়া ৯৮ বছর বয়সি এক বৃদ্ধ মা। নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে গুরুতর আহত, অসহায় এ মাকে পরম মমতায় বুকে টেনে নিয়েছেন একজন জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আউয়াল।

বয়সের ভারে নুয়ে পড়া এই মা কানেও খুব একটা শুনতে পান না। ভালো করে চোখেও দেখতে পান না। এমনকি তাঁর বাকশক্তিও দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। ৩০ বছর আগে তাসলেমা খাতুনের স্বামী মারা যান। তাঁর চার ছেলে ও ১ মেয়ে থাকলেও কেউ দেখা-শোনা করে না নিঃসহায় বৃদ্ধ এই মাকে।

গত ১৫ আগস্ট ২০১৭ তারিখ মঙ্গলবার সকালে সম্বলহীন মা তাসলেমা তার বড়ো ছেলের বউ-এর কাছে ভাত চাইতে গেলে, ছেলের হাতে নির্মম নির্যাতনের শিকার হন। বউয়ের কথায় নিজের ছেলে বলকুণ্ঠীন বৃদ্ধা মায়ের মুখ বরাবর তীব্র আঘাত করে। এতে বৃদ্ধা মায়ের বাম চোখের নিচের অংশে জখম হয়ে রক্তপাত হয়। অসহায় বৃদ্ধা শক্তিহীন তাসলেমাকে অমানুষিক নির্যাতন করে বাড়ির বাইরে বের করে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে একটি পরিত্যক্ত ঘরের ঝুপড়ি ছাউনি থেকে মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করেন স্থানীয় লোকজন। পরে উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হলে জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও নিজে কোলে করে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে বৃদ্ধা মায়ের চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন জেলা প্রশাসক।

১৫ আগস্ট রাতে নির্যাতিত ওই মায়ের ছবি ফেসবুকের মাধ্যমে নজরে আসে ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আউয়াল-এর। তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সাংবাদিক, পুলিশ, উপজেলা প্রশাসন, ইউপি চেয়ারম্যান সবার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি পরের দিন বুধবার (১৬ আগস্ট) সকালেই ঠাকুরগাঁও জেলা থেকে ৭০ কি.মি. দূরে হরিপুর উপজেলার ডাঙ্গীপাড়া ইউনিয়নের ডাঙ্গীপাড়া গ্রামে রওনা দেন। বৃদ্ধা ওই মাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় চিকিৎসকদের নিকট নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব না হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে নিয়ে আসা হয় ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতালে। সিভিল সার্জন ঠাকুরগাঁওয়ের তত্ত্বাবধানে সেই মা-এর সব ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আউয়াল সেই মায়ের চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠলে আর্থিক সহযোগিতা করা হয় এবং যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন তাঁর ভরণপোষণের জন্য জেলা প্রশাসন থেকে প্রতিমাসে একটি ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। হরিপুর থানা পুলিশ পাষণ্ড পুত্রকে গ্রেফতার করে। কিন্তু মমতাময়ী মা পুত্রের সব অপরাধ ক্ষমা করে দেন। পরে ওই সন্তানকে বুঝিয়ে তাঁর পরিবারে নাতি-নাতনিদের সঙ্গে বৃদ্ধ এ মা-এর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হয়।

জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আউয়াল ২০১৭ সালে ঠাকুরগাঁও জেলায় হঠাৎ বন্যাকবলিত অসহায় মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো এবং তিনি নিজেই বন্যার পানির স্রোতে অনেক বাড়িতে আটকে পড়া বৃদ্ধ বাবা-মা, শিশু ও গবাদি পশুদের উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসেন। তিনি ছুটির দিন শনিবার জেলার বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেন। স্কুল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পিতামাতার প্রতি সন্তানদের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি ও পিতামাতার সেবায় উদবুদ্ধ করার জন্য তিনি নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এছাড়া, পিতামাতার ভরণপোষণ আইন বাস্তবায়নেও কাজ করছেন তিনি। আরও অনেক মানবিক কাজের উদাহরণ তৈরি করে ঠাকুরগাঁও জেলার আপামর মানুষের কাছে শ্রদ্ধার মানুষ হয়ে রয়েছেন। তিনি এ ধরনের ব্যতিক্রমী কাজের মাধ্যমে জেলা প্রশাসনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন।

মানবিক কাজের স্বীকৃতি প্রদানে জেলা প্রশাসন : কেস স্টাডি-৬

ছবি-৮ : নৌকায় মানুষ পারাপারকে মানবসেবার ব্রত হিসাবে নিয়েছেন রমেশ মাঝি

ছবি-৯ : কীর্তিনাশা নদীতে ৫২ বছর ধরে নৌকায় মানুষ পারাপার করছেন রমেশ মাঝি

ষাটোর্ধ্ব রমেশ মাঝি শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার জপসা ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি কীর্তিনাশা নদীর লক্ষ্মীপুর ঘাটে নৌকা চালান। ১০ বছর বয়সে বৈঠা হাতে নিয়ে নৌকায় ওঠেন। গত ৫২ বছরে নৌকা থেকে আর নামতে পারেননি দুই ছেলে ও দুই মেয়ের পিতা রমেশ। রোদ, ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, শীত ও কুয়াশা উপেক্ষা করে ৫২ বছর ধরে খরস্রোতা নদীর এক পাড় থেকে অন্য পাড়ে যাত্রীদের পৌঁছে দিচ্ছেন রমেশ মাঝি। তাঁর বাবা যজ্ঞেশ্বর মাঝি, ঠাকুরদা ধনঞ্জয় মাঝিও একইভাবে নৌকায় মানুষ পারাপার করতেন। তিন পুরুষ ধরে যাত্রী পারাপার করেও এর বিনিময়ে রমেশ মাঝি বা তাঁর পূর্বপুরুষেরা কোনো টাকাপয়সা গ্রহণ করেননি। গ্রামের কৃষকসহ লোকজনের দেওয়া খাদ্যশস্যে চলে তাঁদের সংসার।

রমেশ মাঝির বয়স এখন ৬২ বছর। তাঁর নৌকা দিয়ে পারাপার হয়ে এলাকার অনেক ছেলেমেয়ে পড়ালেখা করে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। কিন্তু অর্থাভাবে নিজের ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা করাতে পারেননি। সব সময় অভাব লেগে আছে, সেইসঙ্গে আছে সঞ্চয়হীন বৃদ্ধ বয়সের অনিশ্চয়তা। এ কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজ করার জন্য পরিবারের চাপ থাকলেও তিনি রাজি হননি। এটাকে মানবসেবার ব্রত হিসাবে নিয়েছেন।

৫২ বছর ধরে কীর্তিনাশা নদীতে বিনাপয়সায় যাত্রী পারাপার করা সমাজে বিরল এমন একজন নির্লোভ মানুষের কথা জানতে পারেন শরীয়তপুরের জেলা প্রশাসক জনাব পারভেজ হাসান। রমেশ মাঝির নৌকায় পার হওয়া অনেক প্রতিষ্ঠিত ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁর কথা না ভাবলেও, এই নির্মোহ কাজের স্বীকৃতি দিতে ভোলেননি শরীয়তপুরের তৎকালীন জেলা প্রশাসক। রমেশ মাঝির ঘটনা শোনার পর হয়েছেন আবেগতাড়িত। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় হয়েছেন অবনত। অনুভব করেছেন তাঁর জন্য কিছু করার তাড়না। তাই তো দেরি না করে বাকি জীবন যাতে অর্থকষ্টে না কাটাতে হয়, সেই ভাবনা থেকে তাঁকে নির্মাণ করে দেওয়া হয় দোকান। বরাদ্দ করা হয় হয় টিউবওয়েল। গত ১৮ জুলাই ২০২৩ তারিখে স্থানীয় গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে দোকানের মালামাল ও দোকানঘরের চাবি রমেশ মাঝির হাতে তুলে দেন জেলা প্রশাসক।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সরকারি কর্মকাণ্ডে দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, গতিশীলতা আনয়ন, সেবার মানোন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রবর্তন করা হয়। এপিএ-তে সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা, মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও ব-দ্বীপ পরিকল্পনাসহ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য নীতি/পরিকল্পনায় বর্ণিত কার্যক্রমের আলোকে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কর্মসম্পাদন চুক্তি পদ্ধতি প্রবর্তন হওয়ার পর বিগত ০৯ বছরে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১ম স্থান (৯৯.০৮ নম্বর) ও ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে বেশি নম্বর পেয়েও ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২য় স্থান (৯৯.৮৫ নম্বর) অর্জন করে। এপিএ বাস্তবায়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অবস্থান নিম্নে তুলে ধরা হলো–

ছক ১ : বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অবস্থান

অর্থবছর	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অর্জন (১০০ নম্বরের মধ্যে)	অবস্থান
২০১৪-১৫	৯৭.৭৫	২য়
২০১৫-১৬	৯৫.৮২	৯ম
২০১৬-১৭	৯৫.৪৬	১০ম
২০১৭-১৮	৯২.১৪	১৩তম
২০১৮-১৯	৯০.৩৮	১৬তম
২০১৯-২০	৮৮.২৯	১০ম
২০২০-২১	৯৬.০৬	৮ম
২০২১-২২	৯৯.০৮	১ম
২০২২-২৩	৯৯.৮৫	২য়

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি-এর আওতায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিসমূহ

(ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা অনুযায়ী চাকরিতে যোগদানের ০২ বছরের মধ্যে সকল ক্যাডার কর্মকর্তার চাকরি স্থায়ীকরণের অন্যতম প্রধান শর্ত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে কর্মসম্পাদন চুক্তির শর্ত অনুসারে যোগদানের অব্যবহিত পরে ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্নকরণ শীর্ষক কার্যক্রম গ্রহণ করে সদ্য যোগদানকৃত সকল ক্যাডার (বিসিএস স্বাস্থ্য ও বিসিএস শিক্ষা ব্যতীত) কর্মকর্তার বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করছে।

(খ) প্রশাসন ক্যাডার ব্যতীত অন্যান্য ক্যাডার হতে পদোন্নতি প্রাপ্তির ০১ বছরের মধ্যে সকল উপসচিবের উন্নয়ন, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কোর্স সম্পন্নকরণ সম্ভব হয়েছে। কোভিড-১৯ চলাকালে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে Online Training Manual তৈরি করা হয়েছে।

(গ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে 'সরকারি কর্মচারী আইন'-এর খসড়া প্রণয়নের কাজটি কর্মসম্পাদন চুক্তি অন্তর্ভুক্ত করে, যা মাত্র ০১ বছরের মধ্যে ২০১৮ সালে চূড়ান্ত হয় (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন)।

(ঘ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ পদ সৃজনের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা ৯০ কার্যদিবস থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে গড়ে ২৩.৪২ কার্যদিবসে নেমে এসেছে। অর্থাৎ, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় বর্তমানে ৭৪% কম সময়ে পদসৃজনের কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে;

(ঙ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত বিভিন্ন আইন/প্রবিধি বাংলা প্রমিতীকরণের ক্ষেত্রে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রয়োজনীয় সময় ৩০ কার্যদিবস থেকে কমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে গড়ে ১৬.৪৭ কার্যদিবস হয়েছে, অর্থাৎ ৪৫% কম সময় লেগেছে;

(চ) বিভিন্ন বিধি/প্রবিধির উপর মতামত প্রদানের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রয়োজনীয় সময় ৩৫ কার্যদিবস থেকে কমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে গড়ে ১১.০৫ কার্যদিবসে নেমে এসেছে, অর্থাৎ, ৬৮% কম সময় লেগেছে;

(ছ) ২০১৬-১৭ অর্থবছরে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পেনশন কেস গড়ে ১৫ কার্যদিবস প্রয়োজন হতো, বর্তমানে তা গড়ে মাত্র ৪.০০ কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে;

(জ) নিয়োগ প্রাপ্তির ০১ বছরের মধ্যে ১০-২০ গ্রেডের ১০০% কর্মচারীর (গ্রেড ৯-২০) মৌলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্নকরণ;

(ঝ) ২০২০-২১ অর্থবছরে ০৯ কার্যদিবসের মধ্যে নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা ৫.০০ কার্যদিবসে নেমে এসেছে। অর্থাৎ, ৪৪% কম সময়ে প্রস্তাব অনুমোদিত হচ্ছে;

(ঞ) মন্ত্রণালয়ে ই-নথির মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তির হার ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ৩৭.১২%। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৯৮.৪৪% নথি ই-নথির মাধ্যমে নিষ্পত্তি হচ্ছে;

(ট) জনপ্রশাসনে সুশাসন ও উদ্ভাবন উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিবছর বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক প্রদান করা হচ্ছে; এবং

(ঠ) ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জনপ্রশাসন সংস্কার বিষয়ে জাতির পিতার গৃহীত

বিভিন্ন পদক্ষেপের উপর মন্ত্রণালয়ে ০৬টি সেমিনার আয়োজন করা হয় এবং একটি সেমিনারে বিশ্ববিখ্যাত বিবিসি সাংবাদিক Sir William Mark Tully নয়াদিল্লী, ভারত থেকে অনলাইনে যোগদান করেন।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত তথ্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। এ কৌশলের মূল লক্ষ্য হলো শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে প্রণীত কৌশলে শুদ্ধাচারকে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ এবং কোনো সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড ও নীতির প্রতি আনুগত্য হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ কৌশলে রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা সরকারের সাংবিধানিক ও আইনগত স্থায়ী দায়িত্ব; সুতরাং, সরকারকে অব্যাহতভাবে এই লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে মর্মে উল্লেখ আছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে পৃথক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্বপ্রথম ১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ মেয়াদের জন্য শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার পাশাপাশি আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করে আসছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনায় সম্পাদিত কাজের বিপরীতে নম্বর প্রদান ও সে আলোকে প্রাথমিকভাবে মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরেও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনায় সম্পাদিত কাজের বিপরীতে নম্বর প্রদান ও সে আলোকে মূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনায় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, শুদ্ধাচারসংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অর্জন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মূল্যায়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রথম স্থান; ২০১৯-২০ অর্থবছরে একাদশ স্থান; ২০২০-২১ অর্থবছরে দ্বাদশ স্থান; ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রথম স্থান এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে। শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২০১৭ সাল হতে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ২০১৭ সালে ৩টি ক্যাটাগরিতে ৩ জন; ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩টি ক্যাটাগরিতে ৩ জন; ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩টি ক্যাটাগরিতে ৩ জন; ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩টি ক্যাটাগরিতে ৩ জন; ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩টি ক্যাটাগরিতে ৩ জন; ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩টি ক্যাটাগরিতে ৩ জন; এবং শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা ২০২১ অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪টি ক্যাটাগরিতে ৫ জনকে শুদ্ধাচার প্রদান করেছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সফটওয়্যারে দাখিল করা হয়েছে এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি প্রমাণকসহ যথাসময়ে নির্ধারিত সফটওয়্যারে দাখিল করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ০৮ (আট) টি দপ্তর/সংস্থাও শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ প্রণয়ন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সফটওয়্যারে দাখিল করেছে। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ০৮ (আট) টি দপ্তর/সংস্থার দাখিলকৃত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের উপর নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগ প্রধানগণকে শুদ্ধাচার পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। শুদ্ধাচারসংক্রান্ত সেবাবক্স নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

চাকরি ও প্রশিক্ষণসংক্রান্ত আইন, বিধি-বিধান ইত্যাদি প্রণয়ন

বিগত ১৫ বছরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নসংক্রান্ত অনেকগুলো নীতি প্রণয়ন করেছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

- সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮;
- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আইন, ২০২৩;
- প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সরকারি অনুদান প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৭;
- গোপনীয় অনুবেদন অনুশাসনমালা, ২০২০;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৮০৩টি বিষয়ে বিধিগত মতামত প্রদান এবং ৪৮৪টি নিয়োগবিধি/প্রবিধানমালা সংশোধন ও প্রণয়ন; এবং
- মানবসম্পদ উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল করার জন্য Public Administration Training Policy (PATP)-২০২৩ প্রণয়ন।

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমের স্বীকৃতি প্রদান ও পুরস্কৃত করার লক্ষ্যে জনপ্রশাসন পদক প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জনপ্রশাসনের মেধা, মননশীলতা, সৃজনশীল কর্ম ও উদ্ভাবনী প্রয়াসকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে কর্মস্পৃহা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জনপ্রশাসনে গতিশীলতা নিয়ে আসতে ২৫ জানুয়ারি ২০১৫

তারিখে নীতিমালা চূড়ান্ত করে সরকার জনপ্রশাসন পদক প্রবর্তন করে। ২০১৫ সালে এ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় এবং ২০১৬ সাল থেকে পদক প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়। ২০২২ সালে জনপ্রশাসন পদকের নাম সংশোধন করে 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক' নামকরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, সাধারণ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন প্রশাসন, সামাজিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশ উন্নয়ন, দুর্যোগ ও সংকট মোকাবিলা, অপরাধ প্রতিরোধ, জনসেবায় উদ্ভাবন, নীতি ও প্রশাসনিক পদ্ধতির সংস্কার, গবেষণা ও মানবকল্যাণে এর ব্যবহার এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এই ১২টি বিষয়কে পুরস্কারের ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০১৬ সালে প্রথমবারে সরকারের ৩০ জন কর্মকর্তাকে জনপ্রশাসন পদক দেওয়া হয়। ২০১৬ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মোট ১১৯ জন কর্মকর্তা ও ১৪টি প্রতিষ্ঠান জাতীয় পর্যায়ে জনপ্রশাসন পদকপ্রাপ্ত হয়েছেন।

উদ্ভাবন ও সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি হিসাবে 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক' প্রদান দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় এক যুগান্তকারী সংযোজন। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রণয়ন ও নীতি বাস্তবায়নের পাশাপাশি সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে জনপ্রশাসনের কর্মচারীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো এবং সরকারি কাজের মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত/সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনে কর্মরত কর্মচারীগণ অনেক ক্ষেত্রেই প্রশংসনীয় অবদান রাখছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে পদকপ্রাপ্তদের মাঝে এ পদক বিতরণ করেন। প্রতিবছর ২৩ জুলাই পদক প্রদানের দিন নির্ধারণ করে উক্ত দিনটিকে জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস ঘোষণা করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীন সরকারি দপ্তর/সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন কর্পোরেশনে কর্মরত কর্মচারীগণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ পদকের জন্য বিবেচিত হন।

পুরস্কার হিসাবে ব্যক্তিগত ও দলগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে একটি ২১ ক্যারেট মানের ১৫ গ্রাম ওজনের স্বর্ণপদক, পদকের একটি মনোগ্রাম, ক্রেস্ট, সম্মাননাপত্র ও নগদ অর্থ হিসাবে ব্যক্তিগত অবদানের ক্ষেত্রে দুই লক্ষ টাকা; দলগত অবদানের ক্ষেত্রে পাঁচ লক্ষ টাকা সদস্যদের মাঝে সমানভাবে ভাগ করে প্রদান করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক অবদানের ক্ষেত্রে স্বর্ণপদক, ক্রেস্ট ও সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া, পদকপ্রাপ্তির বিষয়টি পদকপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ডোসিয়ারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জনপ্রশাসন পদক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্যে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সর্বোচ্চ স্বীকৃতির স্মারক হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। পদক প্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাগণ নামের শেষে বিপিএএ (BPAA) যুক্ত করতে পারেন। যদিও সরকারি কর্মচারীগণ কোনো পুরস্কারের প্রত্যাশায় নয়, বরং দেশের উন্নয়ন অভিলক্ষ্য বাস্তবায়ন এবং জাতির প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যেই কাজ করেন, তথাপি অপেক্ষাকৃত উদ্ভাবনমনস্ক, সৃজনশীল ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মকর্তাদের যথাযথভাবে চিহ্নিত করে পুরস্কৃত করা হলে, তা সকল কর্মচারীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক প্রবর্তনের ফলে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে উদ্ভাবনী কার্যক্রম ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার মানোন্নয়নে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও পদ্ধতির প্রয়োগ সম্প্রসারিত হয়েছে। সরকারি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন, নাগরিক সেবা সহজীকরণ এবং সুশাসন জোরদারকরণে তা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

কর্মমূল্যায়ন পদ্ধতির সংস্কার

সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ১৯ ধারায় সরকারি কর্মকর্তাগণের বস্তুনিষ্ঠ কর্মমূল্যায়নের উদ্দেশ্যে ফলাফলমুখী কার্যসম্পাদনগত নিরীক্ষা বা মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রণয়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সে লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিদ্যমান গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) পদ্ধতির পরিবর্তে একটি আধুনিক কর্মমূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে প্রচলিত গোপনীয় প্রতিবেদন ব্যবস্থার মাধ্যমে কর্মকর্তাদের প্রকৃত কর্মমূল্যায়ন প্রতিফলিত হয় না এবং এ কর্মমূল্যায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বা সম্পাদিত কার্যক্রমের সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না। এটি একতরফা মূল্যায়ন হওয়ায় মূল্যায়নকারীর উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল এবং এটি একটি এককালীন কার্যক্রম, যেখানে পারফরম্যান্স পরিবীক্ষণ কিংবা পারফরম্যান্স বিষয়ে আলোচনা/পর্যালোচনার সুযোগ নেই কিংবা পারফরম্যান্স উন্নয়ন বা প্রতিকারের কোনো সুযোগ নেই। প্রচলিত পদ্ধতির কর্মমূল্যায়ন প্রতিবেদন মুদ্রিত কাগজে সংরক্ষণ করা হয়, বিধায় এর মাধ্যমে কর্মকর্তাদের পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করা যায় না।

এরূপ পরিস্থিতি হতে উত্তরণের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্মকর্তাদের মূল্যায়ন পদ্ধতি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সে লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে কর্মমূল্যায়ন বিধিমালা প্রণয়ন করেছে, যা প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্ত সচিব কমিটি কর্তৃক গত ১৫.০৬.২০২৩ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে এবং আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিং-এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এই কর্মমূল্যায়ন পদ্ধতি বিভিন্ন দপ্তরে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পাইলট আকারে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। একইসঙ্গে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি সফটওয়্যার সিস্টেম প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান। সফটওয়্যার প্রণয়ন সম্পন্ন হলে কর্মমূল্যায়ন বিধিমালা সারাদেশে একযোগে চালু করা হবে।

প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে মূল্যায়নাধীন কর্মকর্তার কর্মমূল্যায়ন তিনটি অংশে বিভক্ত থাকবে। প্রথম অংশে কর্মকর্তাগণ সারাবছর যেসকল কার্যক্রম সম্পাদন করবেন বছরের শুরুতে তার একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। কর্মপরিকল্পনায় সম্ভাব্য কাজের তালিকা, প্রতিটি কাজের সম্ভাব্য লক্ষ্যমাত্রা ও নম্বর নির্ধারণ করা হবে, যা মূল্যায়নকারী অনুমোদন করবেন। অর্থবছর শেষে মূল্যায়নাধীন কর্মকর্তা কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি কাজের বিপরীতে প্রকৃত অর্জন উল্লেখ করে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে নিজেই নম্বর প্রদান করে স্বমূল্যায়ন করবেন। মূল্যায়নকারী ও ঊর্ধ্বতন মূল্যায়নকারী

স্বমূল্যায়ন পর্যালোচনা করতে পারবেন এবং নম্বর পরিবর্তন করে বা বহাল রেখে এই অংশের মূল্যায়ন সম্পন্ন করবেন।

কর্মমূল্যায়নের দ্বিতীয় অংশে মূল্যায়নকারী এবং ঊর্ধ্বতন মূল্যায়নকারীর মূল্যায়নাধীন কর্মকর্তার ব্যক্তিগত ও পেশাগত বৈশিষ্ট্যের সংখ্যাগত এবং গুণগত মূল্যায়ন করবেন। সংখ্যাগত মূল্যায়নে ৬টি সূচকের জন্য ৫ নম্বর করে মোট ৩০ নম্বর নির্ধারিত থাকবে। কর্মমূল্যায়নের তৃতীয় অংশে মূল্যায়নাধীন কর্মকর্তার প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা ১০ শতাংশ নম্বর যুক্ত হবে। তিনটি অংশের মূল্যায়নের সমন্বয়ে কর্মকর্তাদের বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত হবে।

এর পাশাপাশি মূল্যায়নকারী ও ঊর্ধ্বতন মূল্যায়নকারী মূল্যায়নাধীন কর্মকর্তার বিশেষ ব্যক্তিগত ও পেশাগত বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, গুণাবলি কিংবা ইতিবাচক/নেতিবাচক কোনো প্রবণতা/কার্যক্রম থাকলে, তা মূল্যায়ন ফর্মের নির্ধারিত অংশে লিখিতভাবে উল্লেখ করবেন। মূল্যায়নাধীন কর্মকর্তা কর্তৃক বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও অর্জিত দক্ষতা এবং বিশেষ অর্জন এবং তার সম্পর্কে মূল্যায়নকারী ও ঊর্ধ্বতন মূল্যায়নকারী কর্তৃক প্রদত্ত মন্তব্যসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রোফাইলে ক্রমপুঞ্জীভূতভাবে সংযুক্ত হবে। মূল্যায়নাধীন কর্মকর্তা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের জন্য সুপারিশ থাকলে, তা উল্লেখ করতে পারবেন। তিনি ভবিষ্যতে তার নিজের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মের ক্ষেত্রে আগ্রহের বিষয়টি মূল্যায়ন ফর্মের নির্ধারিত অংশে উল্লেখ করতে পারবেন।

বাস্তবায়নাধীন এ কর্মমূল্যায়ন পদ্ধতি অধিকতর স্বচ্ছ, আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর হবে, যা ব্যক্তিগত এবং সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এ পদ্ধতিতে একজন কর্মকর্তার পুরো কর্মজীবনের কর্মকৃতি সহজে অনুসন্ধান করা সম্ভব হবে এবং বিভিন্ন সূচকের বিপরীতে প্রাপ্ত নম্বর নানাভাবে বিশ্লেষণ করা যাবে। এর পাশাপাশি কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রোফাইলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পেশাগত দক্ষতা অভিজ্ঞতা নির্ণয়ে সহায়ক হবে। এ প্রোফাইল ব্যবহার করে চাহিদা অনুযায়ী পদায়ন, পদোন্নতি, প্রেষণ, পুরস্কারের জন্য উপযুক্ত কর্মকর্তা খুঁজে বের করা সম্ভব হবে। এ কর্মমূল্যায়ণ পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে পরিকল্পিত ও ফলাফলভিত্তিক কর্মসম্পাদনের সংস্কৃতি সৃষ্টি হবে; সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন হবে এবং অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে, যা একটি আধুনিক মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনে সহায়ক হবে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পর্যন্ত ২৭৯টি তথ্য অধিকার প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি করেছে। তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সকল তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর উদ্দেশ্য

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

(খ) জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক তাই তাদের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।

(গ) জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হলে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

(ঘ) সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়।

উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গৃহীত ব্যবস্থা

(ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে প্রাপ্ত আবেদন তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে নিষ্পত্তি করা হয়।

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত/জারিকৃত আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি স্বপ্রণোদিতভাবে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়।

(গ) তথ্য অধিকার সেবা বক্স নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

(ঘ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে হালনাগাদ করা হয়।

(ঙ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০২১ প্রকাশ করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অর্জন

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে অবদান রাখায় মন্ত্রণালয় পর্যায়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে ২০১৯ সালে তথ্য কমিশন কর্তৃক ১ম স্থান অধিকারী হিসাবে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ছক-৭ : তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে তথ্য প্রদানসংক্রান্ত বিবরণী

সন	প্রাপ্ত আবেদন	গৃহীত কার্যক্রম
২০১৫-২০১৬	২৩টি	সকল আবেদনের তথ্য প্রদান করা হয়েছে
২০১৬-২০১৭	১৯টি	সকল আবেদনের তথ্য প্রদান করা হয়েছে
২০১৭-২০১৮	৩৭টি	সকল আবেদনের তথ্য প্রদান করা হয়েছে
২০১৮-২০১৯	১১টি	সকল আবেদনের তথ্য প্রদান করা হয়েছে
২০১৯-২০২০	৪১টি	সকল আবেদনের তথ্য প্রদান করা হয়েছে
২০২০-২০২১	৩৯টি	সকল আবেদনের তথ্য প্রদান করা হয়েছে
২০২১-২০২২	৫৮টি	সকল আবেদনের তথ্য প্রদান করা হয়েছে
২০২২-২০২৩	৫১টি	সকল আবেদনের তথ্য প্রদান করা হয়েছে

জনপ্রশাসনের উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা (২০০৯ থেকে ২০২৩)

ক্রমিক	বিষয়
১.	সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (সংশোধিত ২০২৩)
২.	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আইন, ২০২৩
৩.	The Public Servants (Marriage with Foreign Nationals) Ordinance, ১৯৭৬ হালনাগাদ করে গণকর্মচারী (বিদেশি নাগরিক এর সহিত বিবাহ) আইন, ২০১৫
৪.	Public Servants (Retirement) (Amendment) Ordinance, ২০০৯
৫.	মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সংযুক্ত অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং দপ্তরের কমন পদ নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯
৬.	The Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, ১৯৮৫ রহিত করে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮
৭.	১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪ প্রণয়নসংক্রান্ত এস.আর.ও. নং ২৩১-আইন/২০১৪
৮.	গত ১৪ জুলাই ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ অধিকতর সংশোধনসংক্রান্ত এস.আর.ও. নং ২৪৮-আইন/২০১১
৯.	সরকারি কর্মচারী লিয়েন বিধিমালা, ২০২১
১০.	২৮ এপ্রিল ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ১১২০টি চিকিৎসক কর্মকর্তার পদকে অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, ১৯৮১ অধিকতর সংশোধন করে এস. আর. ও ১০২-আইন/২০২২
১১.	০১ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত চিকিৎসক কর্মকর্তাদের ক্যাডারভুক্তিকরণের নিমিত্ত The Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, ১৯৮১ অধিকতর সংশোধন করে এস.আর.ও. ১১৩-আইন/২০২২
১২.	০১ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মরত ৯০ (নব্বই) জন সহকারী প্রকৌশলীকে ক্যাডার পদে অন্তর্ভুক্তির জন্য The Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, ১৯৮১ অধিকতর সংশোধন করে এস.আর.ও. ১১৪-আইন/২০২২
১৩.	১২ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত চিকিৎসক কর্মকর্তাদের ক্যাডারভুক্তিকরণের নিমিত্ত The Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, ১৯৮১ অধিকতর সংশোধন করে এস.আর.ও. ৬৬-আইন/২০২৩
১৪.	১৪ জুন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা অধিকতর সংশোধন করে এস.আর.ও. ১৮৯-আইন/২০২৩
১৫.	নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী (জ্যেষ্ঠতা ও পদোন্নতি) বিধিমালা, ২০১১ প্রণয়ন
১৬.	সরকারি চাকরিতে (বিসিএস ব্যতীত) সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যে ৩০-০৬-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত প্রকাশিতব্য বিজ্ঞপ্তিতে প্রার্থীদের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ২৫-০৩-২০২০ তারিখে নির্ধারণ
১৭.	সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/আধা স্বায়ত্তশাসিত এবং বিভিন্ন কর্পোরেশন ও দপ্তরে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ কোটা (মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা ও উপজাতীয়) পদ্ধতির সংশোধন
১৮.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৮ মে ২০১২ তারিখে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনের চাকরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩০ বৎসরের পরিবর্তে ৩২ বৎসর নির্ধারণসংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করা হয়
১৯.	'মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীন সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনের শূন্যপদে চলতি দায়িত্ব ও অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান নীতিমালা, ২০২৩' প্রণয়ন
২০.	মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের চাকরি হতে অবসর গ্রহণের বয়স বৃদ্ধি
২১.	শ্রুতিলেখক নিয়োগ নীতিমালা, ২০২৩ প্রণয়ন
২২.	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর অধীন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তর এবং সংবিধিবদ্ধ/স্বায়ত্তশাসিত/

ক্রমিক	বিষয়
	জাতীয়কৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের শূন্যপদসমূহ পূরণ-এর নির্দেশনা প্রদান করা হয়
২৩.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর অধীন সরকারি দপ্তর/পরিদপ্তর/অধিদপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনের চাকরিতে ১৩-২০ গ্রেডের পদে কর্মচারী নিয়োগে অপেক্ষমাণ তালিকা সংরক্ষণ
২৪.	'মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীন সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনের শূন্যপদে চলতি দায়িত্ব ও অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান নীতিমালা, ২০২৩' প্রণয়ন
২৫.	এস্টাব্লিশমেন্ট ম্যানুয়েল ভলিউম-১
২৬.	এস্টাব্লিশমেন্ট ম্যানুয়েল ভলিউম-২
২৭.	এস্টাব্লিশমেন্ট ম্যানুয়েল ভলিউম-৩
২৮.	এস্টাব্লিশমেন্ট ম্যানুয়েল ভলিউম-৪
২৯.	মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের চাকরি হইতে অবসর গ্রহণের বয়সবৃদ্ধি
৩০.	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি নির্দেশিকা ২০২১
৩১.	O & M Manual, ২০০৯
৩২.	'Statistics of Civil Officers and Staff, ২০০৯'
৩৩.	সরকারি সংস্থাসমূহের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা
৩৪.	'Statistics of Civil Officers and Staff, ২০১০'
৩৫.	প্রশাসনিক পরিভাষা, ২০১১
৩৬.	'Statistics of Civil Officers and Staff, ২০১১'
৩৭.	বাবাকো ম্যানুয়াল, ২০১১
৩৮.	'Statistics of Civil Officers and Staff, ২০১২'
৩৯.	'Statistics of Civil Officers and Staff, ২০১৩'
৪০.	সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪
৪১.	'Statistics of Civil Officers and Staff, ২০১৪'
৪২.	প্রশাসনিক পরিভাষা, ২০১৫
৪৩.	সরকারি কাজে ব্যবহারিক বাংলা
৪৪.	সরকারি কাজে ব্যবহারিক বাংলা পকেট সাইজ
৪৫.	'Statistics of Civil Officers and Staff, ২০১৫'
৪৬.	পদবির পরিভাষা, ২০১৫
৪৭.	পদবির পরিভাষা, ২০১৬
৪৮.	সরকারি সংস্থাসমূহের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা
৪৯.	'Statistics of Civil Officers and Staff, ২০১৬'
৫০.	সরকারি কাজে ব্যবহারিক বাংলা
৫১.	সরকারি কাজে প্রমিত বাংলা ব্যবহারের নিয়ম
৫২.	'Statistics of Civil Officers and Staff, ২০১৭'
৫৩.	পদবির পরিভাষা, ২০১৮
৫৪.	'Statistics of Civil Officers and Staff, ২০১৮'
৫৫.	পদবির পরিভাষা, ২০১৯
৫৬.	বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/স্ব-শাসিত সংস্থা ইত্যাদির বাংলা নাম

আলোকচিত্রে জনপ্রশাসন

একাদশ জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ জানুয়ারি ২০১৯ বৃহস্পতিবার সকালে প্রথমবারের মতো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে এসে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন

-ইয়াসিন কবির জয়/ফোকাস বাংলা নিউজ

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক প্রদান অনুষ্ঠান ২০২৩
শেখ হাসিনা

বিজি প্রেস ২০২৩-২৪-৪১৪৭-কম-বি—২,২৫০ বই, ২০২৩

১২—